বর্ত্তমান কালে বৈদিক জাতি দিগের শাস্ত্র নাই, সুত রাং বিদ্যমান রাজ জাতীয়দিগের প্রভাবে তজ্জাতীয় ধর্ম্মই প্রচলিত হইবেক, সহস্রের মধ্যে অনেক স্বধর্ম্মে থাকিতে পারে, ইহা পুরাণেও কহিয়াছেন, যথা। লক্ষাণাং পুণ্যবানেকো ভবিষ্যতি ততঃ পরংমতি। কলিকালে স্বধর্মত্যাগী পাপাচার অনেক হইবেক, লক্ষের মধ্যে অনেক পুণ্যবান থাকিবেক, হা, জগদীশ্বর, তোমার মহিমার পার নাই, কখন যে কাহাকে কিরূপ বুদ্ধি প্রদান কর, তাহার মর্ম্মাবগতি হয় না। বর্ত্তমান কালের মহিমা প্রকাশার্থে মনুষ্য মণ্ডলে আপনিই আপনাকে মিথ্যাবাদী করাইতেছ, নচেৎ বেদ বাক্যকে কি কেহ মিথ্যা বলিতে পারে, সে যাহা হউক, সম্প্রতি সভ্য ব্যক্তির দিগের দ্বারা হিন্দুশাস্ত্রে এবং হিন্দুধর্ম্ম লইয়া মহান্ গোলযোগ উপস্থিত, অর্থাৎ ইংলণ্ডীয়ানুমতে অস্মদ্দেশীয় জনের মধ্যে কেহ২ কহিয়া থাকেন যে হিন্দুজাতি অতি অসভ্য, এবং, নির্ব্বোধ, নচেৎ প্রাচীন জনস্তোরদিগের প্রচলিত পথকে, কি, যথার্থ ধর্ম্ম পথ বলিয়া মান্য করে, ইঁহারা আপন২ বুদ্ধি সত্ত্বেও তাহার পরিচালন করে না।

অপর, হিন্দুধর্ম্ম অতি কদর্য্য, যদনুষ্ঠানে সহসা অসভ্য হয় অর্থাৎ অপূর্ব্ব আহারীয় দ্রব্যকে অবৈধ বলিয়া নিরর্থ সুখ সেব্য ঈশ্বর দত্ত ভোজনীয় সত্ত্বেও সুখে বঞ্চিত হয়, এবং শীত বাতাতপকে অনাবৃত শরীরে সহিষ্ণুতা করিয়া

নিরর্থ ক্লেশ ভোগ করে, অর্থাৎ শীতকালে স্বভাবতঃ কুঞ্চিত ত্বক, তাহাতে উত্তপ্ত দ্রব্য গ্রহণ না করিয়া অতি প্রত্যুষে হিমার্দ্র কম্পিত কলেবরে সরিজ্জলে অবগাহন করে। অপিচ মনোহর মিষ্টান্নাদি আহারের রুচি সত্ত্বেও বলপূর্ব্বক স্বলোভকে সংকোচ করতঃ হবিষ্যাদি আহার করে তজ্জন্য সত্য লোকের ক্লেশানুভব অবশ্যই হয়, কেবল হিন্দুধর্ম্মের অনুরোধেই ইহারা এরূপ সুখাস্বাদে বঞ্চিত হইতেছে।

অতএব লিখিতেছি, যে কলিযুগের আশ্চর্য্য মহিমা, জীব সকলেই ধর্ম্মানুসারিণী বুদ্ধির এককালেই অদর্শন হইয়াছে, যাহার যাহা ইচ্ছা তাহাই কহিয়া থাকে, এবং তাহাতে অনুরোধী হইয়া বেদ ব্রাহ্মণ শাস্ত্র নিন্দা শুনিতেও সকলে উৎসাহী হয়, বিশেষতঃ হিন্দুজাতি, হিন্দুশাস্ত্র, হিন্দুধর্ম্মকে নিন্দা করিতে যে ব্যক্তি পটু সেই ব্যক্তিই এক্ষণে সভ্য, সুতরাং অসভ্যগোষ্ঠী মধ্যে অনেকাংশে কদাপি সভ্য হইতে পারে না, যথা নীতি শাস্ত্রে দ্রষ্টব্য।

কস্ত্বং লোহিতলোচনাস্যচরণো হংসঃ কুতোমানসাৎ।
কিং তত্রাস্তি সুবর্ণ পঙ্কজবনং পীযুষতুল্যং পয়ঃ॥
নানারত্ন নিবদ্ধ মূলতরবো মুক্তা প্রবালাদিকং। শম্বুকং কিম
স্তি নেতি চ বকৈ রাকর্ণ্য হিহিকৃতং॥

একত্র মিলিত কতকগুলিন বক বিলমধ্যে মৎস্য শম্বুকাদি আহার করিতেছিল, এতৎ সময়ে মানস সরোবর হইতে এক রাজহংস ঐ বক মণ্ডলে সমাগত হইল, তদৃষ্টে

স্ত হইয়াছিল, সুতরাং বহু বিধর্ম্মী মণ্ডলে অল্প সংখ্যক ধার্ম্মিকের গৌরব থাকে না, ইহা প্রত্যক্ষেই দেখা যাইতেছে, বর্ত্তমান কালে এতদ্রাজধানীমধ্যে ধার্ম্মিক হিন্দুর অল্প সংখ্যা, এতন্নিমিত্ত তাঁহারা সর্ব্বদাই অসভ্যরূপ বাক্য জ্বালায় দগ্ধ হইতেছেন, এক্ষণে (উইলসনাদি সাহেবের) হোটেলের অন্যা য় বলিলে যাহারদিগের নামাঙ্কপাত নাই, তাঁহারা সভ্য পদের বাচ্য কি হইবেন, বরং মনুষ্য পদেরও বাচ্য নহেন, ইংলণ্ড দেশানীত আহারীয় উপাদেয় বস্তু, অর্থাৎ (হেম, এসেন্স এণ্ড বিফ, আইষ্টর, মসরুম, চেরিংকিস, জেলি ইত্যাদি, যাহারদিগের রসনায় আস্বাদিত না হইয় কদর্য্য হবিষ্যান্ন ও কেবল ঘৃত দুগ্ধাদি আস্বাদিত হইতেছে। তাহারদিগের জীবন ধারণের সার্থকতা কি ?। শুদ্ধ এই ধরণী মণ্ডলে সমাগত হইয়া সর্ব্বসুখে বঞ্চিত বৃথা কাল যাপনা করিতেছে, সুতরাং এই দুরন্তকালে ধর্ম্মানুষ্ঠানকারি মনুষ্যদিগকে যে অসভ্য বলিবে তাহাতে সংশয় করি না।

গত বারের শেষঃ।

চতুঃকর্ম্ম বশীকরণং।

দেবতানাঞ্চ সংকল্প মনুভাবঞ্চ ধীমতাং। বিনয়ং কৃতবিদ্যানাং বিনাশং পাপকর্ম্মণাং॥ [illegible]

দেবতাদিগের সংকল্প বিফল হয়না, অর্থাৎ ইচ্ছানায়

কর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন। বুদ্ধিমান ব্যক্তিরদিগের অস্থু তক যাহা তাহা অসিদ্ধ নহে, কৃতবিদ্য ব্যক্তি দিগের বিনয়, অর্থাৎ বিদ্বান হইলেই বিনয়ী হয় তাহাতে সংশয় নাই, আর পাপকৃৎ পুরুষদিগের নাশ হয়, এই নাশ শব্দে কেবল প্রাণ বিয়োগ ব্যাপার নহে, মরণ যন্ত্রণার ন্যায় ক্লেশকেও বিনাশ বলে।

অথ পঞ্চকর্ম্ম জয় লক্ষণং।

পঞ্চাগ্নয়ো মনুষ্যেণ পরিচর্য্যা প্রযত্নতঃ। পিতা মাতাগ্নি রাত্মাচ গুরুশ্চ ভরতর্ষভ॥ উং পং। ৩৩ অং।

সর্ব্বতোভাবে মনুষ্যেরদের যত্নপূর্ব্বক পঞ্চাগ্নি সেবা কর্ত্তব্য। অর্থাৎ মাতা, পিতা, অগ্নি, আত্মা, গুরু, এই পঞ্চ সাক্ষাৎ অগ্নি, ইহারদিগের সেবানুক্রম, অর্থাৎ অনন্য ভক্তিতে সাক্ষাৎ উমা মহেশ্বর, ব্রহ্ম সাবিত্রী, লক্ষ্মী নারায়ণ রূপে মাতা পিতার পরিচর্য্যা করিবেক, যথা বিহিত সংস্কৃতা গ্নিতে আহুতি প্রদান, আর আত্মা শব্দে আত্ম শরীর রক্ষার্থে প্রভৃত যত্ন করিবেক, এবং সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব জ্ঞানে অভিন্ন রূপে গুরুদেবের অর্চ্চনা করিবেক। তথাহি।

পঞ্চৈব পূজয়েল্লোকে [illegible] দেবান্ পিতৄন্মনু ষ্যাংশ্চ ভিক্ষূন তিথি [illegible] উং পং। ৩৩ অং।

যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃ, মনুষ্য, ভিক্ষু, অতিথি এই পঞ্চ কে সেবা করে; তাহার ইহ লোকে নির্ম্মল [illegible] পরলোকে [illegible]। তথাহি [illegible]

পঞ্চেন্দ্রিয়স্য মর্ত্যস্য ছিদ্রং চেদেকমিন্দ্রিয়ং। ততোস্য স্রবতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাদা দিবোদকং॥ উং পং ; ৩৩ অং।

মনুষ্য সম্বন্ধে পঞ্চেন্দ্রিয়ের একইন্দ্রিয়ই ছিদ্র, যদ্দ্বারা বুদ্ধি নির্গত হইয়া যায়। যদ্রূপ সছিদ্র কলসে জল রাখিলে ঐ ছিদ্র দিয়া সমুদয় জলই প্রসৃত হয়। অর্থাৎ মনুষ্যের দিগের লোভই বুদ্ধি নাশের কারণ, লোভী ব্যক্তির পদেং মান হানি হয়, অতএব সর্ব্বতোভাবে লোভের পরাজয় করা কর্ত্তব্য, নির্লোভি ব্যক্তির বুদ্ধি অবসন্ন হয় না। তথাহি।

পঞ্চানুগচ্ছন্তি যত্র যত্র গমিষ্যসি। মিত্রাণ্যমিত্রা মধ্যস্থা উপজীব্যোপজীবিনঃ॥ উং পং ; ৩৩ অং।

জীব সকল যেখানেং গমন করুক, কিন্তু মিত্র অমিত্র বন্ধু উপজীব্য উপজীবি এই পঞ্চ পশ্চাৎং গমন করে। অর্থাৎ আপনার অদৃষ্ট কর্ম্মযোগে যুক্ত হইয়া কালেং ফল প্রাপ্ত হয়, এতদর্থে গীতায় কহিয়াছেন, যথা (আত্মনো বন্ধুরাত্মাচ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ) অর্থাৎ আপনার বন্ধু আপনি, এবং আপনার শত্রু আপনি হয়, অতএব এমৎ বিবেচনা করিহ না যে কেহ কার মন্দ, কি, ভাল করিতে পারে, শুদ্ধ স্বশীলতায় জীবের সদসৎ কর্ম্মের ভোগ হইতেছে, শত্রু মৈত্র বন্ধু বান্ধব উপার্জ্জন উপাসনা সকল দেশেই আছে কেবল আত্মানুসারে লাভ করা যায়। এই পঞ্চ জয় অর্থাৎ আপনাকে বশ করিতে পারিলে ইহলোকে, বড়্য শ্রেণীতে গণ্য হইয়া পরলোকে পরমাগতি লাভ হয়।

অথ ষট্‌কর্ম্ম বিদিত লক্ষণং।

ষড়্দোষাঃ পুরুষেণেহ হাতব্যা ভূতিমিচ্ছতা। নিদ্রা তন্দ্রী ভয়ং
ক্রোধ আলস্যং দীর্ঘসূত্রতা॥ উং পং। ৩৩ অং।

নিদ্রা, তন্দ্রা, ভয়, ক্রোধ, আলস্য, দীর্ঘসূত্রতা এই ছয় কর্ম্ম অত্যন্ত দোষাবহ, ঐশ্বর্য্যেচ্ছুক ব্যক্তিদিগের সর্ব্বথা এতদ্দোষের পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ এই ষড় দোষে মনুষ্যকে মনুষ্যত্ব ভাবের অন্তর করে, ইহাতে ঐশ্বর্য্যাগম কোন মতেই হয় না বরং ঐশ্বর্য্যবান ব্যক্তিকেও ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট করে, সুতরাং ঘৃণাকর এতদ্দোষের পরিত্যাগই মঙ্গলের কারণ। তথাহি।

ষড়িমান্ পুরুষো জহ্যাদ্ভিন্নাং নাবমিবার্ণবে। অপ্রবক্তারমাচার্য্য
মনধীয়ানমৃত্বিজং। অরক্ষিতারং রাজানং ভার্য্যাঞ্চাপ্রিয়বাদিনীং।
গ্রামকামঞ্চ গোপালং বনকামঞ্চ নাপিতং॥ উং পং। ৩৩ অং।

অনুপদেষ্টা গুরু অর্থাৎ যে গুরু জ্ঞান খলতা প্রকাশে শোভন উপদেশ করেন না, আর অনধীত পুরোহিত, অর্থাৎ অর্থাৎ যে পুরোহিত বিদ্যাভ্যাসে বর্জ্জিত হয়, আর অরক্ষিতা রাজা, অর্থাৎ যে রাজা প্রজা রক্ষা না করে এবং প্রজার ধন গ্রহণেরই কৌশল সর্ব্বদা করে, অপ্রিয়বাদিনী স্ত্রী, অর্থাৎ ক্ষুদ্রাক্ষুদ্র সকল বাক্যেই পতির সহিত কলহ করিয়া কটু ভাষা কহে, আর গ্রাম কাম গোপাল, অর্থাৎ যে গোরক্ষক মাঠে যাইতে ইচ্ছা না করে, নাপিত হইয়া বনবাসের কামনা করে, এই ছয় ব্যক্তিকে সভ্য ব্যক্তিরা কেমন ত্যাগ করিবেক

যেমন জল সম্বরণার্থে জন্য নৌকাকে পরিত্যাগ করে ইহাতে বক্তব্য এই যে আধুনিক সভ্যেরা বিবেচনা করিবেন, যে এই সকল শাস্ত্র নিয়ম পরিত্যাগ করিলে কদাপি সভ্য হইতে পারে না, কিন্তু ইংলণ্ডীয় মহানুভবেরা যদিও এরূপ সভ্য না হউন, তথাপি এসকল বাক্যকে অগ্রাহ্য ও করিতে পারেন না, কেবল হিন্দুশাস্ত্র ও হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুজাতির বিদ্বেষ করা ইহাঁর দিগের এক মুখ্য তাৎপর্য্য হইয়াছে।

ষট্‌কর্ম্ম বিদিত লক্ষণং।

ষড়েবতু গুণাঃ পুংসা নহাতব্যাঃ কদাচন। সত্যং দানং অনালস্যং অনসূয়া ক্ষমাধৃতিঃ। যস্যৈতানি নিত্যানি ঐশ্বর্য্যং ... অধিগচ্ছতি॥
উঃ পঃ। ৩৩ অং।

সত্য, দান, অনালস্য, অনসূয়া, অর্থাৎ পরগুণে দোষা রোপ না করণ, ক্ষমা অর্থাৎ অপকারির প্রতি অপকার না করার নাম ক্ষমা, ধৃতি, অর্থাৎ ধারণা, এতদর্থে ধৈর্য্যাবলম্বন, অথবা ইন্দ্রিয় বেগ ধারণ করার নাম ধৃতিঃ, এই ছয় গুণকে কদাপি ত্যাগ করিবেক না, যে ব্যক্তির শরীরে এতৎ ষড়্‌গুণ নিত্য অবস্থান করে, সেই ব্যক্তি অনায়াসে অতুল্য ঐশ্বর্য্যে আরূঢ় হয়।

ষড়িমানি বিনশ্যন্তি মুহূর্ত্তমনবেক্ষণাৎ। গাবঃ সেবা কৃষির্ভার্য্যা বিদ্যা বৃষলসঙ্গতিঃ॥
উঃ পঃ। ৩৩ অং।

গো শব্দে পশু বিশেষ, অথবা পৃথিবী, সেবাশব্দে সন্ধ্যা বন্দনাদি কর্ম্মানুষ্ঠান এবং ঈশ্বরারাধনা, আর কৃষিকর্ম্ম,

তন্ত্রীর বিদ্যা, আর বৃষল সঙ্গতি, অর্থাৎ বৃষল শব্দে নীচ শূদ্র, তাহাতে যবন ম্লেচ্ছ সংজ্ঞা, তাহারদিগের সংঙ্গ অকর্ত্তব্য, যদি কর্ত্তব্য তবে সর্ব্বদা অবলোকন রাখিবে, নচেৎ সাবকাশ প্রাপ্ত হইলেই তাহারা অনিষ্ট করে, অতএব এই ছয় বিষয়ে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখার আবশ্যক, অনবেক্ষণে এক মুহূর্ত্তেই বিনাশ হয়।

ইহার ফল অপ্রত্যক্ষ নহে, দেখুন, হিন্দুজাতীয়েরা জঘন্য মিশনরি সঙ্গ করিয়া সন্তানদিগকে মিশনরি (স্কুলে) পড়িতে দেন, কিন্তু ক্রূরাত্মা মিশনরিগণকে বন্ধু জানিয়া বিশেষ অবলোকন করেন না; না করুন, কিঞ্চিৎ পরেই যখন ঐ সন্তান মাতা পিতাকে পরিত্যাগ করতঃ খ্রীষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করে, তখন হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বৃষল সঙ্গতির দোষ দর্শনে আক্ষেপোক্তি করিতে হয়। কিন্তু কি কুহক, যে এতদ্বৃত্তান্তাবগত হইয়াও ঢোলে কাঠির অপেক্ষা ঢাকে কাঠী দিয়াছেন, অর্থাৎ পুত্রকে স্কুলে দেওয়ার কথা কি, কন্যাগণকেও বাহির করিয়া দিতেছেন। তাহাতে শঙ্কা মাত্রও করেন না।

> যত্নেতে হ্যবমন্যন্তে নিত্যং পূর্ব্বোপকারিণঃ। আচার্য্যং শিক্ষিতাঃ শিষ্যাঃ কৃতদারাশ্চ মাতরং। নারীং বিগতকামাশ্চ কৃতার্থাশ্চ প্রয়োজকং। নাবং নিস্তীর্ণ কান্তারা আতুরাশ্চ চিকিৎসকং॥
>
> উদ্যোগঃ। ৩৯ অধ্য

শিক্ষিত শিষ্য গুরুকে, কৃতদার ব্যক্তি মাতাকে, কাম ক্রিয়া নিবর্ত্ত ব্যক্তি স্ত্রীকে, কৃতার্থ ব্যক্তি প্রয়োজককে, অর্থাৎ

[illegible]জ্যোতির্ব্বিদেরা জীবিত, ক্লীব ক্রিয়া ব্যবসায় গণিকারা জীবিতা, প্রজা বিরোধে রাজা, অর্থাৎ বিবাদস্থলে অভিযোগ উপস্থিত হইলেই রাজারা প্রজার ধন গ্রহণ করেন। মূর্খদ্বারা পণ্ডিতেরা জীবিত হয়, । ইত্যাদি বিষয় সকল শাস্ত্রে কহিয়াছেন, ইহা অন্যথা কদাপি হয় না, তবে নষ্ট শীলেরা শাস্ত্র বাদে প্রবাদ করতঃ কাল মাহাত্ম্যে প্রমাদী হইতেছে।

অপর আগামিতে প্রকাশিত হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল এতদ্বৎসরত্রয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের তিন খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুদ্রা প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বর্ণিত হক।

CALCUTTA :—Printed at the [illegible] Press.

শৃঙ্খলা করিয়াছিল, অনন্তর (আথবর সাহা) দিল্লী সাম্রাজ্য প্রাপ্ত পুরুষ যবন কুলে মহাপ্রভাবাপন্ন হয়েন, তিনিই (বিক্রম সুপ) নামক পাক শাস্ত্র দৃষ্টে (তহফতেল হিন্দু) নামে পারস্য ভাষায় এক পাক শাস্ত্র প্রকাশ করেন, পরে তদ্দৃষ্টে তদ্ব্রতা করিয়া ইদানীন্তন যবনেরা অনেক প্রকার পুস্তক করিয়াছেন, পূর্ব্বে (অন্নদা সুপ) গ্রন্থের তজ্জতায় (নল সুপ) হয়, তত্তন্ত্রতায় দ্বাপরযুগে (ভীমসুপ) তাহাকে অশক্ত বিধায় মহারাজা বিক্রমাদিত্য গত (১৯০০) বৎসর সুতপা নামক ব্রাহ্মণ দ্বারা (ভীম সুপের) অভিপ্রায় লইয়া স্বনামে (বিক্রম সুপ) গ্রন্থ করেন, তদ্দৃষ্টে যবনেরা পাক বিষয়ের পুস্তক করিয়া অপূর্ব্ব পাকাদি সম্পন্ন করে, এক্ষণে অর্ব্বাচীনেরা হিন্দু জাতীকে তিরস্কার করতঃ যদ্রূপ পাক বিষয়ে যবনদিগের প্রশংসা করে, তদ্রূপ বর্ত্তমানকালে হিন্দুজাতির অমাদরে অর্ব্বাচীনদিগের নিকট ইংলণ্ডীয়েরাও প্রশংসিত হইয়াছেন, কালে সকলই হইতে পারে, ক্ষত্রিয় রাজার অভাবে যবন ম্লেচ্ছেরাও রাজা হইয়া ভারতবর্ষ ভোগ করিতে লাগিল, যথা (এরণ্ডোপিদ্রুমায়তে) ইত্যাদি।

যদ্যপিও ইংলণ্ডীয়েরা বৈষয়িক নানা বিষয়ে সুসভ্য হইয়াছেন, তথাপি পরমার্থ বিষয়ে অর্থাৎ ভগবদুপাসনা ও সদাচারাদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে তাঁহারদিগের বুদ্ধি স্থূলতমা তাহাতে সংশয় কি? । বিশেষতঃ বিদ্বানদিগের যেরূপ ধর্ম্মানু

[illegible] তাহাতে অস্মদাদির দেশের অবলা চণ্ডীপাদি জাতি
কেও পবিত্রা কহিতে হয়, কিন্তু কথায়২ সর্ব্বজাতীয়কেই নি
র্ব্বোধ কহেন, হা, বিধাতাঃ এই অনন্ত সংসারের মধ্যে সৃষ্টি
কালাবধি এপর্য্যন্ত সকলেই নির্ব্বোধ কেবল অনন্ত্য পৃথ্বীর
প্রান্ত ভাগে (অণু) প্রমাণ ইংলণ্ড দেশের কয়েক জন শিশ
নরিই সংপ্রতি সুবোধ হইয়া উঠিয়াছেন, আর কেহই ধর্ম্ম
পথকে আলোক করিতে পারেন নাই, কি অনপনীয়া ভ্রান্তি,
সকলকে নির্ব্বোধ কহিয়া যে ব্যক্তি সুবোধ হইতে চাহে,
তাহার পর আর নির্ব্বোধ কে, ইহা বিচক্ষণেরাই বিবেচনা
করুন, ইতঃপর হিন্দুশাস্ত্র পূর্ব্বে যবন ম্লেচ্ছারা যেং সময়ে
যেং ব্যক্তিরা অনুবাদ করিয়া লয়, তাহা আগামি প্রকাশ
করা যাইবেক, সংপ্রতি, অভিনব স্ত্রীবিদ্যোৎসাহী ইংরাজেরা
([illegible] শঙ্কর শর্ম্ম দ্বারা , স্ত্রী বিদ্যা শিক্ষা বিধান নামে পুস্ত
ক রচনা করিয়া ভাস্করাচার্য্যের কন্যা লীলাবতির বিদ্যা শিক্ষার
দৃষ্টান্ত দেন, তাহাতে উক্ত ব্যক্তিকে মিথ্যাবাদী প্রতারক
অ[illegible] কহিতে হয়, স্ত্রীলোকের বিদ্যাশিক্ষার প্রমাণান্তর
সত্ত্বেও তিনি কোন বিবেচনায় মিথ্যাবাক্যকে সুপ্রমাণ করিয়া
ছেন, লীলাবতী শাস্ত্র পাঠ করেন নাই উক্ত গ্রন্থও তাঁহার র
চনা নহে, ভাস্করাচার্য্য স্বকন্যার [illegible] (ক্ষেত্রফল করণ)
শাস্ত্র গ্রন্থের পরিবর্ত্তে (লীলাবতী) নাম দিয়া গ্রন্থ করেন,
অদ্যাবধি ঐ শাস্ত্রাদি সৃষ্ট হইয়াছে, এবং উক্ত [illegible] রাজা

(আখবর শাহার)অজলদ (ফৈজী) নামা ব্যক্তি রাজানু মতে পারস্য ভাষায় উক্ত গ্রন্থের অনুবাদে প্রবৃত্ত করেন, তদনু বাদ যথা।

সূর্য্যসিদ্ধান্ত জ্যোতিষের টীকাকার ভাস্করাচার্য্য, তাঁহার কন্যা (লীলাবতী) ভাস্করাচার্য্য মহা জ্যোতির্ব্বিৎ,স্বীয় কন্যার জন্ম পত্রিকা লিপি কালে গণনা দ্বারা জানিলেন, যে বিবাহা নন্তর লীলাবতী বৈধব্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবে, তাহাতে উক্ত আ চার্য্য বিষন্নচিত্ত হইয়া চিন্তা করিলেন, এমৎ শুভলগ্ন স্থির করিব যে তাহাতে বিবাহ দিলে পতি দীর্ঘজীবী এবং বহুপুত্র বতী হইতে পারে, অনন্তর বয়ঃপ্রাপ্তা কন্যার বিবাহার্থ পাত্র স্থির করিয়া এমৎ লগ্ন নির্ণয় করিলেন, যে সেই লগ্নে বিবাহ হইলে, কোন অশুভ ঘটনা হইবেক না, তন্নিমিত্ত পাত্রকে স্বগৃহে আনিয়া বিবাহ দিবসে লগ্ন নিরূপণার্থ (তামী) ঘটিকা পাতিয়া রাখিলেন,ঐ লীলাবতী তামী প্রতি এক দৃষ্টে অবলো কন করিতে লাগিলেন, ঈশ্বর সৃষ্ট অখণ্ড নিয়মের কোনমতে খণ্ডন হইতে পারে না, দৈবাৎ লীলাবতীর ললাটাভরণ গলিত ক্ষুদ্র মুক্তা ঐ তাম্র পাত্রে পতিত হইয়া ক্রমে ছিদ্র মুখকে অব রোধ করিল, তাহাতে বারি নিঃসরণাভাবে স্থিরীভূত শুভ লগ্নের অতিক্রম হইয়াগেল, ভাস্করাচার্য্য অনুসন্ধানে দেখি লেন যে, মুক্তাপাতে ঘটিকাযন্ত্র নিস্তব্ধ থাকাতে বিবাহ লগ্ন

লোকেরা সভ্য হইয়াছে, ইহা কেবল আমরাই কহি এমত নহে. চিরবিরোধী যবনজাতীয়েরাও স্বীকার করিয়াছে, এক্ষণে কুসংস্কারাপন্ন মৎসরী মিশনরিগণেরা যদ্রূপ অকৃতজ্ঞ তদ্রূপ কোন কালে কোন মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হয় না, ইহাঁরা জা নিয়াও হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষে নিযুক্ত আছেন এবং রাজপুরুষে রাও কুতর্কীদিগের কুহকে পতিত হইয়া নিশ্চয় করিয়াছেন, যে সকল জাতি খ্রীষ্টীয়ান হইলে বুঝি আর রাজ বিদ্বেষ কেহ করিবেক না. এতৎ চিন্তা বিফল. যেহেতু ম্লেচ্ছদেশেও রাজ বিদ্রোহ হইয়া থাকে. অস্মদাদির দেশে বৈষ্ণবেঽ শাক্তেঽ কি রাজবিদ্রোহ হয় না, বরং স্বজাতীয় ধর্ম্ম ত্যাগ করিলে মনুষ্য দুর্নীতি যুক্ত হয়, তাহা হইতে সর্ব্ব প্রকার অনিষ্ট হই তে পারে, যেমন কুলটা স্ত্রী অর্থাৎ যে স্ত্রী আপন পতি পরি ত্যাগে পরপতি গ্রহণ করে, তাহার সম্বন্ধে সে পতি পরি ত্যাগ করাও বিচিত্র নহে, অতএব রাজার উচিৎ স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মে প্রজা সংস্থাপন করা, অপর, অভিনব স্ত্রী বিদ্যোৎসাহী জন গণেরা যে স্ত্রী বিদ্যা শিক্ষা বিষয়ে লীলাবতীর প্রমাণ দেন, তন্নিমিত্ত পাঠকবর্গকে জানাইতেছি যে লীলাবতী গ্রন্থে র নাম দৃষ্টে যে লীলাবতী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন এমৎ নহে, শুদ্ধ মিশনরিগণেরাই চাতুর্য্য প্রকাশে এই প্রমাণ দর্শাইয়া থাকেন।

পঞ্চ বারের শেষ।

সপ্তকর্ম্ম পরিত্যাগ।

সপ্ত দোষাঃ সদারাজ্ঞা হাতব্যা ব্যসনোদয়াঃ। প্রয়াশো ঈশ্বরস্যাপি কৃতমূলা বশীশ্বরাঃ॥ উং পং। ৩৩ অং।

সপ্ত কর্ম্মকে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিবেক, যেহেতু ঐ সপ্ত কর্ম্ম মহা দোষযুক্ত হয়, যাহা হইতে সর্ব্ব প্রকার দুঃখের উদয়, ঈশ্বর ব্যক্তিতেও যদি এই দোষ সকল অবস্থান করে, তবে ঈশ্বর হইলেও বিনষ্ট হয়, রাজা ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন সেই সপ্ত দোষ কি? তদর্থে বিদুর কহিয়াছেন যথা।

স্ত্রিয়োহক্ষো মৃগয়া পানং বাক্‌পারুষ্যঞ্চ পঞ্চমং। মহচ্চ দণ্ড পারুষ্য মর্থ দূষণ মেবচ॥ উং পং। ৩৩ অং।

সর্ব্বদা স্ত্রী সঙ্গ অথবা কুলটা কামিনীর সহিত অহরহ আমোদ করণ, (অক্ষক্রীড়া) অর্থাৎ জুয়া খেলা, তদর্থে পণ পূর্ব্বক সজীব অজীব ক্রীড়ার নাম অক্ষ, মৃগয়া অর্থাৎ আহারার্থে গ্রাম্যারণ্য পশ্বাদির বিনাশ এবং নীপে অবস্যাদি ধাতুপ, (পান) পদে (মদ্য) তাহা ত্রিবিধ, যথা, সম্বিৎ আসব, সুরা, অহিফেন, লবঙ্গ, গাঁজা, চরস, বিড়ি, আহিফেন, প্রভৃতি মূল পত্র পুষ্পাদি মাদক দ্রব্য দ্বারা, আসব শব্দে, ফল নির্য্যাস, অর্থাৎ তাড়ী প্রভৃতি দ্রাক্ষাদি ফল নির্য্যাস দ্বারা, সুরা পদে গৌড়ী পৌষ্টী, মাধ্বী, এই ত্রিবিধ প্রকার কিম্বা (১,০০০০) সহস্র অব্য, বাক্য পারুষ্য শব্দে কটুভাষা অশ্লীল অর্থাৎ মর্য্যাদাব্যতিক্রম অসৎভাষা বাক্ পারুষ্য। দণ্ড

পারুষ্য অর্থাৎ সহেতুক অহেতুক মারিপীট করণ, অর্থ দূষণ অর্থাৎ সৎকর্ম্মানুষ্ঠান ভিন্ন নিরর্থক অর্থ ক্ষয় করা কদর্য্য কর্ম্ম, এই সমস্ত প্রকার দোষ পরিত্যাগ করিবেক, এতদ্দোষ পরিগ্রহে সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তার অনিষ্ট প্রসঙ্গতঃ অন্যের ও মহৎ হানি হয়। এতৎ সপ্ত প্রশ্ন পূরণানন্তর প্রসঙ্গতঃ অষ্টম ও নবমী নীতি ও কহিয়াছেন, যথা।

অষ্টৌ পূর্ব্বনিমিত্তানি নরস্য বিনশিষ্যতঃ। ব্রাহ্মণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি ব্রাহ্মণৈশ্চ বিরুধ্যতে। ব্রাহ্মণস্বানি চাদত্তে ব্রাহ্মণাংশ্চ জিঘাংসতি। রমতে নিন্দয়া চৈষাং প্রশংসাং নাভিনন্দতি। নৈনান্ স্মরতি কৃত্যেষু যাচিতশ্চাভ্যসূয়তি। এতান্ দোষান্ নরঃ প্রাজ্ঞো বুদ্ধ্যাবুদ্ধ্বা বিবর্জ্জয়েৎ॥ উং পং। ৩৬ অং।

মনুষ্যের বিনাশাবস্থার পূর্ব্বে অষ্ট প্রকারদোষ নিমিত্ত স্বরূপে উদয় হয়, অর্থাৎ প্রথম ব্রাহ্মণের দ্বেষ করে, দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের সহিত বিরোধ, তৃতীয়, ব্রহ্মস্ব হরণ, চতুর্থ ব্রাহ্মণের দেহে আঘাত, পঞ্চম ব্রাহ্মণ নিন্দা শ্রবণে সন্তোষ, ষষ্ঠ, ব্রাহ্মণ প্রশংসায় মনঃক্ষুণ্যতা, সপ্তম কোন কার্য্যে ব্রাহ্মণের আহ্বান না করে, অষ্টম ব্রাহ্মণে যাচিঞা করিলে কার্য্যগ্রস্ত না হইয়া তাহার প্রতি অসূয়া করে, এই অষ্ট প্রকার কার্য্যকে দোষ বুঝিয়ে বিচার করিয়া ত্যাগ করিবে, ইহাতে অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট সিদ্ধি হইতে পারে না, প্রত্যুত ঐ সকল দোষ না ছাড়িলে পরিণামে সম্যক্ অকল্যাণ হয়, তাহাতে কোন সংশয় নাই।

অষ্টাবিমানি হর্ষস্য নবনীতানি ভারত। বর্ত্তমানানি তুল্যানি তান্যেব সুসুখান্যপি॥ সমাগমশ্চ সখিভির্ম্মহাংশ্চৈব ধনাগমঃ। পুত্রেণচ পরিষ্বঙ্গঃ সন্নিপাতশ্চ মৈথুনে॥ সময়েচ প্রিয়ালাপঃ স্বযুথেষু সমুন্নতিঃ। অভিপ্রেতস্য লাভশ্চ পূজাচ জন সংসদি॥

উং পং। ৩৩ অং।

বর্ত্তমান স্বসুখের নিমিত্ত মনুষ্যের অষ্টপ্রকার নীতি, যাহার শিক্ষায় নিত্য হর্ষ বৃদ্ধি হয়। সখা ব্যক্তির সহিত সমাগম, এবং মহাধনের নিত্য আয়, আর পুত্রের সহিত ঐক্য, অর্থাৎ পুত্র আজ্ঞাধীন থাকে, মৈথুনে শুক্র স্তব্ধ না হয়, সময়ে স্ত্রীর সহিত আলাপ, অর্থাৎ ইচ্ছানুযায়ী সময়ে উপভোগার্থ কামিনীর সমাগম, আর স্বযূথ মধ্যে আপনার উন্নতি, অর্থাৎ বন্ধু বান্ধব গণে বশীভূত থাকে, এবং অভিলাষ মতে লাভ, আর জন সমাজে মানপ্রাপ্তি, এই অষ্টপ্রকার বিষয় মনুষ্যের হর্ষের নিমিত্ত হয়, তথাহি।

অষ্টৌ গুণাঃ পুরুষং দীপয়ন্তি প্রজ্ঞাচ সৌম্যঞ্চ দমঃ শ্রুতঞ্চ। পরাক্রমশ্চ বহুভাষিতাচ দানং যথাশক্তি কৃতজ্ঞতাচ॥

উং পং। ৩৩ অং।

সুমেধা, সৌম্যগুণ, জিতেন্দ্রিয়তা, শাস্ত্রালোচনা, এবং পরাক্রম, সত্য বাক্য কথন অথচ গদ্য পদ্যাদি ভাষণ প্রাকৃত দৃষ্টান্তে যাহাকে (উপস্থিত বক্তা বলে) শক্ত্যনুসারে দান, আর উপকারির প্রত্যুপকার করণ, ইত্যাদি অষ্টগুণ মনুষ্যকে পৃথিবী মধ্যে দীপ্তিমান করে।

অথ দেহ লক্ষণং।

নবদ্বারং পুরং পুণ্যং ত্রিগুণং পঞ্চশাখিনং। ক্ষেত্রজ্ঞাধিষ্ঠিতং বিদ্বান্ যোবেদ স পরঃ কবিঃ॥ উং পং। ৩৩ অং।

এই নবদ্বার বিশিষ্ট পুরী দেহ, ত্রিগুণ অর্থাৎ অবস্থা ত্রয়, পঞ্চশাখা অর্থাৎ আকাশাদি পঞ্চভূতাশ্রয়, ইহাতে অধিষ্ঠান জীব, যে ব্যক্তি এই দেহ তত্ত্বকে জানে সেই বিদ্বান, সেই কবি, অর্থাৎ সেই সাধক সেই পণ্ডিত হয়।

অথ দশধর্ম্ম লক্ষণং।

অতঃপর দশধর্ম্ম লক্ষণ কহিতেছেন, অর্থাৎ দশবিধ সংস্কারানুগত সত্য শৌচাদি দশ, তদন্যৎ উৎপথগামির আচরণকেও দশধর্ম্ম বলে, যেহেতু উৎপথগামী বেণ রাজাকে দশধর্ম্মগত বলিয়া ভৃগ্বাদি ঋষিরা বিনাশ করিয়াছিলেন, তাহা হরিবংশে উক্ত হইয়াছে যথা, (দশধর্ম্ম গতো রাজা জঘান জনমেজয় ইতি) তথাহি।

দশধর্ম্মান্নজানন্তি ধৃতরাষ্ট্র নিবোধতান্। মত্তঃ প্রমত্ত, উন্মত্তঃ, শ্রান্তঃ, ক্রুদ্ধো, বুভুক্ষিতঃ,। ত্বরমাণশ্চ, লুব্ধশ্চ, ভীতঃ কামীচ তে দশ॥ তস্মা দেতেষু ভাবেষু ন প্রসজ্জেত পণ্ডিতঃ॥ উং পং। ৩৩ অং।

হে রাজন দশধর্ম্মকে জানার কারণ নিবোধ করহ। মত্ত, অর্থাৎ মাদক দ্রব্য পানাসক্ত, প্রমত্ত, অর্থাৎ তর্ক দ্বারা শাস্ত্র বাক্যের প্রমাদ কর্ত্তা, উন্মত্ত, অর্থাৎ উদ্ধত বুদ্ধি, শ্রান্ত, অর্থাৎ অনিত্য শ্রমী, ক্রোধশীল, ক্ষুধাতুর, ত্বরমাণ, অর্থাৎ হিতাহিত

বিবেচনা শূন্য, লোভী, ভয়াতুর, কামুক, এই দশ প্রকারকে দশধর্ম্ম বলে, অর্থাৎ এই দশধর্ম্মে সত্যাদি দশধর্ম্মকে বিনাশ করে, একারণ পণ্ডিতেরা ইহাতে চিত্ত সজ্জা করেন না।

ধৃতিঃ, ক্ষমা, দমো অস্তেয়ং, শৌচ, মিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধী, বিদ্যা, সত্য, মক্রোধো দশকং ধর্ম্ম লক্ষণং॥ মনুঃ।

ধৃতি, ক্ষমা, দম, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, ধী, বিদ্যা, সত্য, অক্রোধ, এই দশ প্রকার ধর্ম্মাতীত ব্যক্তিকেই শাস্ত্রে দশধর্ম্ম গত রূপে গ্রাহ্য করিয়াছেন, অর্থাৎ মত্ত ব্যক্তির সত্য নাই, প্রমত্ত ব্যক্তির শৌচ নাই, উন্মত্ত ব্যক্তির ক্ষমা নাই, শ্রান্ত ব্যক্তির দম নাই, ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধী নাই, ক্ষুধাতুর ব্যক্তির ধৃতি নাই, ত্বরমান ব্যক্তির ইন্দ্রিয় নিগ্রহ নাই, লোভি ব্যক্তিতে অস্তেয় নাই, ভীত ব্যক্তির বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান নাই, কামী ব্যক্তির অক্রোধ নাই, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তিরা এই দশ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে কহিয়াছেন, নচেৎ সভ্য হইতে পারেন। যাঁহারা এই প্রমাণ সকলকে প্রামাণ্য করেন, তাঁহারা মনুষ্য লোকে মান্য কি হইবেন বরং দেবলোকে পূজ্যোত্তম হয়েন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যাবধীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতি মাস বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচন্দ্র ... হইতেছে।

CALCUTTA — Printed at the Sumachar Chundrika Press.
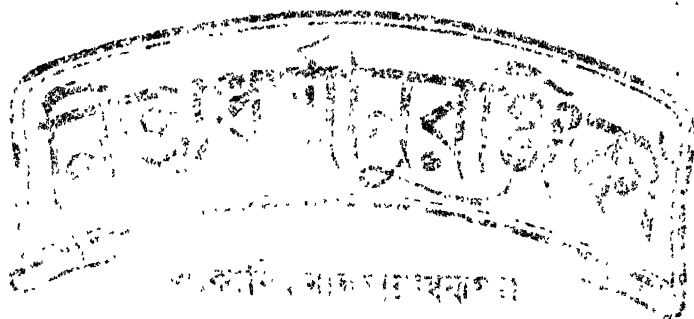
অবলম্ব করিতে পারে নাই, শুদ্ধ কোনং সময়ে একং জন নাস্তিক জন্মিয়া একং বার শাস্ত্রোদিত ধর্ম্মকর্ম্মের বিঘ্ন করিত এই মাত্র, পরেস্বতঃ প্রকাশিত ধর্ম্ম আপনিই নাস্তিক জাল মালাকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া উদয় হইতেন, এপ্রথা চিরকাল প্রচলিত আছে, যে যে স্থানে যৎকালে নাস্তিক সমূহের সমুদয় হয়, সেইং স্থানে তৎকালে ধার্ম্মিকদিগের অনাদর ব্যতীত সমাদর থাকে না, অতএব এক্ষণে সেইরূপ নাস্তিক তার বৃদ্ধি দৃষ্টে সদ্ধর্ম্মিষ্ট আস্তিক দিগের অনাদর কেন. না, হইবে? । তাহাতে সনাতন ধর্ম্মের কিছু মাত্র হানি হইবেক না, (খলের গতি রসাতলে) ইহা পরম্পরা কথিত আছে, অধর্ম্মের ভোগ অবশ্যই ভোগ করিতে হয়, যদি বল হিন্দু ধর্ম্মের বিদ্বেষে হিন্দুর অপকার, যবন ম্লেচ্ছের হানি কি, উত্তর, ধর্ম্মের ফল অমোঘ, তাহাতে যবন ম্লেচ্ছ, হিন্দু নাই, শাসন কর্ত্তা এক ব্যতীত দ্বিতীয় নহে, যাহারা অহ রহ বিত্ত শাঠ্য যুক্ত প্রবঞ্চনা দ্বারা বিধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানায় এবং পরধন গ্রহণ করে, তাহারা কালস্বরূপ ধর্ম্মের প্রখর করাল করতলে নীত অবশ্যই হইবে, স্বরূপতঃ হিন্দু জাতীয় ধর্ম্মই সৃষ্টিকালাবধি প্রচারিত, তদ্দৃষ্টে নানাদেশীয় ধর্ম্ম প্রতিবিম্বিত হইয়াছে, এক্ষণে কুতর্কী মিশনরিগণেরা স্বীয়াভিপ্রায় প্রকাশ মতে হিন্দুধর্ম্মের অনুযায়ী স্বীয় ধর্ম্মকে শোধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ম্লেচ্ছ দিগের পূর্ব্বকালীয় সমুদয়

মতের পরিবর্ত্ত করিতেছে, প্রথমে (মোজেস) ও (ইবরাহিম) প্রভৃতি ধর্ম্মবক্তারা হিন্দুদিগের ন্যায় যাগযজ্ঞ দ্বারা ঈশ্বরো পাসনা করিত, ইহাঁরা তাহারদিগের মতে আর চলেন না, অথচ মোজেস প্রভৃতিকে ঈশ্বরের কৃপাপাত্র বলেন, কারণ তাহারদিগকে একেবারে নির্ব্বোধ বলিলে তাঁহারদিগের ধর্ম্মপুস্তক বিফল হয়, ইতঃপূর্ব্ব যে সকল ইংলণ্ডীয় বিদ্বা নেরা এতদ্দেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই হিন্দু ধর্ম্মের এবং হিন্দু শাস্ত্রের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন, এবং হিন্দু শাস্ত্রমতে যে গ্রীকাদি সকল দেশ সভ্য হইয়াছে, তাহাও কহিয়াছেন, পূর্ব্বে (মেং হালহেড ও ডাক্তর ওয়াইজ, ও মান্দ্রাজ ইঞ্জিনিয়র কর্ণেল ক্বাল) সাহেব প্রভৃতিরা হিন্দু ধর্ম্মকেই আদি ধর্ম্ম কহিয়াছেন, অর্থাৎ (মেং হাল হেড কোডাবজেন্টুলা) নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উক্ত সা হেব লিখিয়াছেন.যে যেসকল ব্যক্তিরা হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম না জানিয়া কহে যে হিন্দু শাস্ত্রে পদার্থ বিদ্যা ভূগোলাদি তত্ত্ব ও শিল্প বিদ্যাদির নিয়োগ নাই তাহারদিগের প্রতিবোধার্থে এই গ্রন্থ রচনা করিলাম, ইহাতেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যে সর্ব্বদেশীয় লোকেরাই হিন্দুশাস্ত্র দৃষ্টে তাবৎ কর্ম্মে নিপুণ হইয়াছে, আমি এদেশীয় বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার ও গোপাল ভট্ট প্রভৃতি বহুতর পণ্ডিত লইয়া তাহারদিগের দ্বারা নীতি চিন্তামণি ও শিল্পসংহিতাদি নানা গ্রন্থ সংগ্রহ করিয়া বিশেষ

তত্ত্বজ্ঞ হইয়া প্রকাশ করিতেছি, যে বিশেষ২ জাতি বিচারে ধর্ম্মের স্থির রাখিয়া রাজাদিগের রাজ্যরক্ষা করা উচিৎ, নতুবা জাতি সংকরতা প্রযুক্ত পরিণামে অকল্যাণ হয়. ইহা শাস্ত্র প্রমাণে কি যুক্তিতেও দেখা যাইতেছে, যে পরমেশ্বর নানা বিধাকারে বিশ্বস্থ তাবৎ পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন, অর্থাৎ গ্রাম্যারণ্য চতুর্দ্দশ পশুর পৃথক২ অবয়ব, পৃথক্২ বুদ্ধি, পৃথক্২ জ্ঞান, পৃথক্২ চলন, পৃথক্২ আহার বিহার ব্যবহারাদি অর্থাৎ যে জগদীশ্বর পৃথক্২ রুচি প্রযুক্ত গো মহিষাশ্ব অজাদিকে তৃণাহার দিয়া, ও সিংহ ব্যাঘ্রাদিকে শুদ্ধ মাংসাহারে মনুষ্যাদিকে শালী যব গোধূম ব্রীহীত্যাদি আহারে জীবিত রাখিয়াছেন, সেই জগৎকর্ত্তা জগদীশ্বর কি, পৃথক্২ রূপে পৃথক্২ অনুষ্ঠান দ্বারা উপাসনায় জীবের পরিত্রাণ করেন না, এমৎ নহে, কেবল হতবুদ্ধি জনেরাই ভ্রান্তি বশে উহ করে, ফলিতার্থ, ধর্ম্ম বিষয়ে রাজাদিগের এই উচিৎ হয় যে যদ্যদ্দেশে যদ্যদাচার তত্তদ্দেশে তত্তদাচারে প্রজা সংস্থাপন করা, নচেৎ পক্ষপাতাধীনতাপ্রযুক্ত নরকগামী হইতে হয়, ইহাও অতিরিক্তা উক্তি বস্তুতঃ হিন্দু জাতীয় শাস্ত্র ধরণী মধ্যে ধন্যতম হইয়াছে, তাহাতে না আছে এমত বিষয় নাই, তাহাকে অতিক্রম করিয়া কেহই নূতন কথা কহিতে পারেন না, এইরূপ উক্ত সাহেবেরা হিন্দুধর্ম্মকে মান্য করিয়া পরে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা আগামি প্রকাশ করিয়া জানাইব।

অথ সভ্য লক্ষণং।

মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বীয় ইতিহাসে অসুর রাজা ধর্ম্ম কহিয়াছেন, যথা।

যঃ কামমন্যূ প্রজহাতি রাজা পাত্রে প্রতিষ্ঠাপয়তে ধনঞ্চ। বিশেষ
বিচ্ছ্রুতবান্ ক্ষিপ্রকারী তং সর্ব্বলোকঃ কুরুতে প্রমাণং॥
উং পং। ৩৩ অং।

এই মনুষ্য লোকে যে ব্যক্তি কাম, ক্রোধ বর্জ্জিত, এবং পাত্রানুসারে ধনার্পণ করে, অপর বিশেষ শাস্ত্রার্থ বিৎ শাস্ত্রানুসারে শীঘ্র কর্ম্ম সম্পাদন করে, অর্থাৎ আলস শূন্য হয়, তাহাকেই সর্ব্বলোকে প্রমাণ করেন, অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই সুসভ্য জানিয়া কেহ তাহার বাক্যকে অগ্রাহ্য করিতে পারে না,। তথাহি।

জানাতি বিশ্বাসয়িতুং মনুষ্যান্ বিজ্ঞাত দোষেষু দধাতি দণ্ডং।
জানাতি মাত্রাঞ্চ তথা ক্ষমাঞ্চ তন্তাদৃশং শ্রীর্জুষতে সমগ্রা॥
উং পং। ৩৩ অং।

যে ব্যক্তি মনুষ্যের বাহ্যাভ্যন্তর বিশুদ্ধ জানিয়া বিশ্বাস করে। বিশেষ প্রকারে দোষ জানিয়া দণ্ড করে, এবং একবার দোষ জানিয়াও ক্ষমা করে, তাদৃশ ব্যক্তিরাই সম্যক্ ঐশ্বর্য্য ভোগী হয়। তথাহি।

প্রাপ্যাপদং নব্যথতে কদাচি দুদ্যোম মম্বিচ্ছতি চাপ্রমত্তঃ।
দুঃখঞ্চকালে সহতে মহাত্মা ধুরন্ধরস্তস্য জিতা সপত্নাঃ॥
উং পং। ৩৩ অং।

যে ব্যক্তি আপদ প্রাপ্ত হইলে ব্যথিত হয় না, এবং উৎ পথে গমন, অর্থাৎ স্বজাতীয় ধর্ম্মের ব্যাঘাত করিয়া বিধর্ম্ম পথে গমন করেনা, । আর অপ্রমত্ত হয়, সময়ে সুখ ভোগ করিয়া দুঃখের কালে সহিষ্ণুতা করে, এবং তত্ত্বতাত্মা অর্থাৎ জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির সম্বন্ধে ধুরন্ধর অজেয় শত্রু ও পরাজয় পায়, তথাহি।

> অনর্থকং বিপ্রবাসং গৃহেভ্যঃ পাপৈঃ সার্দ্ধং পরদারাভিমর্ষং।
> দম্ভং স্তৈণং পৈশুনং মদ্যপানং ন সেবতে যঃ সসুখী সদৈব ॥
> উৎ পং । ৩৩ । অং

অনর্থক প্রবাস, অর্থাৎ বিনা কারণে প্রবাস, পাপাত্মা ও পরানিষ্টকারি ব্যক্তিরদিগের সহিত গৃহবাস, আর পরদারা মর্ষণ, দম্ভ, অর্থাৎ মাৎসর্য্য, স্ত্রৈণ, অর্থাৎ স্ত্রীবশতাপন্ন, পৈশুন, অর্থাৎ খলতা, ও মদ্যপান ইত্যাদি কর্ম্মানুষ্ঠান যে ব্যক্তি নাকরে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বদা সুখী এবং সভ্য, তদন্যৎ দুঃখী ও অসভ্য তাহাতে সন্দেহ নাই, এক্ষণে যে সকল সভ্যেরা মদ্য মাংস ভোজন পূর্ব্বক স্বধর্ম্মের দ্বেষ, ও খলতাদি কর্ম্ম সাধনে সুখী অভিমান করেন, তাঁহারা যথার্থ আপন২ চিত্তে ধারণা করিলেই বুঝিতে পারিবেন, যে তাঁহারা সুখী কি দুঃখী, তাহার এক প্রমাণ, পরদারা হরণশীল ব্যক্তিরা সুখা নুভব জন্য তৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু তাহাতে ক্ষণকালের নিমিত্তও সুখী হয়েন না, অহরহ মক্ষিকা [illegible] করিয়া বিষক্রি মী ন্যায় বিষ ভোজনে সুখানুভব মাত্র হয়, অর্থাৎ একবুক

ব্যক্তির দুঃখকেও সুখ বলিয়া মানিতে হয়, যদ্রূপ গাত্রকণ্ডূ দক্র রোগাদির কণ্ডুয়ন দ্বারাই সুখ বোধ তদ্রূপ স্বধর্ম্মাতিক্রমি ব্যক্তি সুখী হয়, তথাহি।

নসংরম্ভেণারভতে ত্রিবর্গ মোক্ষোরিত সংশতি তত্ত্বমেব। ন মাত্রার্থে রোচয়তে বিবাদং। না পূজিতঃ কুপ্যতি চ,পামূঢ়ঃ॥
উং পং। ৩৩ অং।

ধর্ম্মার্থ কাম মোক্ষ চতুর্ব্বর্গের মধ্যে ত্রিবর্গ অর্থাৎ ধর্ম্মার্থ কাম এতৎ ত্রয় কর্ম্মের অনারম্ভে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না, বিনা তত্ত্বজ্ঞানেও মোক্ষ হয় না, মূঢ় ব্যক্তিরা ধর্ম্মানুষ্ঠান না করিয়াই তত্ত্বজ্ঞানী হয়, এবং বিনা কারণেও বিবাদ হয় না, কিন্তু মূঢ় জনে বিনা কারণেই লোকের সহিত বিবাদ করে, মধ্যম গৃহী অসমাদরণেই কোপিত হয়, কিন্তু মূঢ় ব্যক্তিরা অনাদর অসমাদর উভয়েই কোপিত হয়, সমাদর ও অসমাদর উভয় পক্ষেই বিদ্বান ব্যক্তিরা সন্তোষিত থাকেন। তথাহি।

ন যোভ্যসূয়ত্যনু কম্পতেচ ন দুর্ব্বলং প্রাতিভাব্যং করোতি।
নাত্যাহ কিঞ্চিৎ ক্ষমতে বিবাদং। সর্ব্বত্র তাদৃক্ লভতে প্রশংসা॥
উং পং। ৩৩ অং।

যে ব্যক্তি পরগুণে দোষারোপ না করে, এবং সর্ব্বজীবে অনুকম্পান্বিত হয়, দুর্ব্বলের প্রতি বল প্রকাশ না করে, অত্যন্ত আত্ম ক্ষতি স্বীকার করে তথাপি বিবাদ করেনা এতাদৃক্ ব্যক্তি সর্ব্বত্রে প্রশংসিত হয়। তথাহি।

যোনোদ্ধতং কুরুতে জাতু বেশং। ন পৌরুষেণাপি বিকত্থতেন্যান্।
ন মূর্চ্ছিতঃ কটুকান্যাহ কিঞ্চিৎ প্রিয়ং সদা তং কুরুতেজনোপি॥
উং পং। ৩৩ অং

যে ব্যক্তি দেশাচারকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করে, এবং জাতি ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে বিচলিত না হয়, এবম্ভূত পরাবরজ্ঞ ব্যক্তি যেখানে অবস্থান করেন, কিন্তু সেই স্থানেই তিনি সজ্জন শব্দে পাঠিত হইয়া সকলের মান্যত্ব পরিগ্রহীত হয়েন, নচেৎ এধর্ম্ম কিছু নয় অন্যধর্ম্ম ভাল এতদ্রূপ অব্যবস্থিত ব্যক্তি সভ্যপদের বাচ্য কি হইবে বরং মনুষ্যাবয়ব ধারী বিট্‌বরাহ পদের বাচ্য হয়।

দম্ভং মোহং মৎসরং পাপকৃত্যং রাজদ্বিষ্টং পৈশুনং পূগবৈরং। মত্তোন্মত্তৈর্দুর্জ্জনৈশ্চাপিবাদং। যঃ প্রজ্ঞাবানবর্জ্জয়েৎ সপ্রধান॥
উং পং। ৩৩॥ অং।

দম্ভ, মোহ, মাৎসর্য্য, দুষ্টকর্ম্ম চেষ্টা, এবং লোক পতির ও লোক বিদ্বেষ, খলতা, অনিত্য বৈরতা, মত্ত, উন্মত্ত এবং দুর্জ্জন ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ, যে ব্যক্তি ত্যাগ করে সেই বুদ্ধিমান, সর্ব্বলোকে প্রধান সভ্যরূপে মান্য হয়েন তথাহি।

দমং শৌচং দৈবতং মঙ্গলানি প্রায়শ্চিত্তং বিবিধান লোকবাদান। এতানিয়ঃ কুরুতে নৈত্যকানি, তস্যোত্থানং দেবতারাধয়ন্তি।
উঃ পং। ৩৩। অং।

যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয় দমন করে, শৌচাচার বিশিষ্ট হয়, দেব তার্চ্চনে রত, শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, পাপক্ষালনার্থ প্রায় শ্চিত্ত করে, আর পুরাবৃত্ত পাঠ শ্রবণে রুচি, এবং নিত্য কর্ম্মাদির ব্যাঘাত না করে, এমৎ ব্যক্তি ইহলোকে সুসভ্য রূপে মান্য হইয়া লোকান্তর প্রাপ্তে দেবতাদিগের আরা ধনীয় হয়। তথাহি।

সমৈর্ব্বিবাদং কুরুতে নহীনৈঃ সমৈঃ সখ্যং ব্যবহারং কথাশ্চ।
গুণৈর্বিশিষ্টাংশ্চ পুরোদধাতি বিপশ্চিত স্তস্যনয়াঃ সুনীতাঃ।।
উং পং। ৩৩।। অং।

যে ব্যক্তি সমান ব্যক্তির সহিত বিবাদ করে, হীনের সহিত বিবাদ করে না, এবং সমান ব্যক্তির সহিত সখ্য, ও ব্যবহার ও আলাপ করে, এবং বিশিষ্ট গুণবান ব্যক্তিকে সম্মুখে রাখে, এমৎ ব্যক্তিকে পণ্ডিতেরা সুনীতিযুক্ত সভ্য বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। তথাহি।

মিতং ভুঙ্ক্তে সংবিভজ্যাশ্রিতেভ্যো মিতং স্বপীত্যা মিতং কর্ম্ম কৃত্বা। দদাত্যামিত্রেষ্বপি যাচিতঃ সংস্তমাত্মবন্তং প্রজহাত্য নর্থাঃ।।
উং পং। ৩৩।। অং।

যে ব্যক্তি পরিমিত আহারাদি করে, কিন্তু আশ্রিত ব্যক্তি দিগকে সমবিভাগ করিয়া দেয়, আর পরিমিত বেশ ভূষা করে, অর্থাৎ যেমন বস্ত্র তদনুরূপ ভূষণ করে, আর শক্ত্যা নুসারে দৈবপৈত্রকর্ম্ম করে, এবং যাচিঞা করিলে বঞ্চিত না করিয়া শত্রুকেও কিঞ্চিৎ দেয়, এবম্ভূত আত্মবান ব্যক্তির কদাপি অনর্থ উপস্থিত হয় না।

চিকীর্ষিতং বিপ্রকৃতঞ্চ যস্য নান্যেজনাঃ কর্ম্মজানন্তি কেচিৎ।
মন্ত্রেগুপ্তে সম্যগনুষ্ঠিতেচ নান্যোপ্যস্য ব্যথতে কশ্চিদর্থঃ।।
উং পং। ৩৩ অং।

যে ব্যক্তির মন্ত্রণা গোপন, এবং চিকীর্ষিতকর্ম্মের অভি প্রায় অন্যে জানিতে না পারে, কোন বিষয়ে সে ব্যক্তিকে অন্যে অবসন্ন করিতে পারে না। তথাহি।

যঃ সর্ব্বভূত প্রশমে নিবিষ্টঃ সত্যোমৃদু মার্নকৃচ্ছুদ্ধভাবঃ। অতীব সজ্ঞায়তে জ্ঞাতিমধ্যে মহামণির্জ্জাত্যাইব প্রসন্নঃ ॥
উং পং। ৩৩। অং॥

যে ব্যক্তির সর্ব্বজীবে সমদৃষ্টি, অথবা, সকলের সহিত মৈত্রতা করে, এবং প্রিয় সত্যবাদী ও নম্রশীল, আর মান্য ব্যক্তির মানরক্ষা করে. এবং অকপটচিত্ত, সেই ব্যক্তি মনুষ্য সমাজে অতিশয় বিখ্যাত হয়, যেমন মণি জাতির মধ্যে মহা মণি প্রসন্ন হয়। তথাহি।

য আত্মনা পত্রপাত্ত ভৃশন্দরঃ সসর্ব্বলোকস্য গুরুর্ভবত্যুত। অনন্ত তেজাঃ সুমনাঃ সমাহিত স্বতেজসা সূর্য্যইবাবভাসতে॥
উং পং। ৩৩। অং॥

যে ব্যক্তি পরোপকারার্থ আত্মক্ষতি অঙ্গীকার করে, অর্থাৎ আত্ম শরীর দ্বারা পরার্থ সাধন করে, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বলোকের গুরুত্বে পরিগৃহীত হয়, তাহার শরীরে অনন্ত তেজ, অর্থাৎ ঐ শক্তিমতা প্রকাশ পায়, সেই মহাত্মা, সেই সমাহিত সেই ব্যক্তিই সর্ব্ব লোকে প্রকাশক হয়, যদ্রূপ স্বতেজ দ্বারা সূর্য্য সকলকে প্রকাশ করেন,। তথাহি।

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ। জাগ্রতোদহ্যমানস্য যৎকার্য্যমনুপশ্যসি। তদব্রূহি নস্তুংত্তিবাত ধর্ম্মার্থ কুশলোহ্যসি॥ উং পং। ৩৩। অং॥

মহারাজা ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে তাত হে বিদুর জাগ্রৎদহ্যমান (সজীবন দগ্ধ ব্যক্তির) অর্থাৎ অনর্থ চিন্তাপন্ন ব্যক্তির যে কার্য্য এবং যাহাতে চিন্তা

নল নির্ব্বাপন হয়, তাহা আমাকে কহ, যেহেতু তুমি সর্ব্ব ধর্ম্মার্থে কুশল হইয়াছ। তথাহি।

বিদুর উবাচ। শুভম্বা যদিবা পাপং দ্বেষ্যম্বা যদি [illegible]
স্মৃনঃ তত্তু স্যাৎ যস্যানেচ্ছৎ পরাভবং॥ [illegible]

বিদুর কহিতেছেন হে মহারাজ, পাপকর্ম্মাধিকগণ ঐ পাপ কর্ম্মেরই অনুদর্শন করে, যেব্যক্তির পাপক্রান্তচিত্ত সে ব্যক্তির পরাভব ইচ্ছা হয় না, শুভ কর্ম্ম বা অশুভ করুক, সকল কর্ম্মকেই আত্ম শুভ বলিয়া জানে, কিন্তু বিজ্ঞ ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারদিগের উচিৎ যথার্থ বলা, প্রশ্ন কর্ত্তার প্রীতি হউক বা না হউক, অতএব মহারাজ আপনার রুচি যদ্যপিও না জন্মে তথাপি আমি শ্রেয়স্কর বাক্য নিবেদন করিতেছি। ইহার পরিশেষ আগামিতে হইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বর্ত্তন হয়।

CALCUTTA :—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

[illegible] জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
[illegible] সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
[illegible] মন্দস্মিতং পরেশং।
[illegible]

১৩২ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩ [illegible]
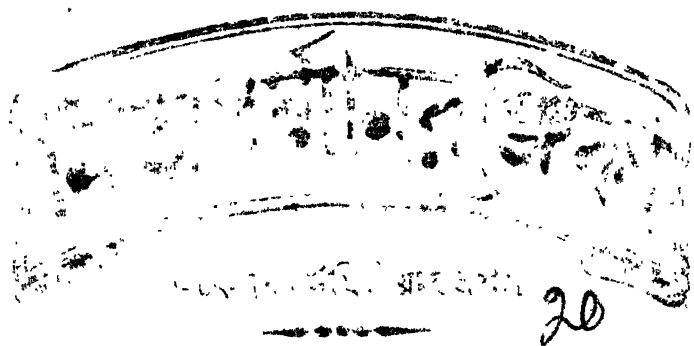
গত বারের শেষঃ।

পূর্ব্বে সর্ব্ব ধর্ম্মবহিষ্কৃত ম্লেচ্ছ দেশে ধর্ম্মানুশীলনার্থ বিশেষ শাস্ত্র ছিলনা, পরে ন্যূনাতিরেক (২৫০০) সার্দ্ধদ্বয় সহস্র বৎসর গত মগধ দেশান্তঃপাতি পাটলীপুত্র নিবাসী কোন ক্ষত্রিয় বংশ মহাশৈব ছিল বৈষ্ণবদিগের সহিত বিরোধে পরাজয় প্রাপ্তে স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া লৌকিক দেশ অর্থাৎ ম্লেচ্ছ দেশীয় তুরুষ্ক দেশান্তঃপাতি (মিশর) —

গিয়া তদ্দেশজাত ব্যক্তি সকলকে শাস্ত্রোপদেশ করিয়া সভ্য করে, ইহা (মারিশ সাহেবের) ইতিহাস পুস্তকে লিখিত হইয়াছে, ঐ মিশরদেশ হইতে বাইবেল ধর্ম্মবক্তা (মুষা) উপদিষ্ট হইয়া মহা বিচক্ষণ হইয়াছিলেন, এবং ধর্ম্ম পুস্তক রচনা করিয়া সকল লোককে ধর্ম্ম শিক্ষাদিয়াছিলেন।

অপর গ্রীসিয়ানেরাও ঐ মিশরদেশ হইতে বেদাদি শিক্ষা করিয়া বিশারদ হয়, একা পাটুলীপুত্র নিবাসী ক্ষত্রিয় রাজা ক্রমশঃ উপদেশ দিয়া, মিশর, গ্রীক, জরমেন, ইংলণ্ড হোলণ্ড, ফ্রান্সদেশ প্রভৃতি ইউরোপ খণ্ডে যত দেশ ছিল, সকল দেশেই পর্য্যটন করিয়া উপদেশ করেন, কিন্তু তাঁহার স্বদেশে পুনরাবৃত্তি হয় নাই, অতএব ইংলণ্ডীয় ব্যক্তিরা এক্ষণে যত চতুরতাই করুন, ফলে হিন্দুজাতির শিষ্যত্বে পরিগ্রহীত সর্ব্বতঃ প্রকারে স্বীকার করিতে হইবেক।

এবমপি সংপ্রতি কিয়ৎবৎসর গত মেং মারিশ সাহেব কহিয়াছেন যে (সর উলিয়ম জোন্স) সাহেব কৃত (এসিয়াটিক রিসার্চেজ) নামক পুস্তকে শিল্পবিদ্যা বিষয়ক বিশ্বকর্ম্মার উল্লেখে, সমান বলিয়া রোমাণ্ দেশীয় (বল্কেন্) সাহেবকে শিল্পীবর ব্যখ্যা করেন, অর্থাৎ তদ্দেশে তাহাঁ হইতেই শিল্পবিদ্যা প্রকাশ হয়, এতদভিপ্রায়ে বোধ করা যায়, যে বিশ্বকর্ম্ম কৃত উপবেদ ও বেদাঙ্গ চতুঃষষ্টি শিল্প সংহিতা এতদ্দেশ হইতে শিক্ষা করিয়া ইউরোপ দেশে তিনিই প্রথম

কালে পরশুর ধনুঃ সন্ধিত তীরে যেরূপ অগ্নি প্রাদুর্ভূত হই য়াছিল, আমারদিগের সহস্রং কামানেও তাদৃক অগ্নি জ্যোতিঃ নির্গত হয় নাই, এক্ষণে হীনবল ক্ষত্রিয় দ্বারা এতা দৃক শর সন্ধান দৃষ্টে অবশ্যই বিশ্বাস হয় যে পূর্ব্বক্ষত্রিয়েরা মহাবলী ছিল এবং বাণ যুদ্ধ ভাল জানিত তাহারা বন্দুক ও কামানকে সাংগ্রামিক অস্ত্র সংখ্যায় হেয়ত্বে পরিগ্রহ করিত তাহাতে সন্দেহ নাই, এইকথা লার্ড হেষ্টিঙ্গস সাহেব আমুক্ত কণ্ঠে কহিতেন, এবং ভগবদ্গীতাদি গ্রন্থকে এরূপ মান্য করিতেন যে পৃথিবীতে যত গ্রন্থ থাকুক কিন্তু ভগবদ্গীতার তুল্য নাই, এই পৃথিবীতে নানাজাতীয় কতকত রাজা হইয়া ছিল, ও হইবে এবং বর্ত্তমান কালে কতরাজা শয়ন করিবেন, কিন্তু এতৎগ্রন্থ চিরপ্রদীপ্ত থাকিবেক, (বাইবেলাদি) যত পুস্তক থাকুক, সকল পুস্তকের আদি ভগবদ্গীতা, এবং এই গ্রন্থের ভাব লইয়া, সকল পুস্তক রচিত হইয়াছে, এবং হিন্দুদিগের আদিত্ব স্বীকার করাতে অনেকানেক মিশনরী ও অন্যান্য লোক বিরক্ত হইয়া চাহিয়াছিলেন, যে হেষ্টিংস্ সাহেবের অযোগ্য বক্তৃতা যেহেতু ইউরোপীয়ান হইয়া হিন্দুকে আদিজাতি বলিয়া প্রশংসা করা অনুচিত, অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন যে ইহাঁরা স্বরূপ গ্রাহী নহেন, হিন্দুজাতি যাহাতে নম্র হয় তাহাই ইহাঁরদিগের সংপূর্ণ চেষ্টা, একারণ বর্ত্তমান কালে হিন্দু

জাতিকে যাহারা নিন্দা করিয়া বেদপুরাণ তন্ত্রাদি শাস্ত্রের দ্বেষ করে তাহাদিগকে অবশ্যই সভ্য বলিয়া মান্য করিবেন, এতৎ সময়ে বিচক্ষণ হিন্দু মহানুভবেরা সাবধান হইবেন যেহেতু হিন্দুধর্ম্ম ব্যতীত আর কোন ধর্ম্মই সত্য নহে, বৃথা বাক্যে মোহিত হইয়া অনাবৃত নির্ম্মল চক্ষুকে আবৃত করিবেননা, পরে বিশেষ ব্যক্ত করিয়া লিখিব।

পূর্ব্ব প্রকাশিতের শেষঃ।

অথ সভ্যলক্ষণ ৭

মিথ্যোপেতানি কর্ম্মাণি সিদ্ধ্যেয়ুর্যানি ভারত। অনুপায় প্রযুক্তানি মাস্মতেষু মনঃ কৃথাঃ॥ উং পং॥ ৩৭ অং।

মিথ্যা প্রবঞ্চনাযুক্ত যেসকল কর্ম্ম, তাহাতে প্রথমে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পরে বিপদোৎপত্তিকালে তাহার পরিত্রাণার্থ উপায়ের অভাব হইয়া যায়, অর্থাৎ তাহার সাহার্য্যার্থে কেহই সম্মত নহে, সম্মত হইলেও রক্ষা করিতে পারে না, এপ্রযুক্ত মিথ্যাকার্য্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা কদাপি চিত্তাভিনিবেশ করেন না।

ইহাতে বক্তব্য এই যে, এই সকল শাস্ত্রোক্ত নিয়মের ফল, প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইতেছে, বর্ত্তমান কালে কল্পিত ব্রহ্ম ধর্ম্ম প্রকাশার্থে যেসকল মিথ্যোপচার দ্বারা লোকের চিত্তকে আকৃষ্ট করিয়াছিল, তাহার সমস্ত অংশকে মিথ্যা বলিয়া অনেকের উপলব্ধি হইয়াছে, যেহেতু তাহাতে এমন উপায় নাই যে

আর তাহাকে প্রবল করিতে পারে, তদ্রূপ কল্পিত ক্রাইষ্ট ধর্ম্মে মিথ্যোপচার প্রযুক্ত লিপি শাসনে মিশনরিগণেরা পরাঙ্মুখ হয়েন, শুষ্ক সুষ্ঠুচাতুর্য্য দ্বারা বেশ্যাবৎ বেশভূষা দেখাইয়া যেপর্য্যন্ত মন ভুলাইতে পারেন, তাহাই তাঁহার দিগের মূলীভূত হইয়াছে। তথাহি।

তথৈব যোগবিহিতং যন্নকর্ম্ম ন সিদ্ধ্যতি। উপায় যুক্তং মেধাবী নতত্র গ্লপয়েন্মনঃ॥ উং পং॥ ৩৪ অং॥

উপরি উক্তানুসারে যোগ বিহিত কর্ম্ম, অর্থাৎ পুরুষ কারতঃ পরাক্রম দ্বারা কর্ম্ম সিদ্ধি করিতে পারে না, কিন্তু উপায় দ্বারা পরে সিদ্ধ হইতে পারে, এমত কর্ম্মেও বুদ্ধি মানেরা মনঃ সংযোগ করেন,।

একতদর্থে, বৈদিক জাতীয়েরা পুরুষকারে অর্থাৎ চেষ্টা দ্বারা পরাক্রমে শিল্পাদি কর্ম্ম সম্পাদন করিতে এক্ষণে পারেন না, কিন্তু উপায় দ্বারা করিতে পারেন, তাহার প্রমাণ ইংলণ্ডীয়েরা মিথ্যোপচারতঃ কল কৌশল প্রকাশ করিতে ছেন, ইহাঁরা তাহাতে অশক্ত তথাপি উপায় দেখাইয়া শাস্ত্র বাক্যের প্রমাণ করিতেছেন। তথাহি।

যচ্ছক্যং গ্রসিতুং গ্রস্তং গ্রস্তংপরিণমেচ্চযৎ। হিতঞ্চ পরিণামে যত্তদাদ্যং ভূতিমিচ্ছতা। উং পং। ৩৪। অং॥

ঐশ্বর্য্যেচ্ছু ব্যক্তির এরূপ বিবেচনা কর্ত্তব্য, যাহা পরি ণামে বিষম না হয়, অর্থাৎ যতদূর আহার করিতে পারে ততদূর আহার করিবেক, কিন্তু পরিণামে যাহা জীর্ণ হয় তথ্য

তিরিক্ত আহার করিবেক না, যেহেতু তাহাতে অহিতক রক রোগাদি উৎপত্তি হয়, সুতরাং পরে অহিত এমৎ কর্ম্ম সভ্য ও বিচক্ষণদিগের আচরণীয় নহে, অপিচ বৈষয়িক প্রকরণে অপরিপক্ব কোন কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হইবেক না, তজ্জন্য মহৎ ক্লেশ জন্মে।

বনস্পতে রপক্বানি ফলাপ্রচিনোতিযঃ। সনাপ্নোতি রসং তেভ্যো। বীজঞ্চাস্য বিনশ্যতি॥ উঃ পং। ৩৪। অং।

যেব্যক্তি যত্নপূর্ব্বক ফলবান বৃক্ষের সেবা করিয়া অপক্ব কালে ফলভঙ্গ করে, সেব্যক্তি ঐ ফলের সম্যক রসাস্বাদন করিতে পায় না, এবং অপক্ব ফলের বীজেরও বিনাশ হয়, অর্থাৎ সেই বীজোৎপন্ন বৃক্ষের পুনঃ ফল প্রাপণেচ্ছা বিফলা হয়। তথাহি।

যস্তু পক্ব মুপাদত্তে কালে পরিণতংফলং। ফলাদ্রসং সলভতে বীজাচ্চৈব ফলং পুনঃ॥ উঃ পং। ৩৪ অং।

কালে পরিপক্ব বৃক্ষের ফল গ্রহণ যেকরে, সেই ব্যক্তি সম্যক্ রসাস্বাদন করে, এবং বীজোৎপন্ন বৃক্ষ হইতে পুনঃ ফলভোগী হয়, অতএব বিচক্ষণদিগের উচিৎ হয় না, যে অপক্ক বিষয়ের ফলভোগে আকাঙ্ক্ষা করেন। তথাহি।

কাংশ্চিদর্থান্নরঃ প্রাজ্ঞো লঘুমূলান। ফলান মহাঙ্কিপ্রমারভতে কর্ত্তুং নবিঘ্নয়তি তাদৃশান॥ উঃ পং। ৩৪ অং।

অল্পমূল অথচ মহা ফলবান বৃক্ষ, এবং অল্পায়াসে ফল প্রাপ্তহওয়া যায় এমৎ বৃক্ষের পরিচ্ছেদন ধীর ব্যক্তিরা করেন না।

অর্থাৎ এতদ্দৃষ্টান্তে যে কোন বিষয় হউক বহ্বাড়ম্বর ব্যতীত সমারম্ভে অল্পকালের মধ্যে বহুফল প্রাপ্ত হওয়ায় এতাদৃশ কর্ম্মের প্রতি বিজ্ঞ মনুষ্যেরা কদাপি বিঘ্ন করিবেন না, কিন্তু এই কর্ম্ম যে অল্পায়াসে শীঘ্র ফলপ্রদ হইবেক ইহার পূর্ব্ব পরিজ্ঞান করাও অজ্ঞানের কর্ম্ম নহে। তথাহি।

চক্ষুষা মনসা বাচা কর্ম্মণাচ চতুর্ব্বিধং। প্রসাদয়তিয়োলোকং তং লোকোনুপ্রসীদতি॥ উং বং। ৩৪ অং।

চক্ষুমন বাক্য কর্ম্ম এতচ্চয় বিষয় দ্বারা লোক প্রতি প্রসন্ন হয়, তৎপ্রসন্নতাদৃষ্টে লোকেও তাহার প্রতি প্রসন্ন থাকে, অর্থাৎ বক্র চক্ষুতে কাহার প্রতি অবলোকন না করে, ইতি চাক্ষুষ। আর মনেতে কাহার প্রতি অনিষ্ট করিবার আকাঙ্ক্ষিত না হয়, ইতি মানস। বাক্যে কাহাকে কটুকাটব্য প্রয়োগ, এবং পরানিষ্টের মন্ত্রণা বাক্য না কহে। ইতি বাচনিক, অপর কর্ম্মের দ্বারা পরের মন্দ কর্ম্মের চেষ্টা না করে, ইতি কর্ম্ম। এই চতুর্ব্বিধ প্রকারে লোকের প্রতি প্রসন্ন যে থাকে তাহার প্রতি সকলেই প্রসন্ন হয়, এবং এরূপ ব্যক্তিকেই বিচক্ষণ, সুসভ্য, ও ধার্ম্মিক, সর্ব্ব শাস্ত্রেই কহিয়াছেন,

যস্মাৎ এসান্তি ভূতানি মৃগব্যাধান্মৃগাইব। সাগরান্তা মপিমহীং লব্ধাস পরিহীয়তে॥ উং পং। ৩৪॥ অং॥

যাহা হইতে তাবৎ লোক ত্রাস পায়, যেমন ব্যাধ হইতে সমস্ত মৃগ জাতি ভয়াকুলিত হয়, অর্থাৎ নিরর্থক লোকের ধর্ম্মার্থ বিষয়ে ভয়প্রদ হয়, এমৎ ব্যক্তি যদি ও সাগরান্ত সমস্ত পৃথিবীকে লাভ করে, তথাপি সে অল্পকালের মধ্যে বিনাশ কে প্রাপ্ত হয়, অতএব রাজাদিগের উচিত হয় যে

ধর্ম্ম ও অর্থ কি দৈহিক বিষয়ে নির্হেতুতে উৎপাৎ না জন্মান, যেহেতু এই তিন বিষয়ের ব্যাঘাৎ করিলেই প্রজারা ভয়াকুল হয়, ভয়াকুলিত ব্যক্তি অবশ্যই ঐকান্ত চিত্তে ভগবানের অনুস্মরণ করে, তাহাতে সর্ব্ব ভয়চ্ছিদ পরমেশ্বর লোক হিতার্থে প্রজা পীড়ক ব ক্তির পরিবর্ত্তন করেন।

পিতৃপৈতামহং রাজ্যং প্রাপ্যং স্বেনতেজসা। বায়ুর ভ্রমিবো সাদ্য ভ্রংশয়ত্যনয় স্থিতাঃ॥ উং পং। ৩৪ অং॥

যদিও পিতৃ পিতামহাদির অর্জ্জিত রাজ্য প্রাপ্ত হয়, অথবা স্ববাহুবলে অধিকৃত করে, কিন্তু অনয়স্থিত ব্যক্তি অর্থাৎ শাস্ত্র সিদ্ধ নীতি বর্জ্জিত ব্যক্তি অচিরকালে ঐ রাজ্যে পরিভ্রষ্ট হয় যেমন নিবীড় ঘনঘটাচ্ছটাকে প্রখর সমীর বেগে ছিন্নভিন্ন করে। অতএব সুবিচক্ষণ রাজার উচিৎ হয়, যে যথা শাস্ত্র ধর্ম্ম কর্ম্মে আবৃত্ত থাকিয়া প্রজা পালনপূর্ব্বক লোক রঞ্জনা করেন। তথাহি।

ধর্ম্মমাচরতোরাজ্ঞ সদ্ভিশ্চরিত মাদিতঃ। বসুধা বসুসংপুর্ণা বর্দ্ধতে ভূতিবর্দ্ধিণী॥ উং পং। ৩৪॥ অং॥

সুসমাহিত চিত্তে রাজারা যদ্যপি ধর্ম্ম সমাচরণ করেন অর্থাৎ সদাচার ভূত হইয়া আদিকালাবধি পূর্ব্বজগণেরা যদনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তদনুষ্ঠানে রত হয়েন, তাহার সম্বন্ধে এই বসুন্ধরা বসু সম্পূর্ণা প্রভূত বসু বর্দ্ধিনী হইয়া অশেষ প্রকার ঐশর্য্য ভোগ করান, অতএব রাজাদিগের উচিৎ স্বধর্ম্ম রক্ষার্থ প্রজার নিযোগ করা।

অনুবন্ধান পেক্ষেত সানুবন্ধেষু কর্ম্মসু। সপ্রধার্য্যচ কুর্ব্বীত নরে গেন সমাচরেৎ॥ উং পং। ৩৪ অং

যে যে কর্ম্ম করুক তাহাতে প্রথম কারণের অপেক্ষা করিবেক, এবং বিনা কারণে কোন কার্য্যে প্রবর্ত্ত হইবেক না, অর্থাৎ আদৌ অনুবন্ধের মর্য্যাদা করিয়া পশ্চাৎ কর্ম্ম সমাচরণ করিবেক, সহসা কোন কর্ম্মই করিবেক না। তথাহি।

অনুবন্ধঞ্চ সংপ্রেক্ষ্য বিপাকাংশ্চৈব কর্ম্মণাং। উত্থান মাত্মন শ্চৈব ধীরঃ কুর্ব্বীত বা ন বা। উঃ পঃ। ৩৪ অঃ

কর্ম্মানুবন্ধ অর্থাৎ কর্ম্মের কারণকে অবলোকন করিয়া, পশ্চাৎ কর্ম্মের বিপাক অর্থাৎ উপস্থিত কর্ম্মে পশ্চাৎ কিরূপ ফল ঘটনা হইবেক, ইহা বুদ্ধ্যানুসারে জানিয়া কর্ত্তব্য বোধে করিবেক, অকর্ত্তব্য বোধে করিবেক না। এরূপ ব্যক্তিকেই পণ্ডিতেরা সভ্য বলেন। তথাহি।

যঃ প্রমাণং ন জানাতি স্থানে বৃদ্ধৌ তথা ক্ষয়ে। কোষে জনপদে দণ্ডে ন স রাজ্যেহবতিষ্ঠতে। উঃ পঃ। ৩৪ অঃ

যে ব্যক্তি প্রমাণজ্ঞ না হয়, অর্থাৎ আয় ব্যয় স্থিতির পরিমাণ জানে না এবং ধন রাজ্য দণ্ড ইত্যাদির মাত্রা বিবেচনা করেনা, সে ব্যক্তি রাজা হইলেও রাজ্যের স্থির থাকিতে পারেনা, অথবা ঐশ্বর্য্যবান হইলেও ঐশ্বর্য্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়। এতদর্থে বক্তব্য এই যে এতৎ প্রমাণে ধর্ম্মাধর্ম্ম বিচার না করিয়া শুদ্ধ আয় স্থিতি ব্যয় পরিমিত রূপে করিয়া ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিলেই যে সভ্য হয় এমত নহে, ধর্ম্মার্থ যুক্ত নীতি রক্ষায় সভ্য হয়, ইহা উত্তর শ্লোকে ব্যক্ত করিয়া কহিয়াছেন। তথাহি।

যদ্যেতানি প্রমাণানি যথোক্তান্যনুপশ্যতি। যুক্তো ধর্ম্মার্থয়ো র্জ্ঞানে স রাজ্যমধিগচ্ছতি। উঃ পঃ। ৩৪ অঃ

যে ব্যক্তি এই সকল প্রমাণ দর্শন এবং ধর্ম্মার্থ জ্ঞানে যুক্ত হইয়া কার্য্যে প্রবর্ত্ত হয়, সেই ব্যক্তিই রাজ্যে এবং ঐশ্বর্য্যে অ[illegible] [illegible] [illegible] নিন্দাধর্ম্মে ঐশ্বর্য্য হয় না, যদিও ধর্ম্মাতিক্রম কারি ব্যক্তিকে বর্ত্তমান কালে ঐশ্বর্য্য যুক্ত দেখাযায় বটে, তথাপি তাহা চিরস্থায়ী হয় না. যথা।

অধর্ম্মৈর্নৈব রাজেন্দ্র নভোভদ্রাণিপশ্যতি। স্বল্পকালে বিলীয়ন্তে
আমপাত্রমিবাম্ভসি। উং পং। ৩৪ অং

হে মহারাজ অধর্ম্মে কদাপি মঙ্গল দর্শন হয় না, অধার্ম্মিক ব্যক্তি পরমৈশ্বর্য্য যুক্ত হইলেও অল্পকালে বিনাশকে পায়, যেমন কাচাঁ মৃত্তিকার কলসীতে জল পূর্ণ করিলে অল্প ক্ষণ মাত্রেই বিলয়কে প্রাপ্ত হয়। তথাহি

ব্রাহ্মণেষুচ যে দ্বেষ্টাঃ স্ত্রীষু গোষু চ নন্দনা নির্দয়াঃ। বৃন্তাদিব ফলং পক্বং
ধৃতরাষ্ট্র পতন্তিতে। উং পং। ৩৪ অং

ব্রাহ্মণ, স্ত্রী, গো, দেবতা, প্রভৃতি যে সকল ব্যক্তিরা দ্বেষ করে, এবং দয়া রহিত হয়, অর্থাৎ ইহার দিগকে নিষ্পীড়ন করে, সেই সকল ব্যক্তিরা বিনা শত্রুতে আপনারাই বিনাশ হয়, যেমন বৃক্ষশাখায় পক্ব ফলাদি পরিপাক সময়ে বিনা হেলনে আপনিই খসিয়া পড়ে। তথাহি

নরাজ্যং প্রাপ্তমিত্যেব বর্ত্তিতব্যমসাম্প্রতং। শ্রিয়ং হ্যবিনয়ো
হন্তি জরারূপমিবোত্তমং॥ উং পং। ৩৪ অং

অশান্ত, দুর্দ্দান্ত, দুষ্টান্তঃকরণ জঘন্যাচারী অধার্ম্মিক পুরুষেরা যদি ও রাজ্যাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা অসাম্প্রত অর্থাৎ অল্পকালের নিমিত্ত হয়। অর্থাৎ অধর্ম্মে সকল ঐশ্বর্য্যই বিনাশ পায়, যেমন উত্তম রূপকে একজরাব স্থাই গ্রাস করে, সুতরাং অনুবন্ধাপেক্ষা না করিয়া, অর্থাৎ কার্য্যের উত্তর ফল না জানিয়া কর্ম্মারম্ভে মহাবিঘ্ন হয় তাহা লৌকিক দৃষ্টান্তে ও দেখাইয়াছেন, । যথা

ভক্ষোত্তম প্রতিচ্ছন্নং মৎস্যো বড়িশ মায়সং। রূপাতিপাতী গ্রসতে নানুবন্ধ মপেক্ষতে। উং পং। ৩৪ অং

উত্তম ভক্ষ্যে প্রতিচ্ছন্ন লৌহ নির্ম্মিত (বড়শী) তদনুবন্ধ না জানিয়া উত্তর বিপাক প্রাণবিয়োগের ব্যাপার চিন্তা না করিয়া মৎস্যেরা স্বরূপতঃ আহার জ্ঞানে গ্রাসকরে, কিন্তু ইহা বিবেচনা করেনা, যে এই জল মধ্যে আহারীয় বস্তু কি রূপে সংস্থিত হইয়াছে, সুতরাং তাহার অশংসয় মৃত্যু হয়। এতদর্থে বক্তব্য এই যে আধুনিক সভ্য মহাত্মা দিগকে জিজ্ঞাসা করি, যে ইংরাজী পাঠশালায় মিশনরি গণেরা স্বীয়ার্থ ব্যয় করিয়া এতদ্দেশের কন্যাপুত্র গণকে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে প্রবর্ত্ত হইয়াছে, তাহার অনুবন্ধ কি, এবং বিপাক অর্থাৎ উত্তর কালে ফল কি, শুদ্ধ মৎস্যবৎ আমিষ লোভে লৌহ কণ্টকে বিদ্ধ হইতেছেন এইমাত্র, সন্তান কৃতবিদ্য হইয়া প্রতিপালন করিবে এই প্রত্যাশা তাহাও খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম গ্রহণ করাতে বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে অর্থাৎ আদৌ মিশনরিরা (লেকচর) দিয়া বালকদিগের চিত্ত হইতে মাতা পিতার প্রতি স্নেহ ভক্তিকে উঠাইয়া অবোধ বালক গণকে আত্মসাৎ করিতেছে, ইহাও কি দেখিয়াও দেখিতেছেন না, অপর আগামী প্রকাশ করা যাইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অমরাবাজারীয় সমাপ্তা

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কায়স্থগণের বাটী হইতে বণ্টন হয়।

[illegible] Printed at the Sumachar Chandrika Press.

ললিতার্থ প্রকাশ পূর্ব্বক জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যানি ত্বাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম প্রকৃতি রহিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোরে।

১৩ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩ ; সন ১২৫৮ সাল ১৫ আষাঢ় [illegible]

আদিকালাবধি দ্বাপরাবসানপর্য্যন্ত অদৃষ্ট বিষায় বর্ত্তমান কলিতে বৈদিক জাতি অর্থাৎ হিন্দুজাতির স্বল্প সংখ্যা তদ্দৃষ্টে কোনং অর্ব্বাচীন ব্যক্তি এমৎ কহে যে এই সমুদ্র মেখলা ধরণী মধ্যে অত্যল্প পরিমাণে হিন্দুজাতি, ম্লেচ্ছ যবনাদি জাতির সংখ্যা করা সুদূর পরাহত, যেহেতু ভারতবর্ষের সর্ব্বত্রেই অন্যান্য জাতির বাস, কেবল অত্যল্পা ভূমি হিন্দুস্থানের মধ্যেই কিঞ্চিৎ স্থানে কতিপয় জাতি হিন্দুনামে পরিচিত আছে,

অপর হিন্দুস্থানের ও অনেকাংশে যবনাদি জাতির অব স্থান, সুতরাং হিন্দু জাতিকে আদি জাতি, এবং তাহার দিগের শাস্ত্রকে আদি শাস্ত্র ও তদ্ধর্ম্ম যে সনাতন ধর্ম্ম, ইহা কিরূপে কহিতে পারাযায়, এতদ্বিধায়, ইংরাজ পণ্ডিতেরা যে অধুনা স্বজাতিকে আদি কহিয়া হিন্দুজাতিকে আধুনিক বলেন, তাহাতে মনঃ প্রতীত হয়, অপি তদনুসারে (কেরি ও মাস্‌মেন) সাহেবেরা স্বস্বকৃত ইতিহাস পুস্তকে লেখেন যে নোয়ার সময়ে জল প্লাবনের পর এদেশে যাহারা বাস করিয়া ছিল তাহারাই হিন্দু জাতি সংজ্ঞায় বিখ্যাত হইয়াছে, এবং ইহাও মনেধারণা হইতে পারে, যে, যেজাতির সংখ্যা অল্প তাহারাই আধুনিক, উত্তর, এই অসতী যুক্তির প্রত্যুত্তরে সতী সরস্বতী জড়া হয়েন, কেননা স্বল্পমেধারীর মেধায় যাহা ধারণা হয় তাহা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ কোন মতেই অপনয়ন করা যায়না, হা, বিধাতঃ ইহাও কি যুক্তিকালে যুক্ত পুরুষেরদের বুদ্ধিতে উপস্থিত হয় নাই, যে বিশ্বস্থ অসার বস্তুকত, ও সার বস্তুই বা কতসংখ্যায় হয়, ইহা অবশ্যই নিশ্চয় করিতে হইবে, যে অসার পদার্থ হইতে সার পদার্থ স্বভাবতই অল্প, তাহার প্রমাণ, (তিলেযুতৈলং রস মিক্ষুদণ্ডে পুষ্পেষুগন্ধং পয়সি ঘৃতঞ্চেত্যাদি) অর্থাৎ তিলের সংখ্যা কত তৈলই বা কত অংশে হয়, পুষ্প হইতে মধু কত অংশে জন্মে, ইক্ষুদণ্ডের পরিমাণ কত এবং কত অংশেই বা

রসোৎপন্ন হয়, দুগ্ধ কত অংশ তাহাতে ঘৃতই বা কত পরি
মাণে জম্মে, এবং গাবিরশরীরের কত অংশে কত দুগ্ধ স্রব
হয়, অপিচ মনুষ্যাদি তাবজ্জীবের সারভাগ যে শুক্র,
তাহার অল্পতা শরীর হইতে কত অংশে হয়, এই অন্নপচন
ন্যায় এক দৃষ্টান্তেই সম্যক উপলব্ধি করিতে হইবে, অর্থাৎ
একসের দুগ্ধে এক ছটাক ঘৃত জম্মে ইত্যনুমানেধীমান
ব্যক্তিরা বিবেচনা সিদ্ধ করিবেন, যে সারাংশেরই স্বল্পতা
হয়, ইহাতে হিন্দুজাতির অল্পত্বদৃষ্টে, সর্ব্বজাতির মধ্যে সার
বলিয়া স্বীকার করা বুদ্ধিমানের কার্য্য, এতদর্থে শাস্ত্রানু
গতা যুক্তিদ্বারা প্রমাণ দর্শাইতেছি। যথা।

ইন্দ্রিয়েভ্যঃ পরাহ্যর্থা অর্থেভ্যশ্চ পরং মনঃ। মনসশ্চ পরাবুদ্ধি
বুর্দ্ধেরাত্মা মহান পরঃ॥ মহতঃপরমব্যক্ত মব্যক্তাৎ পুরুষঃ পরঃ।
পুরুষামপরাঃকিঞ্চিৎ সাকাষ্ঠা সা পরাগতি॥ ইতি কঠশ্রুতিঃ।

শরীরস্থ স্থূল ইন্দ্রিয় হইতে ইন্দ্রিযার্থ সূক্ষ্ম, অর্থ হইতে
মন সূক্ষ্ম, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্মা, বুদ্ধি হইতে মহানতত্ত্ব
অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম এই তিনগুণ সূক্ষ্ম, গুণ হইতে অব্যক্ত
অর্থাৎ প্রকৃতি সূক্ষ্মা, প্রকৃতি হইতে আত্মা সূক্ষ্ম, এতদর্থে
বিবেচনা করা কর্ত্তব্য যে শরীরস্থ এতবস্তু সকল শ্রেষ্ঠ না,
পরমাত্মাই শ্রেষ্ঠ হয়েন, তদ্রূপ বহু সংখ্যক ম্লেচ্ছ যবনাদি
হইতে হিন্দু জাতি শ্রেষ্ঠ হয় কি না, সুতরাং পৃথিবীতে
সারাংশেরই অল্প সংখ্যা হয়, জগদীশ্বর, এতদ্বিশ্বমধ্যে
প্রভূতজীব সৃষ্টি করিয়া সারাংশে মনুষ্য জাতির উৎপত্তি

সজ্জনের সম্মানদৃষ্টে নীচব্যক্তি সর্ব্বদাই দ্বেষ করে, তাহার প্রমাণ আকাশস্থ নির্ম্মল জ্যোতিষ্মান চন্দ্রকে দেখিয়া নীচস্বভাবান্বিত রাহু পুনঃপুনঃ গ্রাস করিতে যায়, অতএব অস্মল্লিখিত লিপি প্রতি পাঠক মহাশয়েরা আপনং বুদ্ধির যোগ করিয়া বিবেচনা করিবেন, যে পৃথিবীতে বৈদিক জাতি অর্থাৎ হিন্দু জাতি সর্ব্ব জাতির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হন কি না।

সত্যবাক্যের শ্রেষ্ঠ।

সত্যোপাখ্যান।

ধৃতরাষ্ট্রকে বিদুর কহিতেছেন, হে মহারাজ অসত্যের পর পাপ নাই, অসত্যবাদী ব্যক্তি কদাপি কল্যাণোপেত হইতে পারেনা, অসত্য জনিত পাপে সকল বিনাশ হয়। তথাহি।

তস্মাদ্রাজেন্দ্র ভূম্যর্থে নানৃতং বক্তুমর্হসি। মাগমঃ সসুতামাত্যো নাশং পুত্রার্থ মব্রুবন॥ উদ্যোগপর্ব্ব। ৩৫ অং।

অসত্যশীল ব্যক্তির সকল নষ্ট হয়, অতএব মহারাজ এই নশ্বর ঐহিক সুখার্থ ভূমির নিমিত্তে মিথ্যাকথা কহিবেন না, অমাত্য এবং পুত্রাদির বিনাশ পর্য্যন্ত কেন গমন করেন, অকল্যাণ চেষ্টায় অকল্যাণ কর্ম্মই উপস্থিত হয়। যথা।

যথা যথাহি পুরুষঃ কল্যাণে কুরুতে মনঃ। তথা তথাস্য সর্ব্বার্থাঃ সিধ্যন্তে নাত্র সংশয়ঃ॥ উং পং। ৩৫ অং।

যেমন২ পুরুষে কল্যাণ কর্ম্মে মনোবৃত্তিনিবেশ করিবে, তেমন২ তাহার সর্ব্বার্থ সিদ্ধি হইবেক, ইহাতে সংশয় নাই, অর্থাৎ কল্যাণ কর্ম্ম শব্দে শাস্ত্রোদিত শুভ কর্ম্মানুষ্ঠান, তাহাতে পুরুষ মাত্রই সমৃদ্ধি যুক্ত হয়। তথাহি।

মদ্যপানং কলহং পূগবৈরং ভার্য্যা পত্যোরন্তরং জ্ঞাতিভেদং।
রাজদ্বিষ্টং স্ত্রীপুংসয়োর্ব্বিবাদং বর্জ্জ্যানাহুর্যশ্চ পন্থাঃ প্রদুষ্টঃ॥
উং পং। ৩৫ অং।

মদ্যপান, অনিত্য কলহ, অনর্থ বিবাদ, স্ত্রীপুরুষের ভেদ প্রদর্শন, এবং জ্ঞাতি ভেদ, রাজবিদ্বেষ, অপর স্ত্রীপুরুষের বিবাদস্থলে মধ্যস্থ হওন নিষিদ্ধ, যেহেতু এই সকল নিন্দিত কর্ম্মকে দুষ্ট পথ বলিয়া বর্জ্জন করিতে পণ্ডিতেরা আজ্ঞা করিয়াছেন, ইহাতে আত্ম ক্ষতি ব্যতীত কদাপি বৃদ্ধি হয়না।

অথ সাক্ষ্য প্রদানাযোগ্যে পুরুষ লক্ষণং

সামুদ্রকং বাণিজকং চৌরপূর্ব্বং শলাক বৃত্তিঞ্চ চিকিৎসকঞ্চ।
অরিঞ্চ মিত্রঞ্চ কুশীলবঞ্চ নৈতান সাক্ষ্যেত্বধি কুর্ব্বীত সপ্ত॥
উং পং। ৩৫ অং।

সামুদ্রক, অর্থাৎ জলযানারোহন পূর্ব্বক সদাগরি কর্ম্মে যেব্যক্তি দেশদেশান্তরে গমনাগমন করে, আর চৌর্য্যবৃত্তিতে উপজীবি ও বিজাতীয় বৃত্তিকারক চিকিৎসক, এবং শত্রু ও মিত্র, আর কুশীলব, অর্থাৎ ঋণ প্রদানে বৃদ্ধি গ্রাহক, এই সপ্তব্যক্তিকে সাক্ষ্যে অধিকৃত করিবেক না। তথাহি।

আগারদাহী গরদঃ কুণ্ডাশী সোম বিক্রয়ি। পর্ব্বকারশ্চ সূচীচ মিত্রধ্রুক পারদারিকঃ। ভ্রূণহা গুরুতল্পীচ যশ্চ স্যাৎ পানপোদ্বিজঃ। অতি তীক্ষ্ণশ্চ কারুশ্চ নাস্তিকো বেদ নিন্দকঃ। শ্রুব প্রগ্রহণো ব্রাত্যঃ কীনাশ শ্চার্থবানপি। রক্ষেত্যক্তশ্চ যোহিংস্যাৎ সর্ব্বে ব্রহ্মহভিঃ সমাঃ॥ উৎ পং। ৩৫ অং।

যেব্যক্তি অগ্নিপ্রদানে গৃহদাহ করে, ও বিষপান করায়, ও কুণ্ডাশী, অর্থাৎ জারজাত ব্যক্তির অন্নগ্রহণশীল, আর সোমবিক্রয়ী পদে ঘৃতমধ্বাদি অথবা শুক্র বিক্রয় করে, পর্ব্ব কার পদে রতি কর্ম্মে অপর্ব্ববর্জ্জী হয়, অপিচ দেবালয়াদি কৃত্রিম পর্ব্বোপলক্ষে ধনগ্রহণ করে, আর স্বজাতি বৃত্তিভিন্ন সূচী কর্ম্মকারক ও মিত্রদ্রোহী, পরদারা হরণ, এতদর্থে অদা ক্ষিণ্যা স্ত্রীকে ছল বল কৌশলে যে হরণ করে। ভ্রূণহন্তা, অর্থাৎ গর্ভনিপাত করণ, গুরু তল্পীপদে, গুর্ব্বঙ্গনা গমন, তদর্থে মাতৃস্বসা পিতৃস্বসা, পিতৃব্য স্ত্রী কন্যা বধূ ভগ্নি মাতুলানি ইত্যাদি, আর মদ্যপানশীল ব্রাহ্মণ, অক্ষমাবান্ অর্থাৎ অতি উগ্র নিরর্থ লোক মর্য্যাদা ভেত্তা। কারু শব্দে স্বজাতীয় বৃত্তিতে পরাঙ্মুখ বিজাতীয় শিল্পকরণ, নাস্তিক অর্থাৎ দৈব পৈত্র কর্ম্মাদিবর্জ্জিত, বেদনিন্দক, ও ব্রাহ্মণেতর যজ্ঞসম্পা দক, অন্যায়োপার্জ্জিত ধনবান, শরণাগত হিংসক ইত্যাদি ব্যক্তি সকল ব্রহ্মহত্যার তুল্য পাতকী হয়। তথাহি।

তুলোক্কয়া জায়তে জাজরূপং। যুগেন্তপ্তো ব্যবহারেন সাধুঃ। শূরোভয়ে পার্থকৃচ্ছে সুধীরঃ। কৃচ্ছেষ্বাপৎসু সুহৃদশ্চারয়শ্চ॥ উৎ পং। ৩৫ অং।

অগ্নিতে দাহ করিলে স্বর্ণের পরীক্ষা হয়, আর স্বভাবেতে ভদ্রের পরীক্ষা, ব্যবহারে সাধুর পরীক্ষা, উপস্থিত ভয়ে বীরের পরীক্ষা, অর্থক্লেশে ধীরের পরীক্ষা, আপৎ কালে সুহৃদের এবং শত্রুর পরীক্ষা হয়। তথাহি।

জরারূপং হরতি ধৈর্য্য মাশা মৃত্যুঃপ্রাণান ধর্ম্মচর্য্যামসূয়া।
ক্রোধঃশ্রিয়ং শীল মনার্য্য সেবা। হ্রিয়ং কামঃ সর্ব্বমেবাভিমানঃ॥

উং পং। ৩৫ অং।

জরাবস্থা মনুষ্যের রূপকে হরণ করে, লোভেধৈর্য্য, মৃত্যু কর্ত্তৃক প্রাণ, ধর্ম্মচর্য্যাতে অসূয়, ক্রোধে ঐশ্বর্য্য, কুসংসর্গেতে স্বভাব, কামেতে লজ্জা হরণ করে, এবং আত্মাভিমানে ইহার সকলিই বিনাশ হয়। তথাহি।

নসা সভা যত্র ন সন্তি বৃদ্ধা বৃদ্ধানতে যেনবদন্তিধর্ম্মং। নাসৌ ধর্ম্মো
যত্র ন সত্যমস্তি ন তৎ সত্যং যচ্ছলেন নাভ্যুপেতি॥

উং পং। ৩৫ অং

সেসভা সভা নহে যাঁহাতে পণ্ডিত নাই, সেপণ্ডিত পণ্ডিত নহে যিনি ধর্ম্মোপদেশ না করেন, সেধর্ম্ম ধর্ম্ম নহে, যাহাতে সত্য নাই, সেসত্য সত্য নহে, যাহাতে ছল আছে, অর্থাৎ ছলে লোক প্রতারণার্থে যেসত্যাঙ্গীকার তাহাকে অসত্যই জানিহ। তথাহি।

অথ সংসর্গ দোষঃ

সন্তাপং রূপং [illegible] বিদ্যা ক্রোধং শীলং বলং ধনং। পৌর্ব্বাপর্য্য [illegible]
[illegible] সংসর্গ দোষতঃ॥ উং পং। ৩৫ অং।

সত্ত্ব, রূপ, শাস্ত্রব্যুৎপত্তি, বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞান, কুল, স্বভাব, ধন, শূরতা, বিচিত্র বাক্য কথন, অর্থাৎ উপস্থিত বাক্য, এই দশ সংসর্গ গুণে জন্মে। তথাহি।

প্রজ্ঞানেব গমরতি যঃ প্রাজ্ঞেভ্যঃ সপণ্ডিতঃ। প্রাজ্ঞো হ্যবাপ্য
ধর্ম্মার্থৌ শক্নোতি সুখমেধিতুং। উং পং। ৩৫ অং।

পণ্ডিতের সঙ্গ করিলে বিশেষ প্রজ্ঞা জন্মে অর্থাৎ নির্ম্মলা বুদ্ধি হয় বুদ্ধিলাভে সৎশাস্ত্রালোচনায় পণ্ডিতাখ্যা পায়. পণ্ডিতাখ্যা প্রাপ্তে ধর্ম্মার্থ উভয় লাভ হয়, ধর্ম্মার্থ লাভে সুচির সুখ ভোগ করে। তথাহি।

ধর্ম্মেণ রাজ্যং বিন্দেত ধর্ম্মেণ পরিপালয়েৎ। ধর্ম্মমূলাং শ্রিয়ং
প্রাপ্য নজহাতি নহীয়তে॥ উং পর্ব্বং।

ধর্ম্মেতে রাজ্য লাভ হয়, তল্লাভে ধর্ম্ম দ্বারা পরিপালন করিবেক, শ্রী, অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যের মূল ধর্ম্ম. সুতরাং ধর্ম্ম দ্বারা প্রাপ্ত ঐশ্বর্য্য ভ্রষ্ট হয়না, এবং ঐশ্বর্য্যও তাহাকে পরিত্যাগ করে না. শ্রুতি স্মৃতি উক্ত সদনুষ্ঠানের নাম ধর্ম্ম, তদন্যৎ বিধর্ম্ম, বর্ত্তমান কালে বিধর্ম্মী ব্যক্তিরা যদিও জন্মান্তরীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে রাজ্যৈশ্বর্য্য প্রাপ্ত হয় তাহা চিরস্থায়ী হয় না, যেহেতু অধর্ম্ম পরিপালন জন্য স্বল্পকালের মধ্যেই বিনষ্ট হয়। তথাহি।

অনসূয়ার্জ্জবং শৌচং সন্তোষঃ প্রিয়বাদিতা। দমঃ সত্যমনায়াসো
ন ভবন্তি দুরাত্মানাং॥ উদ্যোগ পর্ব্বং।

পরগুণে দোষারোপ নাকরার নাম (অনসূয়া) আর কৌটিল্য স্বভাব বর্জ্জন পুরঃসর সারল্য স্বভাবের নাম (আর্জ্জব) অপর শ্রুতি স্মৃত্যুক্ত বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি পূর্ব্বক সদাচারের নাম (শৌচ) আর সন্তোষ, প্রিয়বাদিতা, ইন্দ্রিয় সংযমের নাম

(দম) মিথ্যা বাক্যোপরতির নাম (সত্য) যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্টির নাম (অনায়াস) এই সকল স্বভাব দুরাত্মাদিগের সম্ভবেনা।

অথ বাক্ দুষ্ট প্রয়োজনং।

আক্রোশ পরিবাদাভ্যাং বিহিংসন্ত্যবুধা বুধান্। বক্তাপাপ মুপাদত্তে ক্ষমমানো বিমুচ্যতে॥ উদ্যোগ পর্ব্বং।

আক্রোশ ও পরিবাদ অর্থাৎ নিন্দাসূচক বাক্যে অবুধ (মূর্খ) ব্যক্তিরাই সুসভ্য পণ্ডিতেরদিগের হিংসা করে, তাহাতে ক্ষমাগুণ বিশিষ্ট পণ্ডিতের হানি নাই, তাঁহারা পরি মুক্ত হয়েন, কিন্তু ঐ দুরাত্মা বক্তারাই তৎপাপে নিরয় গামী হয়। তথাহি।

অভ্যারোহতি কল্যাণং বিবিধা বাক্ সুভাষিতা। সৈব দুর্ভাষিতা রাজন্নধর্মায়োপ পদ্যতে॥ উদ্যোগ পর্ব্বং।

বিচিত্র অর্থ বিশিষ্ট অর্থাৎ ধর্মার্থ যুক্তবাদি ব্যক্তিরা বহু ভাষা প্রয়োগে অশক্ত হয়, যথার্থ সত্যভাষি ব্যক্তি বিবিধ কল্যাণে আরোহন করে, তাহা কটুভাষীতে সম্ভব হয়না, ইহা কিঞ্চিৎ ধৈর্য্যাবলম্বন করিলেই হয়, অর্থাৎ তুমি, ও তুই, এতদ্দ্বয় শব্দ সমানাক্ষরে পরিণত, তাহাতে (তুই) না কহিয়া (তুমি) কহিলেই সুবাক্য প্রয়োগ করা হয়, এতদ্রূপ বিবেচনা করিলেই বাক্য শুদ্ধি হইতে পারে, বাক্যেই শত্রু মৈত্র লাভ হয়, বাক্য রচনার দ্বারা স্তোত্রে দেবতার পরিতুষ্টি, তাহাতে ঐহিক পারোত্রিকে জীবের পরিত্রাণ হয়। তথাহি।

রোহতে সায়কৈর্বিদ্ধং বনং পরশুনাহতং। বাচাদুরুক্তং বীভৎসং নসং রোহতি বাক্ক্ষতং॥ উং পং।

কুঠরাস্ত্র ছেদ্য বনস্থ বৃক্ষের পুনঃ প্ররোহ হয়, কিন্তু বাক্‌শর ক্ষত মর্ম্মের পুনঃ প্ররোহ হয় না। অর্থাৎ মর্ম্মা

ন্তিক কটুভাষায় মন ভঙ্গহইলে আর কস্মিনকালেও মনঃ প্রসন্ন হয় না। তথাহি।

কর্ণানালীক নারা চানির্হরন্তি শরীরতঃ। বাক্‌শল্যস্তু ন নির্হর্তুং শক্যো হৃদিশয়ো হিসঃ॥ উং পং।

শর তোমর ভল্লাদি অস্ত্র বিদ্ধ শরীর হইতে উদ্ধৃত করার উপায় আছে, কিন্তু হৃদিবিদ্ধ বাক্যরূপ অস্ত্র উদ্ধারের কোন উপায় নাই। তথাহি।

অথ কলুষভূতাবদ্ধি লক্ষণং।

যস্মৈদেবাঃ প্রযচ্ছন্তি পুরুষায় পরাভবং। বুদ্ধিং তস্যাপ কর্ষন্তি সোর্ব্বাচীনানি পাশ্যতি॥ উং পং।

যে সকল ব্যক্তিরা পূর্ব্ব জন্মোদিত কর্ম্মফলে ইহজন্মে পরাভব প্রাপ্ত হইবে তৎপূর্ব্বেই দেবতারা তাহারদিগের সুবুদ্ধিকে অপকর্ষণ করেন, সুতরাং তাহারা অসদ্বুদ্ধিজন্য জগতকে অর্ব্বাচীন দেখে, অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষেরা নির্ব্বোধ বেদশাস্ত্র মিথ্যাগল্প পণ্ডিতেরা প্রতারক, যাগযজ্ঞ দেব ব্রাহ্মণ মিথ্যা, ইত্যাকার বক্তৃতাতে বিশারদ হয়, তখনি পণ্ডিতেরা অনুভব করেন, যে এই ব্যক্তি বিনাশ দশা প্রাপ্ত হইয়াছে। তথাহি।

বুদ্ধৌ কলুষ ভূতায়াং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে। অনয়ো নয় সং কাশো হৃদয়া স্নাপসর্পতি॥ উং পং।

প্রত্যুপস্থিত বিনাশকালে হৃদয়স্থা দেবদত্তা কলুষভূতা বুদ্ধিদ্বারা অশুভ কর্ম্মেকে শুভ বলিয়া নিশ্চয় হয়, তদ্রূপ হতচিত্ত ব্যক্তিরা অশুভ জ্ঞানকে কোনমতেহৃদয় হইতে নির্গত করিতে পারে না, (সেয়ং বুদ্ধি পরীতা যে তে ভবারোপপদ্যতে) এই বিপরীত বুদ্ধি পরীত ব্যক্তির বিনাশাবস্থাই প্রতিপন্না হয়।

অতএব সৎপুরুষদিগের সকল কার্য্যেরই এরূপ পূর্ব্বে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। যথা তথাহি।

দিবসেনৈব তৎকুর্য্যাৎ যেন রাত্রৌ সুখং বসেৎ। অষ্টমাসেন তৎ কুর্য্যাৎ যেন বর্ষাসুখং বসেৎ॥ পূর্ব্বেবয়সি তৎকুর্য্যাৎ যেন বৃদ্ধং সুখংবসেৎ। যাবজ্জীবেন তৎকুর্য্যাৎ যেন প্রেত্য সুখং বসেৎ॥
উং পং। ৩৫ অং।

দিবসে এমৎ কার্য্যকরা কর্ত্তব্য যাহাতে রাত্রে সুখ নিদ্রা ভজনা হয়, (রাত্রিতে এমৎ কার্য্য করিবে যাহাতে দিবসে লজ্জা না জন্মে) অষ্ট মাসে এমৎকার্য্য কর্ত্তব্য যাহাতে বর্ষা চারিমাস সুখে বাস করিতে পারে। যৌবনকালে এমৎকার্য্য করিবে, যে তাহাতে বৃদ্ধাবস্থা সুখে যায়, যাবৎ পরমায়ু তাবৎ এমৎ কার্য্য কর্ত্তব্য, যাহাতে পরলোকে ক্লেশোৎপত্তি না হয়। অতএব যথেষ্টাচারে প্রবর্ত্ত অথচ সভ্যাভিমান মদে মত্ত ব্যক্তির ইহ পরোলোকের পথ কদাপি পরিষ্কার হইতে পারে না, তবে যাঁহারা উপরোক্ত নিয়মাতিক্রমে সভ্য বলিয়া জানান, তাঁহারা বিজাতীয় সভ্য অত্র সন্দেহো নাস্তি।

অপর আগামী প্রকাশ হইবেক।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারবার মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA:—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৪ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩২ আষাঢ় মঙ্গলবার

এতদ্দেশ সমাগত ইংলণ্ডীয় মহাপুরুষেরা সভ্য কি অসভ্য, তাহা বিজ্ঞ মাত্রেরই অনুভূত আছেন, অবিচক্ষণেরাই সকল বিষয়ে গোলযোগ করিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ বক্তব্য কি? সংপ্রতি অস্মদ্দেশজাত ভদ্রসন্তানদিগের প্রতি জিজ্ঞাস্য এই যে, তাঁহারা কোন বিবেচনায় বিজাতীয়দিগের বাক্যে সংপূর্ণ বিশ্বাস করতঃ অতুল্য মানকে তৃণীকৃত করিয়া স্বধর্ম্মত্যাগে সভ্যহইতে ইচ্ছা করেন, হাঃ বিধাতঃ সিংহাশয়ে

উৎপন্ন হইয়াও দুর্ভাগ্য বশতঃ শ্বানবৎ বিটব্রাহ্মণোচ্ছিষ্ট ভোজনের স্পৃহা করে, ইহাও কি তাহারদিগের অনুভব সিদ্ধ হয় না, যে যে ব্যক্তি স্বধর্ম্মপ্রতি অবিশ্বাস করতঃ পরধর্ম্ম গ্রহণে হীন জাতীয় প্রসাদভুক হইলে উক্ত হীনব্যক্তিরা তাহা হইতে আপনাকে সহজেই উচ্চ বলিয়া জানাইবে, সুতরাং ঐ নীচসভায় উত্তমবংশজাতহইলেও নীচতাকে প্রাপ্ত হয়, যদিও ইংলণ্ডীয়দিগের সভায় সভ্যরূপে প্রতিপন্ন হইবার প্রত্যাশায় কোন২ হিন্দুসন্তান তাহারদিগের পাকান্ন গ্রহণে এবং পত্রাবশিষ্ট অস্থিচর্ব্বণে নিযুক্ত হইয়াছেন বটে, তথাপি বিচক্ষণ ইংরাজেরা কদাচ তাহাকে সভ্য ও মান্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তবে অসম্মতাবলম্বি মিশনরিরাই মৌখিক সমাদর করে, কিন্তু মনে সম্যক্‌রূপে ঘৃণা করিয়া থাকে, ইহা কেবল আনুমানিক কহিতেছি এমতও নহে, লৌকিক ব্যবহারেও ব্যক্ত হইতেছে, যেহেতু স্বধর্ম্মত্যাগি হিন্দুদিগের সহিত ইংলণ্ডীয়েরা কদাপি সমতা স্বীকার করে না, আমরা গোরা, ইহারা কৃষ্ণ মনুষ্য, এই বিশেষরূপে নিরন্তরই বক্তৃতা করে, ইহা হতভাগ্যেরা ক্ষণ মাত্রকালে রজন্যো আলোচনা করে না, ইংরাজ বিদ্বানের মধ্যে যদ্যপি হিন্দুশাস্ত্রকে কেহ২ মৌখিক অনাদর করিয়া থাকে, কিন্তু প্রকারান্তরে হিন্দুশাস্ত্রোক্ত নিয়মের কিয়দংশ২ গ্রহণ করিতেছেন। তথাহি মহাভারতে।

দেশাচারান্ সময়ান্ জাতিধর্ম্মান্ বুভূষতে যঃ সপরাবরজ্ঞ।
স যত্র তত্রাভিগতঃ সদৈব মহাজনস্যাধিপত্যং করোতি॥

যে ব্যক্তি যদ্দেশোৎপন্ন তদ্দেশজাত আচারকে যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করে, এবং স্বজাতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিচলিত না হয় এবম্ভূত পরাবরজ্ঞ ব্যক্তিরা যেস্থানে অবস্থান করুন, সেই স্থানেই তাঁহারা মহাজন শব্দে পরিচিত হইয়া সকলের মান্যত্বে পরিগ্রহীত হয়েন, নচেৎ স্বধর্ম্মাতিক্রমকারি ব্যক্তি সভ্য পদের বাচ্য কি হইবে বরং মনুষ্যাবয়বধারী বিটবরাহ পদের বাচ্য হয়।

এতদ্বাচনিক প্রমাণকে ইংলণ্ডীয়েরা দার্ঢ্য করিয়া সভ্য রূপে পরিচয় দেন, যে আমরা স্বজাতীয় নিয়মে বিচলিত নহি, স্বধর্ম্মাচারের শৈথিল্য দৃষ্টে হিন্দুজাতিরদিগকে অসভ্য কহেন, ইহাই তাহার গূঢ়াভিপ্রায়, কিন্তু কুলঙ্গারেরা ইহা বুঝিয়াও বুঝে না, এবং দেখিয়াও দেখে না, এই রাজধানীতে সহস্রং ইংরাজ বাস করে, তন্মধ্যে কেহই স্বস্ব দেশাচারের এবং স্বধর্ম্মাচারের ও আহার ব্যবহার পরিচ্ছদাদির পরিবর্ত্তন করে না, হতভাগ্য নিরুৎসাহী ভদ্রাভিমানী অভদ্র বংশেরা অনায়াসে স্বস্ব ধর্ম্মাচারকে নিরঞ্জন করিয়া বিজাতীয় ব্যবহারে চিত্র রঞ্জনা করিতেছে, সুতরাং তত্তৎজনাপরাধে দুর্বৃত্ত মিশনরিরা হিন্দুজাতি মাত্রকেই অসভ্য কহিতে সাহসিক হইয়াছে, এক কুপুত্র হইতে কুলাপমান হয়, যেমন কুবৃক্ষস্থ অগ্নি দ্বারা বনমধ্যে প্রভূত সুবৃক্ষ বিনাশ হয়, (গ্রামোপদ্ধঃ পটোত্তম ইতি) ন্যায়ে গ্রামমধ্যে এক গৃহ দগ্ধ

হইলে দূরস্থ ব্যক্তি সম্যক্ গ্রাম দগ্ধ বলে, তদ্রূপ একের দোষে অনেকের দোষ উৎপন্ন হয়, এই হিন্দুস্থানে কোটিং ধার্ম্মিক সুসভ্য সদাচার পরায়ণ লোক সকল বাস করেন, তন্মধ্যে কলিকাতা নগরীতে গুটি কয়েক বিধর্ম্মী হইতে সমুদয় হিন্দুস্থানস্থ ব্যক্তির অপযশ কীর্ত্তিত হইয়াছে, পূর্ব্বং বিচক্ষণ ইংরাজেরা এই হিন্দুজাতিকে সুসভ্য বলিয়া জানিত কদাপি অসভ্য বলিতে সাহস পায়েন নাই, সংপ্রতি অসদ্বংশ প্রসূত কতিপয় বিধর্ম্মী হিন্দুসন্তানেরদের কদর্য্য কার্য্য সন্দর্শনে দুরাত্মা মিশনরিগণেরা সমস্ত হিন্দুজাতিকে দোষ দিতে সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছে, হউক তাহাতে উত্তমের উত্তমতার হানি হইতে পারে না। যথা নীতিশাস্ত্রে॥

ঘৃষ্টংং ত্যজতি ন পুনশ্চ দনং চ রুগন্ধং। ছিন্নংং ত্যজতি ন পুনঃ স্বাদুতামিক্ষুদণ্ডং॥ দগ্ধংং ত্যজতি ন পুনঃ কাঞ্চনং কান্তীবর্ণং। প্রাণান্তেপি প্রকৃতিরীতি র্জায়তে নোত্তমানাং॥

ক্রমে ঘর্ষণ দ্বারা চন্দনকাষ্ঠকে ক্ষয় করিলেও তাহার মনোহর গন্ধ দুর হয় না, দন্তাঘাতে পুনঃ২ ছিন্নকরাতেও ইক্ষুদণ্ড সুস্বাদু মিষ্টরসের উদ্গার করে, পুনঃ২ অনলদগ্নিতে দগ্ধ করিলেও সুবর্ণের শোভন বর্ণ যায় না, এতন্নিমিত্ত বিচক্ষণেরা নিশ্চয় করিয়াছেন যে উত্তমের উত্তম স্বভাব প্রাণান্ত হইলেও দুর হয় না।

অতএব বিজ্ঞবরেরা নিশ্চয় জানিবেন, যে যথার্থ হিন্দুকুল প্রসূত ব্যক্তির প্রাণান্ত হইলেও স্বজাতীয় ধর্ম্মপ্রতি অবিশ্বাস

জন্মিবে না, ইংলণ্ডীয়েরা যতই যত্ন করুণ কিন্তু যথার্থ হিন্দু সন্তানের বুদ্ধিকে যথেষ্টাচারে বশবর্ত্তী করিতে পারিবেন না, তবে তাদৃক্ হিন্দুসন্তানকে আত্মসাৎ করিয়াছেন, ও করিতে ছেন, এবং করিবেন, যাহারদিগের অবিধানে উৎপত্তি হই য়াছে।

শ্রুতিতে কহে যে এই পৃথিবীতে দেবাসুর বহুভয়বিধ মনুষ্যের অবস্থিতি, যথা বৃহদারণ্যকে।

দ্বয়াহদেবা শ্চাসুরাশ্চ।

দেবাসুরবৎ উভয় বিধ মনুষ্য, শ্রুতি স্মৃত্যাদিত প্রসিদ্ধা নুষ্ঠান কর্ত্তা দেবতা, আর শ্রুতি স্মৃত্যাদিত প্রসিদ্ধ বর্জ্জন পুরঃসর নিষিদ্ধাচরণ শীল ব্যক্তি অসুর, অতএব বর্ত্তমান কালে অসুরবৎ ব্যবহারি ম্লেচ্ছ যবনদিগের সংসর্গদোষে জঘন্য গুণ বৃত্তিস্থ কোন২ হিন্দুসন্তান ও অসুরবৎ ব্যবহার করিতেছে, তাহাতে কেবল সংসর্গও নহে, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলে গুণ বৈষম্য প্রযুক্ত বিধর্ম্মে রুচি ও বৈধর্ম্মী সংসর্গে প্রবৃত্তি জন্মে. তাহা ভগবদ্গীতাতে ভগবান্ অর্জ্জুনকে পুনঃ২ কহিয়াছেন। যথ।

দ্বৌভূত সংজ্ঞৌ লোকে স্মিন্ দৈব আসুর এবচ। দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থমেশৃণু॥ ভগবদ্গীতা। ১৬ অং।

এই মর্ত্যলোকে দ্বিবিধ প্রকার মনুষ্য, যথা, দেবপ্রায় অপর অসুর প্রায় হয়; হে অর্জ্জুন পূর্ব্বে দৈব বিস্তারিত

করিয়াছি, অধুনা আসুর স্বভাব শ্রবণ করহ। (প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনান বিছুরসুরা সুরা) প্রবৃত্তিমার্গস্থ অসুর ও নিবৃত্তি মার্গস্থ দেবতা, অর্থাৎ প্রবৃত্তি অধঃ, নিবৃত্তি উর্দ্ধ গামিনী হয়।

যথা আসুর লক্ষণং।

ন শৌচং নাপিচাচারো ন সত্যং তেষুবিদ্যতে। অসত্যমপ্রতিষ্ঠান্তে জগদাহুরণীশ্বরং॥ গীতা। ১৬ অং।

শাস্ত্র প্রসিদ্ধ শৌচহীন, এবং সদাচার বর্জ্জিত, সত্যধর্ম্মে পরাঙ্মুখ, অসত্যকে সত্য বলিয়া জানায়, এবং এতৎজগৎকে অনীশ্বর বলে, অর্থাৎ জগদুৎপাদক ঈশ্বরকে মান্য করে না, অনাদি সিদ্ধ সংস্কার আপনিই স্বভাবতঃ হয় যায়, অপরে এরূপও কহে যে এক ঈশ্বর আছেন বটে, কিন্তু তৎপ্রাপ্ত্যর্থে যাগযজ্ঞাদির কোন প্রয়োজন নাই, তৎসত্বার প্রতি নির্ভর করিলেই উপাসনা হয়, এতদতিরিক্ত কেহং অসত্য বিষয়কে সত্যত্বে প্রতীতি জন্মাইয়া স্বকপোল কল্পিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রথা প্রচলিত করে। তথাহি।

এতাং দৃষ্টি মবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোল্পবুদ্ধয়ঃ। প্রভবন্ত্যুগ্র কর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহিতাঃ॥ গীতা। ১৬ অং।

এরূপ দৃষ্টি প্রতি অবস্থান পূর্ব্বক নষ্টশীল অল্পবুদ্ধি আসুর স্বভাবাপন্ন ব্যক্তিরা যাহাতে জগতের অহিত হয় এমৎ উগ্র কর্ম্মের প্রভাব করিয়া থাকে, অথাৎ শ্রুতি স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্র বাক্যের অতিক্রম করতঃ যথেচ্ছাচারে প্রবর্ত্ত হয়।

আশাপাশ শতৈর্বদ্ধাঃ কাম ক্রোধ পরায়ণাঃ। ঈহন্তে কাম
ভোগার্থ মন্যায়ে নাত্মনাঞ্চয়ান্॥ গীতা। ১৬ অং।

আসুর স্বভাব বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শতং আশা পাশে আবদ্ধ, কাম ক্রোধ পরায়ণ হইয়া কাম ভোগার্থ স্পৃহালু হয়, অর্থাৎ ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা শূন্য অন্যায় দ্বারা ধনোপার্জ্জন করতঃ শ্লাঘনীয় রূপে আপনাকে জয় যুক্ত করে। অর্থাৎ অনিত্যাশা তাহারদিগকে ত্যাগ করেনা, এতৎ প্রমাণে বর্ত্তমান কালের মনুষ্যের মধ্যে কে অসুর কে দেবতা অবশ্যই বিজ্ঞবরেরদের উপলব্ধি হইতে পারিবেক। তথাহি।

ইদমদ্য ময়ালব্ধ মিদং লপ্স্যে মনোরথং। ইদমস্তীদ মপিমে ভবি
ষ্যতি পুনর্ধনং॥ গীতা। ১৬ অং।

আসুর স্বভাবে সন্তোষতা নাই, ইন্দ্রিয় সুখাভিলাষে পুনঃ২ আশার বৃদ্ধিকে পায়, অর্থাৎ অদ্য এই ধনলাভ করিয়াছি, কল্য ইহা হইতে অধিক লাভ করিব, আমার এই ধন সংস্থিত আছে, পরে আরও ধন বৃদ্ধি হইবে, ইত্যা কার জ্ঞানে ন্যায্যান্যায্য বিচারে পরাঙ্মুখ হইয়া যে কোন রূপে ধন হয়, তাহাতেই সুচেষ্টিত থাকে, সুতরাং তাহার চিত্ত কদাপি শান্তি গুণাপন্ন হয় না। তথাহি।

অসৌময়াহতঃ শত্রু র্হনিষ্যে চাপরানপি। ঈশ্বরোহমহং ভোগী
সিদ্ধোহং বলবান্ সুখী॥ গীতা। ১৬ অং।

আসুর স্বভাব প্রযুক্ত আত্মাভিমান দূর হয় না, অহংকার মদে মত্ত হইয়া এরূপস্পর্দ্ধা করে, যে আমাহইতে এইশত্রু হত হইয়াছে, অপর শত্রু সকলকে হনন করিব, জগৎ মধ্যে

আমিই এক ঈশ্বর, আমিই সর্ব্বৈশ্বর্য্যবান্ ও সিদ্ধ, বলবান্ আমাহইতে সুখী কেহই নাই, অর্থাৎ আমি যাহাকে আক্র মণ করি সেই পরাজিত হয়, কদাপি আমার দ্বিতীয় শত্রুর উত্থান হইবেক না, অতএব এই আসুরিক গুণে আপন্ন যাঁহারা তাঁহারদিগকে তামস অবশ্যই কহিতে হয়, তাঁহার দিগের মতগ্রহণে অসুরাংশসংভূত ব্যক্তিরদিগেরই ইচ্ছা জন্মে। তথাহি।

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া। যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞান বিমোহিতাঃ॥ গীতা ১৬ অং।

আমি ধন জনবান্, আঢ্য হইতে আঢ্যতম, ত্রিলোক মধ্যে আমার সদৃশ কে আছে, আমিই সকলের ভরণ কর্ত্তা পূজ্য মোদমান, এইরূপ অজ্ঞান মোহিত হইয়া দাম্ভিকতা করিয়া থাকে। অপরমপি।

অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজাল সমাবৃতাঃ। প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নিরয়েঽশুচৌ॥ গীতা ১৬ অং।

এতদ্রূপ অনেক প্রকার চিত্ত বিভ্রমযুক্ত অসুরবৎ মোহ জালে সমাবৃত ইন্দ্রিয় সুখারামে অর্থাৎ কামভোগে আসক্ত হইয়া নিরন্তর নিরয় গর্ত্তে পতিত হয়। এরূপ স্বভাবাপন্ন ম্লেচ্ছযবনদিগের সহবাসে অনেকেই শোভন ব্যবহারে পরাঙ্মুখ হইতেছে, যদি বল ম্লেচ্ছ যবনদিগের কি, ঈশ্বরোপসনারূপ ধর্ম্ম নাই, তবে বাইবেল ও কোরাণ প্রভৃতিতে উপাসনার

অনুষ্ঠান কেন কহিয়াছেন, উত্তর, অসুরেরাও যদ্রূপ নাম মাত্রে ঈশ্বর বলিয়া মানিত কিন্তু সকল কর্ম্মই আপন যুক্তিতে সম্পাদন করিয়াছে, তদ্রূপ ম্লেচ্ছ যবনেরা নামমাত্রে ধর্ম্মকে স্পর্শ করিয়া অবৈধ কর্ম্ম সকলই সম্পন্ন করিয়া থাকে, তাহা গীতায় উত্তর শ্লোকে কহিয়াছেন। যথা।

আত্ম সম্ভাবিতা স্তব্ধা ধনমান মদান্বিতাঃ। যজন্তে নাম যজ্ঞৈস্তে দম্ভেনা বিধি পূর্ব্বকং॥ গীতা ১৬ অং।

ধনমান মদ বিষ্টি মূর্খেরা আপন২ বুদ্ধিযোগে সম্ভাবিতা যে যুক্তি তাহাকে বলবতী রাখে নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা ঈশ্বরারাধনা করে, অর্থাৎ অনীশ্বরকে ঈশ্বর অযজ্ঞকে যজ্ঞ অবিধিকে বিধি বলিয়া উপদেশ করে, আর দম্ভযুক্ত হইয়া বলে, যে এই ঈশ্বর ইহাঁর উপাসনা কর, এই যজ্ঞ, এই বিধি, যাহা আমরা আদেশ করিতেছি, ইহাতে বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করুন, যে এই আসুর ধর্ম্মীর সহিত আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী, ও ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা সংলগ্ন হয়েন, কি না? অতএব এই সকল ঈশ্বর দ্বেষ্টা ব্যক্তিকে জগদীশ্বর নিরন্তর নরক ভোগার্থে দুঃখের সহিত ঘোর সংসারে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাহা ভগবান্ আপনিই কহিয়াছেন। যথা।

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভা নাসুরীষ্বেবযোনিষু॥ গীতা ১৬ অং।

বেদধর্ম্ম দ্বেষ্টা, ক্রূর, নরাধম যে সকল ব্যক্তি তাহার দিগকে পাপিয়সী আসুর যোনিতে আমি অজস্র নিক্ষেপ করি, অতএব অর্জ্জুন তুমি কদাপি স্বধর্ম্ম দ্বেষ করিহনা, উপরোক্ত পাপাত্মা ব্যক্তিরা মদীয় কোপানলে দগ্ধ হইয়া অনবরত নরক যন্ত্রণা ভোগ করে। যথা।

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততোযান্ত্যধমাং গতিং॥ গীতা ১৬ অং।

মৎকর্ত্তৃক পরি ক্ষিপ্ত জন্মং আসুর যোনি প্রাপ্ত মূঢ়েরা, আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া অনন্তর অধমা গতি প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মহা নরকে নিমগ্ন হইয়া যন্ত্রণা ভোগেই কালযাপনা করে, অতএব শাস্ত্র বিধির অতিক্রম করিয়া চলি লে কদাপি শ্রেয়স্কর হয় না। তথাহি।

যঃ শাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কাম কারতঃ নসসিদ্ধি মবাপ্নোতি। নসুখং চ নবাং গতিং তস্মাৎ শাস্ত্র প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য ব্যব স্থিতৌ জ্ঞাত্বা শাস্ত্র বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥

গীতা ১৬ অং।

অর্জ্জুনকে ভগবান কহিয়াছেন, যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্র বিধিকে পরিত্যাগ করতঃ কাম কারে অর্থাৎ যথেচ্ছাচারে প্রবর্ত্ত হয়, সে ব্যক্তির ইহলোকে সুখ পরলোকে মুক্তি কদাচ লাভ হয় না, একারণ শাস্ত্র প্রমাণে কর্য্যা কার্য্যের বিচার করিবেক, অতএব হে কৌন্তেয়, হে অর্জ্জুন, তুমি শাস্ত্র প্রমাণকে জানিয়া তদুক্ত কর্ম্ম করিতে প্রবর্ত্ত হও। এই

সকল গীতার প্রমাণে এবং শ্রুতি স্মৃত্যাদির প্রমাণে ধর্ম্ম বক্তৃতা অনেক আছে, এতৎ ক্ষুদ্র পত্রিকাতে সকল লিখিতে পারিলাম না, সংক্ষেপত গীতার প্রমাণেই ব্যক্তী কৃত করিয়া লিখিলাম, অধর্ম্ম প্রবৃর্ত্তির কারণ আত্মা নহেন, গুণ সংযোগে জীব হইতে সম্পন্ন হয়, গুণ বৈষম্য প্রযুক্ত গতির ও বৈষম্য আছে. বর্ত্তমান কালের মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা বেদোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মকে হেয়জ্ঞান করিতেছে, তাহার কারণ মায়া সম্ভূত তমোগুণের কর্ম্ম. সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি এই যুগ চতুষ্টয়ের উৎপত্তি গুণ বিশেষ দ্বারা হইয়াছে, যথা সত্বগুণাংশে সত্যযুগ, তৎকালে মনুষ্যেরদের বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠানে সত্যধর্ম্মের প্রবৃত্তি রজ গুণাংশে ত্রেতাযুগ, তৎকালজাত মানবেরদের লোভাক্রান্ত চিত্ত প্রযুক্ত বেদোদিত যাগ যজ্ঞাদি কর্ম্মের প্রবৃত্তি, রজ সত্ব তম বিমিশ্র গুণাংশে দ্বাপর যুগোৎপত্তি. সুতরাং তৎকালের জীবেরা বেদোদিত বা তন্ত্রোদিত অথবা বেদাগম বিমিশ্র কর্ম্মানুষ্ঠানে ঈশ্বর সেবায় নিযুক্ত ছিল, শুদ্ধ তমোগুণাংশে কলিযুগ প্রবর্ত্ত হই য়াছে, ইহাতে বোদাদিত সত্য ধর্ম্মের বিলোপ হইয়া কেহ২ আগমোক্ত কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, প্রায়ই যথেচ্চারে রত ব্যক্তি সকল ম্লেচ্ছ যবনাদির ধর্ম্মে প্রবত্ত হইয়া সনাতন ধর্ম্মের বিদ্বেষ করে, অতএব যুগধর্ম্মে যাহা হয় তন্নিবারণ করা মনু ষ্যের সাধ্য নাই, শুদ্ধ ভগবানের অনুকম্পায় লক্ষের মধ্যে

অনেক কদাচিৎ সত্যধর্ম্মে পরায়ণ থাকিবেক, এই প্রত্যাশার প্রতি বিস্তর নির্ভর করিয়া লিপি প্রয়োগে প্রবর্ত্ত হইয়াছি, পরিশেষ আগামী পত্রে প্রকাশ করা যাইবেক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল এতদ্বৎসরচতুষ্টয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৪ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মুল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্ত।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA:—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ শ্রাবণ বুধবার

বর্ত্তমান কালের মহিমায় বেদশাস্ত্র দেব ব্রাহ্মণ যাগযজ্ঞ ক্রিয়া কাণ্ড প্রতি নিন্দা করাই জ্ঞানিত্বের প্রতিকারণ হইয়াছে, অসৎগোষ্ঠী সংসর্গে সদ্বংশজাত কোন২ বৈদিক ব্যক্তিরও ঐ সংস্কার জন্মিয়াছে, বিশেষতঃ সদাচারিদিগের নিন্দায় নিপুণ না হইলেই সভ্য হইতে পারে না, ফলিতার্থ, অসতের কার্য্যই সতের হিংসাকরা, ইহা, স্থূলবুদ্ধি জনেরা বুঝেনা, যে অসদুক্তি প্রয়োগে সতের হানি নাই অসতে

রই জিহ্বা অপবিত্রা হয়, আদিকালাবধি একালপর্য্যন্ত অসৎ কর্ত্তৃক নিন্দায় সজ্জনের সজ্জনত্বের কি হানি হইয়াছে, শুদ্ধ দুর্জ্জনতাতে দুর্জ্জনেরই দুর্জ্জনত্বের প্রকাশ পায়, ইহা জানি য়াও স্বভাব বৈগুণ্যপ্রযুক্ত অসদ্ব্যক্তি সতের নিন্দায় বিরত হয় না, দুষ্টলোক মুখে চন্দ্রের কলঙ্ক ঘোষণায় কি, চন্দ্র সকলের উপরিস্থিত আকাশ মণ্ডলে উদয় করেন না,-না,-চন্দ্রের নির্ম্মল সুশীতল শোভনকর বিস্তারে ত্রিজগৎ সুস্নিগ্ধ হয় না,—কিম্বা সুচারু চন্দ্র চন্দ্রিকা দ্বারা যামিনীর ঘন ঘোরিত অন্ধকারের নিবারণ করে না, কেবল অসজ্জনের কুবাক্য ঘোষণা মাত্রই সার হয়, এবং (অসতা মীদৃশীরীতি সন্তো দ্বেষ্টি বিনা গসঃ। তুলস্যোপরি শুনশ্চ মুত্রং ত্যজতি দর্শনাৎ) অসতের স্বতঃ স্বভাব এই যে বিনাদোষে সতের হিংসা করে, ত্রিলোক পূজ্যা সতী তুলসীর উপরে দর্শন মাত্রেই কুঃকুরে প্রস্রাব করে, তন্নিমিত্ত কুঃকুরজাতিকে সৎবলিয়া কেহই সমাদর করে না, বরং শ্বানপ্রসাব দুষ্টা ঐ তুলসীতেই ভগবানের অর্চ্চনা করে, সেইরূপ সনাতন ধর্ম্ম দ্বেষ্টাদিগকে সদ্ধার্ম্মিকেরা সভ্য বলিয়া সমাদর না করিয়া নীচত্বে শ্বানবৎ পরিগ্রহ করেন, যদ্রূপ কুঃকুর প্রস্রাব দৃষ্টে তুলসী দুষ্টা নহেন, তদ্রূপ দুষ্টাত্মাদিগের নিন্দনীয় বাক্যদুষ্টে সনাতন ধর্ম্মদুষ্ট হয়েন না, শুদ্ধ আপনং স্বভাব প্রকাশ করিয়া অসাধু ব্যক্তিরা সাধু সভায় হেয়ত্বে পরিগ্রহীত হইতেছে।

কি আশ্চর্য্যের বিষয়, অনাগস সাধু নিন্দায় অনিষ্টফল খিয়াও নিন্দকেরা নিরস্ত হয় না, যদ্রূপ চৌর্য্যকার্য্যেরফল প্রত্যক্ষ দেখিয়া এবং তজ্জন্য যন্ত্রণা ভোগ করিয়াও চৌর ব্যক্তি ক্ষান্ত থাকেনা, তদ্রূপ অশাস্ত্র বিহিত কর্ম্মকে নিন্দনীয় রূপে জানিয়াও অসল্লোকেরা সমাচরণ করে, অর্থাৎ অনী স্বরকে ঈশ্বর, অকার্য্যকে কার্য্য, বিধর্ম্মকে ধর্ম্মজ্ঞানে প্রত্যয় করে, কেবল আপনারাই জ্ঞান করে এমত নহে, বরং স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক অন্যকেও উপদেশ দেয়, তদর্থে গীতায় কহিয়াছেন, যথা।

অর্জ্জুন উবচ। যেশাস্ত্র বিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ। তেষাং নিষ্ঠাতুকাকৃষ্ণ সত্ত্ব মাহরজস্তমঃ॥ গীতয়াং ১৭। অং।

শ্রীঅর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেন, যে যেসকল লোকে শাস্ত্র বিধিকে পরিত্যাগ করিয়াছে, অথচ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া উপা সনাদি সকল কর্ম্মই করে, তাহারদিগের সম্বন্ধে সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী এতৎ ত্রিবিধা নিষ্ঠারমধ্যে সে কোন নিষ্ঠা কহি তে আজ্ঞা হয়, তথাহি।

ভগবানুবাচ। ত্রিবিধাভবতিশ্রদ্ধা দেহিনা স্বাস্থভাবজা। সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতিতাং শৃণু॥ গীতায়াং ১৭। অং।

অর্জ্জুন প্রশ্নে ভগবান্ উত্তর করেন, যে জীবমাত্রের স্বভাবতঃ সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী এতৎ ত্রিবিধা নিষ্ঠাজন্মে, অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম গুণ প্রভাবে সদসৎকর্ম্মের নিষ্ঠা হয়, কিন্ত

স্বভাব সন্দর্শনে গুণ জ্ঞানে ত্রিবিধ প্রকার মনুষ্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। অর্থাৎ দৈবীনিষ্ঠা, রাক্ষসী নিষ্ঠা, আসুরী নিষ্ঠা, এতদনুভব সিদ্ধ মনুষ্যজাতির মধ্যে বৈদিক যবন ম্লেচ্ছাদি ত্রিবিধা জাতি। অর্থাৎ বৈদিক জাতিতেও রজ তম মিশ্রিত আছে, ম্লেচ্ছ যবনাদিতেও কোন২ ব্যক্তিকে সাত্বিক দেখিতে পাওয়া যায়, তদ্রূপি সংসর্গ দোষে মিশ্রীভূত বৈদিকেও যবনে এবং ম্লেচ্ছেও ত্রিবিধ ভাব জন্মে, তদর্থে গীতার ৯ নবমাধ্যায়ে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, যথা।

অবজানন্তিমাং মূঢ়ামানুষীং তনুমাশ্রিতং। পরং ভাবমজানন্তো মমভূত মহেশ্বরং ॥ গীতায়াং ৯ অং ॥

হে অর্জ্জুন সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা স্বরূপ আমি যে মানুষী দেহ ধারণ করিয়াছি, ইহাই আমার পরমভাব, মূঢ় মতি জনেরা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া আমারপ্রতি নানাপ্রকার অসূয়া করতঃ আমাতে বৈমুখ হয়। তথাহি।

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞান বিচেতসঃ। রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহনীং শ্রিতাঃ ॥ গীতায়াং ৯ অং ॥

উপরিস্থ শ্লোকোক্ত মূঢ়ব্যক্তিদিগের ভগবদ্বিমুখতা প্রযুক্ত আশাব্যর্থ, কর্ম্ম ব্যর্থ, জ্ঞান ব্যর্থ হয়, অর্থাৎ রাক্ষসী আসুরী স্বভাবাশ্রয়ে মুগ্ধ হইয়া কেবল [illegible] হয়। বেদোক্ত উপাসনা [illegible] [illegible] আছে। অধুনা [illegible] উপাসকেরদিগের ন্যায় বিরুদ্ধ [illegible] বেদোক্ত কর্ম্ম [illegible]

কর্ম্মানুষ্ঠান, ও বেদোদিত সত্য জ্ঞানাতিরিক্ত যে সত্য জ্ঞান সে ব্যর্থ, যেমন বেদোদিত সত্যজ্ঞান ভিন্ন যবন ম্লেচ্ছাদির ঐশ্বরজ্ঞান নিস্ফল হয়। তথাহি।

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্যনন্য মনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদি মব্যয়ং॥ গীতায়াং ৯ অং॥

রাক্ষসাসুরবৎ মোহন স্বভাবাতিরিক্ত দেববৎ স্বভাবাপন্ন বৈদিকজাতীয় মহাত্মারা সর্ব্বজীবের অন্তরাত্মা অব্যয় ক্ষয়োদয় রহিত নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব আমাকে জানিয়া অনন্যমনে উপাসনা করে, এতদর্থে রাক্ষস প্রায় যবন ও অসুর প্রায় ম্লেচ্ছেরা ঈশ্বরের স্বরূপ লক্ষণ অনভিজ্ঞ, শুদ্ধ দেবভাবাপন্ন বৈদিক জাতীয়েরা বেদ শাস্ত্র প্রভাবে তৎস্বরূপ লক্ষণজ্ঞ. ইহা শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সুসিদ্ধ হইল, এবং ইতঃ পূর্ব্বে রামমোহন রায় ও তৎপদানুগামি তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে এই ভগবদ্গীতার (সর্ব্ব ধর্ম্মাণ পরিত্যজ্যমামেকং শরণং ব্রজইতি) শ্লোকের অর্থে সাকার খণ্ডন পুরঃসর (মাং) শব্দে ব্রহ্ম ব্যাখ্যা করিয়া স্বমতের পুষ্টি করিয়াছিলেন তাহা উপরিউক্ত শ্লোকে অর্থাৎ (অবজানন্তিমাং মূঢা মানুষীং তনুমাশ্রিতমিতি) ইত্যর্থে শ্রীকৃষ্ণ যে পরমাত্মা তাহা নির্ণয় করিয়াছেন কেননা যদ্যপি মাং শব্দ প্রয়োগ ব্রহ্মেতেই আরোপ হয় তবে এই শ্লোকে ও (মাং) শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে সুতরাং ভক্তানুরোধে পরমাত্মা যে আপনাকে সরূপ

করেন ইহার দৃঢ় প্রতীতি হইল, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যে ব্রহ্ম আপনাকে সরূপ করিতে পারেন না বলেন সে অসতী যুক্তি, যথার্থত শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্তিমতে তাঁহারদিগকে রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতি রূপে গ্রহণ করাগেল। কি খ্রীষ্টিয়ান কি ব্রহ্মজ্ঞানী উভয় দলেরই শাস্ত্রে প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা নাই যদিও তাহারদিগের মধ্যে কোন২ ব্যক্তির বাক্য সন্ধানে শ্রদ্ধাবান বলিয়া বোধ হয়. সে ব্যভিচারিণী শ্রদ্ধা তাহাতে ভক্তিলেশ মাত্র নাই অবিশ্বস্ত পদার্থে দৃঢ় বিশ্বাস করিলেও ফলদ হয় না, তাহা হইলে দুগ্ধ বিশ্বাসে বিষপান করাতে, মৃত্যু হইত না, বস্তু তত্ত্ব অবিশ্বস্ত বস্তুর স্বরূপ আখণ্ডিত, অসত্যে সত্য প্রতীতি শুদ্ধ রজ ও তমগুণের কর্ম্ম সত্ত্ব গুণে কোন মলা নাই বিশেষতঃ স্বভাবজাত গুণ ব্যতিক্রমে ব্যক্তি সম্বন্ধে যে কর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে তাহা উপদেশ দ্বারা কোটি কল্পেও খণ্ডন করা যায় না, অতএব গুণ দোষ বিচারে গুণের মহিমা প্রকাশ করিলাম ইহাতেই বিজ্ঞবরেরা বর্ত্তমান কালজ মনুষ্য গণের গুণ গ্রহণ করিতে শক্ত হইবেন যথা।

সত্ত্বং রজস্তম ইতিগুণাঃ প্রকৃতি সম্ভবাঃ। নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহেদেহিন মব্যয়ং।। গীতায়াং ১৪ অং।।

সৃষ্টিলীলা প্রকাশার্থে ব্রহ্ম প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ত্ব রজ তম তিনগুণ দ্বারা নিত্য সত্য মুক্ত স্বভাব অব্যয় পরমাত্মা আবদ্ধ হইয়া দেহে২ অবস্থান করতঃ প্রকৃতিজ গুণের উপ

ভোগ করেন, এতন্ত্রব গুণ বিশিষ্ট জীবকে কেবল সাত্বিক কি কেবল রজ বা তম কহা যায় না, ফলিতার্থ যদ্গুণের আধিক্য তত্তদ্গুণী বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন, নচেৎ সাত্বিক ব্যক্তিতে যে রজ তমগুণের সম্বন্ধ নাই এমৎ নহে তথাহি।

সত্বগুণ লক্ষণং।

তত্রসত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকর মবায়ং। সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞান সঙ্গেন চানঘ॥ গীতায়াং ১৪ অং॥

নির্ম্মলতা প্রযুক্ত সত্ব গুণকে অব্যয় সর্ব্ব প্রকাশক কহিয়াছেন, অত্যন্ত সুখ সঙ্গে এবং জ্ঞান সঙ্গেতে বন্ধন হয় তাহাতে অনিত্য কর্ম্ম অনিত্য সুখ প্রলোভ নাই। অপিচ।

রজোগুণ লক্ষণং।

রজোরাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গ সমুদ্ভবং। তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনং॥ গীতায়াং ১৪ অং॥

গাঢাভিনিবেশের নাম রাগ, অর্থাৎ অভিলাষ যুক্ত রাগাত্মক রজগুণ, সকাম কর্ম্ম সঙ্গে জীবকে আবদ্ধ করে। তথাহি

তমোগুণ লক্ষণং।

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাং। প্রমাদালস্য নিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত। গীতায়াং। ১৪ অং।

অজ্ঞান জনক তমোগুণকে জানিহ, জীব মাত্রকে মোহন অর্থাৎ অভিভূত করে, প্রমাদ আলস্য নিদ্রা ইত্যাদি কুসঙ্গে আবদ্ধ করে, প্রমাদ পদে হেতুবাদ প্রসঙ্গে বেদশাস্ত্র এবং

শাস্ত্রোদিত সৎকর্ম্মের ব্যাঘাত আলস্য শব্দে অসৎ কর্ম্ম ব্যতীত সৎকর্ম্মে অলসতা নিদ্রাপদে জাগ্রৎ স্বপ্ন বিশেষ নাই অর্থাৎ অচেতন বৎ কর্ম্ম সম্পাদনের নাম নিদ্রা অথবা দিবারাত্রি সমানরূপে নিদ্রাকে ভজনা করে। তথাহি।

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃকর্ম্মণি ভারত। জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত। গীতায়াং। ১৪ অং

সত্ত্বগুণে জীবকে অখণ্ড সুখে অভিযুক্ত করে এতৎ সুখ শব্দে সামান্য ইন্দ্রিয় সুখ শক্তি কে কহেন নাই ভগবদ্ভক্তি রসাস্বাদনকে নিত্য সুখ কহিযাছেন, যাহাতে দুঃখের অত্যন্তা ভাব. অর্থাৎ জন্ম মৃত্যুরূপ যন্ত্রণার কদাপি অনুভব করিতে হয় না, রজগুণে সকাম কর্ম্মে নিয়ত চিত্তাভি নিবেশ করায়, তমগুণে জ্ঞানকে আবরণ করে, এবং তাবৎ বিষয়ে কুতর্কতা জন্মায়, যথা "রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত" রজ তম গুণেরঅবসানে নির্ম্মল সত্ত্ব গুণোৎপত্তি নচেৎ মিশ্র লক্ষণে জীব মাত্রেই সত্ত্ব রজ তম এতৎ গুণত্রয়ের অধিষ্ঠান [illegible] গুণাবসান শব্দে এককালেই গুণরহিত নহে অর্থাৎ গুণ [illegible] গুণ প্রক্রিয়া শক্ত না হওন।

রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা। সর্ব্ব দ্বারেষু দেহেস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে। গীতায়াং। ১৪। অং

অর্থাৎ কে রজ কে সত্ত্ব, কে তম, ইহার পরীক্ষা সর্ব্বদ্বারে জীবদেহেই কার্য্য কারণ দ্বারা [illegible] [illegible] ক্রিয়া

যদ্দ্বদ্দেহে আধিক্য তত্তদ্দেহীকে তত্তদ্গুণী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন যথা।

সত্ত্বরজস্তমগুণাধিক্য লক্ষণং।

যদাজ্ঞানং তদাবিদ্যা বিবৃদ্ধং সত্ত্বমাত্মনঃ। গীতায়াং। ১৪ অং।

জ্ঞানের বৃদ্ধি দৃষ্টে সত্ত্ব গুণাধিক্য বলিয়া জীবলক্ষিত হয় অর্থাৎ সত্ত্ব গুণাপন্ন মনুষ্যেতে নির্ম্মল জ্ঞানোদয় হয়। এতদর্থে জ্ঞানাভ্যাস তন্ত্রে শিব কহিয়াছেন যথা।

অথ সত্ত্বগুণাধিক্য লক্ষণং।

সত্ত্বাধিকে পুমাণ্ জাত মাতরিশ্বা স্বভাববান। জ্ঞানেতপসি বৈরাগ্যে প্রবৃত্তি সুপজায়তে। জনানু কম্পীকারুণ্যং সর্ব্বভূত প্রিয়ঃসুহৃৎ। তিক্ত কষায় করসে তস্যাপ্রীতিঃ প্রজায়তে। জ্ঞানাভ্যাসং।

সত্ত্বগুণাধিক পুরুষের বায়ু প্রধানা নাড়ী, জ্ঞানেতে, তপস্যাতে এবং বৈরাগ্যেতে প্রবৃত্তি জন্মে, সর্ব্বজনানুকম্পী হয় কারুণ্য গুণবিশিষ্ট সর্ব্বলোকের প্রিয় এবং সর্ব্বজীবের সুহৃৎ হয়। তিক্ত ও কষায়ক দ্রব্য ভোজনে প্রীতি জন্মে।

অথ রজোঽধিক লক্ষণং।

লোভঃ প্রবৃত্তি রারম্ভঃ কর্ম্মণা মশমঃস্পৃহা। রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ। গীতায়াং ১৪ অং।

রজোধিক জীবের লোভ বৃদ্ধি হয়, কিন্তু বৈধ সকাম কর্ম্মে প্রবৃত্তি, অর্থাৎ ঐহিক পারোত্রিকে ইন্দ্রিয়ারামার্থ স্বর্গাদি সুখ ভোগের স্পৃহা করে, তাহাকেই অশম স্পৃহা বলে

রজগুণ প্রাধান্য জন্য এই সকল স্বভাব দেহীর দেহের সহিত জন্মে। তথাহি।

> রজোঽধিকে পুমান্ জাতো বাতপিত্ত স্বভাববান্। লোভো হর্ষ ক্ষমাসূয়া ঈর্ষারাগঃ সমুদ্যমঃ। দৈবে পৈত্রে সমারম্ভৌ লাভা লাভৌ জয়া জয়ৌ। আহারে রুচিসংজাতঃ সদা লবণ রুক্ষয়োঃ।
>
> জ্ঞানাভ্যাসং।

রজোঽধিক পুরুষের বায়ু পিত্ত প্রধানা নড়ী হয়, লোভ, হর্ষ, ক্ষমা অসূয়া ঈর্ষা, রাগ, এবং দেব পিতৃ কর্ম্মের উদ্যম হয়, লাভ অলাভ, জয়, অজয় উভয় পরিগ্রহ থাকে, অর্থাৎ বৈধ বৃত্ত গ্রহণে আকাংক্ষিত, অভীষ্ট লাভে হর্ষ, কদাপি ক্ষমা ও আছে অর্থাৎ অপকারি প্রতি অপকার করেনা, সময়ানুক্রমে অর্থাৎ আপনার অপচয় কালে পরগুণেও দোষারোপ করে, ঈর্ষা, অর্থাৎ অহেতু ঈর্ষা না করিয়া আত্ম প্রতিপত্তি ব্যাঘৎ দৃষ্টে তৎপ্রতিকূলে কোপিত হয়, বিধি পূর্ব্বক কর্ম্মে অনুরাগ, এবং দেবার্চনায় ও পিতৃকর্ম্মের সমুদ্যম করে, লাভে হর্ষ অলাভে কুণ্ঠিত, জয়ে প্রসন্ন, পরাজয়ে বিষাদ যুক্ত হয়। এবং লবণ রসেও রুক্ষ অর্থাৎ ঝাল দ্রব আহারে সর্ব্বদা রুচি।

অথ তমোঽধিক লক্ষণং।

> অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহএবচ। তমস্যে তানি জায়ন্তে প্রবৃদ্ধে কুরুনন্দন। গীতায়াং। ১৪ অং।

তমোঽধিক পুরুষ মলিনাত্মা হয়, বৈধকর্ম্মে অপ্রবৃত্তি

অর্থাৎ শাস্ত্রাতিক্রম করিয়া স্বেচ্ছাচারে প্রবর্ত্ত এবং প্রমাদ যুক্ত অর্থাৎ কুতর্ক দ্বারা শাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মের ব্যাঘাৎ করে, আর সর্ব্বদা মোহযুক্ত অর্থাৎ আত্মাভিমান মদে মত্ত তা প্রযুক্ত অভিভূত থাকে ধর্ম্মকার্য্য মাত্রকেই স্পর্শ করে না অধর্ম্মে ধর্ম্মমানী হয়।

তমোঽধিকে পুমাণজাতঃ শ্লেষ্মাবানতি কোপনঃ। প্রমাদী দীর্ঘ সত্রীচ শাস্ত্রবাদ বিবর্জিত। হেতুকোঽ প্রিয়বাদীচ অহিতৈষ্যপ মার্জ্জকঃ। মধরাম্লরোঃ প্রীতি সদাহারেতু জারতে। জ্ঞানাভ্যাসং

তমোঽধিকে জন্মিলে পুরুষের শ্লেষ্মা কোপিত ধাতু হয়, শাস্ত্র ব্যাঘাৎকারী হয়, দীর্ঘ সূত্রী অলসান্বিত, অপমার্জ্জক, অর্থাৎ অসদাচারী এবং শৌচ বর্জ্জিত, শাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মে বৈমুখ, হেতুবাদ দ্বারা তাবৎ ধর্ম্মকে হেয় করে, অপ্রিয়বাদী এবং জন সম্বন্ধে অহিতকারী, মিষ্ট ও অম্ল এতদ্রসাহারে প্রীতিমান হয়, অনন্তর এতদতিরিক্ত স্বভাব আরও আছে তাহা আগামীতে প্রকাশ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল এতদ্বৎসরচতুষ্টয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৪ খণ্ড

পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্তা।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA :—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৬ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩১ শ্রাবণ শুক্রবার

গতবারের শেষ।

গুণানুসারে জীবের বুদ্ধি, ক্রিয়া, গতি, জন্ম, মৃত্যু, স্বভাব আহার বিহার সঙ্গ, উত্তমত্ব অধমত্ব, প্রবৃত্তি, নিষ্ঠা, জ্ঞান, জাতি, ধর্ম্ম, খ্যাতি, প্রতিপত্তি, প্রভৃতি, উৎপত্তি হয়, গুণ ব্যতিক্রমে বৈদিক হইয়াও ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হয়, বর্ত্তমান ভয়ঙ্করকালে তমঃ প্রধান নিমিত্ত জীবের প্রায় সত্ব শুদ্ধির ব্যাঘাৎ জন্মিয়াছে, সত্ব শুদ্ধির অভাবে অকার্য্যকেও সুকার্য্য

বলিয়া বিশ্বাস করিতেছে অজ্ঞানকে জ্ঞান অবিদ্যাকে বিদ্যা অতত্ত্বকে তত্ত্ব অনীশ্বরকে ঈশ্বর অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া সনাতন ধর্ম্মে বঞ্চিৎ হইতেছে, মোহাশ্রিত জীব সয় মায়া মোহিত প্রায় অদ্বারে দ্বারভ্রম, স্থলে জলভ্রম, অন্ধকারে আলোকভ্রমে, পতিত হইয়া ভগবৎ বিড়ম্বনায় ভক্তিপথে কণ্ঠকারোপণ করিতেছে প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সত্ত্বে অনুমানের ফলকি, মিশনরি বংশেরা আলোক দেখাইবার কামনায় নিরর্থ ছল গ্রহে গ্রহণ করতঃ অকৃতজ্ঞ বালকগণকে অনবরত মহামোহ স্বরূপ ঘোরান্ধকূপে নিপাতন করিতেছে, কোনমতে আর তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, তমোমূর্ত্তি বিশেষ ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা স্বাভাবিক তমোগুণ বিশিষ্ট তমোগুণের কার্য্যে দক্ষতা প্রকাশ করতঃ বৈদিক জাতির মধ্যে তমোধিক যে ব্যক্তি তাহারই চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় তমঃদ্বারে নিঃক্ষিপ্ত হইতেছে, তথাহি তন্ত্রং (কলৌ প্রায়েণ দেবেশি রাজসাস্তামসাস্তথা) কলিতে প্রায় রাজস ও তামস মনুষ্য পৃথিবীতে জন্মিবে, কিন্তু রাজস অত্যল্প তামসই প্রায় জগদ্ব্যাপ্ত হইবে সত্ত্বের নাম মাত্রে গ্রহণ বস্তুত কলির রাজসকেই সাত্ত্বিক বলা সম্ভব, তাহা প্রমাণান্তরে উদাহৃত হইলাম লক্ষণ দ্বারা বিচক্ষণেরা উপলব্ধি করিবেন।

অথ সত্ত্বরজস্তমগুণের ফল।

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলং। রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলং। গীতায়াং ৪১ অং।

সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল নির্ম্মল, অর্থাৎ কোন মলা নাই ঈশ্বরোদ্দেশে সুকৃত কর্ম্ম সম্পাদন করতঃ ঈশ্বরে ফলার্পণ করে সুতরাং ব্রহ্মাগ্নি ভর্জ্জিত ফলের অঙ্কুর প্ররোহ না হওয়াতে জন্ম মৃত্যু রূপ ঘোর দুঃখের অত্যন্তাভাব হইয়া যায়, রজোগুণের ফল দুঃখ অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম জানিয়া অপূর্ব্ব ফলের দ্বারা ক্ষণিক স্বর্গাদি পরমসুখ ভোগকরে, তদবসানে পুনর্জ্জন্ম গ্রহণ করতঃ এই পৃথিবীতে যাতায়াতরূপ ঘোরতর দুঃখকে ভোগ করিতে থাকে। সুতরাং রজোগুণের ফলকে দুঃখ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তমোগুণেরফল অজ্ঞান অর্থাৎ হিতাহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম বিবেচনা রহিত, ইন্দ্রিয় সুখকেই পরমসুখ জ্ঞানে সুখীভাভিমানে অভিভূত থাকে তজ্জন্য বিশেষ প্রজ্ঞা একালেই অবসান হয়, প্রসঙ্গত পরকালের কথা যে মান্য করে তাহারদিগের বাচারম্ভন মাত্র, ফলে পারত্রিক বিষয়ে সম্পূর্ণ অবিশ্বাস করে। তথাহি।

সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং রজসো লোভএবচ। প্রমাদ মোহৌতমস স্তথা জ্ঞানঞ্চ জায়তে। গীতায়াং। ১৪অং।

সত্ত্ব গুণাবলম্বী হইলে জ্ঞানোৎপত্তি হয়, জ্ঞানদ্বারা মোক্ষ লাভ করে অর্থাৎ সর্ব্ব বেদান্তাভিপ্রায় এই যে সম্যক্‌ সৎক র্ম্ম সম্পাদন পূর্ব্বক ঈশ্বরে ফলার্পণ করিলে নৈষ্কর্ম্ম প্রাপ্ত হয়, নৈষ্কর্ম্মদ্বারা জ্ঞান জন্মে, জ্ঞানদ্বারা [illegible] মুক্তিলাভ হয়, সুতরাং সত্ত্বগুণাবলম্বন ব্যতীত মুক্তি নাই, ইত্যভিপ্রায়ে পুরাণাদিতে (মুক্তিঞ্চ কেশবাদিচ্ছে দিতি) ব্যাখ্যা করেন,

সত্ত্বগুণে বিষ্ণু অর্থাৎ বিষ্ণুকৃপাতে মোক্ষপদ পায়। রজো গুণের ফল লোভ, অর্থাৎ সকাম কর্ম্ম জনিত স্বর্গাদি সুখ ভোগ সুতরাং ভোগ সঙ্গে পুনঃ২ ভোগস্পৃহা জন্মে, যথা মনুঃ (নজাতু কামকামানা মুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণ বর্ত্মেব ভূয়এবাভি বর্দ্ধতে) অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের উপভোগ থাকিতে অভিলাষ অর্থাৎ লোভ সম্বরণ হয় না, যেমন অনি বর্ত্তিতা ঘৃতধারা প্রদানে কদাপি অগ্নিকে নির্ব্বাণ করা যায় না এতন্নিমিত্তই রজোগুণের ফলরূপে লোভকে কহিয়াছেন তমোগুণের ফল প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান, অর্থাৎ তমোগু ণবিশিষ্ট ব্যক্তির সতত কর্ম্ম এই যে সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্মের ব্যাঘাৎ করা আর ইন্দ্রিয় সুখে অভিভূত হওয়া এবং দেবদ্বেষ বিপ্রদ্বেষ, এবং শাস্ত্ররি দ্বেষ করা, সুতরাং তমোগু ণের ফলকে অজ্ঞান, মোহ প্রমাদরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তথাহি।

অথ সাত্ত্বিকী রাজসীও তামসী গতি যথা।

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ। জঘন্য গুণবৃত্তিস্থা অধোয়াস্যান্ত তামসাঃ। গীতায়াং। ১৪ অং।

সত্ত্ব গুণাবলম্বি ব্যক্তির ঊর্দ্ধগতি অর্থাৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদ লাভ হয়, রজোগুণাবলম্বি ব্যক্তির মধ্যমাগতি অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখাকর স্থানে অবস্থিতি হয়, তমোগুণাবলম্বি ব্যক্তির অধোগতি অর্থাৎ সর্ব্বযন্ত্রণাধিক্য নরক স্থানে গমন হয়।

অথ গুণাত্মক উপাসনা।

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ। প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ গীতায়াং ১৭ অং।

সত্ত্বগুণাপন্ন ব্যক্তিরা দেবতাদিগের উপাসনা করেন, যক্ষ রাক্ষস গণের উপাসনা রজোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা করিয়া থাকে। তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি সকল প্রেত ভূত প্রভৃতি নিরুপাস্যকে উপাস্য জ্ঞানে উপাসনায় নিযুক্ত হয়। অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত শাস্ত্রোদিত প্রসিদ্ধানুষ্ঠান দ্বারা যজ্ঞকে দৈব যজ্ঞ বলে, বৈদিক জাতীয়েরা সর্ব্বদাই যদনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, যথা (সাত্ত্বিকী জপযজ্ঞাদ্যৈ র্নৈবেদ্যৈশ্চ নিরামিষৈ রিতি) শুদ্ধ জপ হোম দ্বারা সম্পন্ন যজ্ঞকে সাত্ত্বিকী পূজাবলে, তাহাতে হিংসা সম্বন্ধ নাই, নৈবেদ্যাদি নিরামিষ অর্থাৎ কেবল শুদ্ধাচারে নিষ্পন্ন হয়, রাজস যজ্ঞে বিধিপূর্ব্বক বলিপ্রদান আছে, সুতরাং সামিষ নৈবেদ্য নিবেদন করে, মাংস ভোজন নিমিত্ত তদযজ্ঞকে রাক্ষসী পূজা বলে, তাহাতে পরিমিত কাল স্বর্গ সুখ ভোগ হয়, অনাচারি তামস ব্যক্তিরা শৌচ বিহীন শাস্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধানুষ্ঠান বর্জ্জন পুরঃসর অবৈধ পশু হিংসা মদ্য পানাদিকে বিধিস্বরূপে গ্রহণ করে, যদ্রূপ প্রেত ভূত পিশাচাদিরা অপকৃষ্টাচারে তুষ্ট ইহারাও পরিতুষ্টি রূপে তদ্রূপাচার করিয়া থাকে, সুতরাং জঘন্যাচারি ম্লেচ্ছদিগকে তামস বলিয়া তাহারদিগের উপাস্য দেবতাগণকে প্রেত ভূত পিশাচ শব্দে

শাস্ত্রে উক্ত করিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানকালে ক্রাইষ্ট ধর্ম্মোপ
দেশেই প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, যখন বৈদিক জাতীয় অকৃ
তজ্ঞ বালকদিগকে (ব্যাপ্‌টাইজ) অর্থাৎ খ্রীষ্টধর্ম্মে অভি
ষিক্ত করে, তখন তাহারদিগের মস্তকে গণ্ডূষত্রয় বর্দ্দন নদীর
জল অভিষিঞ্চন করতঃ জলমিশ্রিত সুরাপান করাইয়া কহে,
যে বল, আমি পবিত্র হইবার নিমিত্ত ত্রাণ কর্ত্তা প্রভু যিশুর
রক্ত পান করিলাম, মাংসানুকল্প রুটিখণ্ড খাওয়াইয়া কহে যে
বল, আমি প্রভুর মাংস ভোজন করিলাম, আর আমার চিত্ত
পাপে আবৃত হইবেক না, যাহারা ঈশ্বর মাংস ঈশ্বর রক্ত
পান ভোজনকে সত্য সনাতন ধর্ম্মানুষ্ঠান বলিয়া ধর্ম্ম যাজন
করে ও করায়, তাহারদিগের উপাসনা যে লোকতঃ ও শাস্ত্রতঃ
অসুর মতে তামস যজ্ঞ ইহা কে না অঙ্গীকার করিবেক, কে
বল তমোধিক ব্যক্তিরাই তমগুণ প্রভাবে তামসদিগের গুণ
ও ব্যবহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক হয়, হউক, কিন্তু তাহাতে
অন্যো গমনের প্রতি কোন ব্যাঘাৎ জন্মিবে না, যেমন বিকারা
পন্ন ব্যক্তির ধাতু বৈষম্য জন্য অল্প পিপাসাতিশয় হয়, অং
প্রযুক্ত জল পানে তৎকালে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধ করে কিন্তু কি
ঞ্চিৎকাল ব্যবধানেই ঐ জল উক্ত বিকার রোগীকে অবস্থা
ন্তরে আনয়ন করে, তখন তাঁহাতেই শরীর বিনাশ পায়
সেইরূপ অপাত্র বিভিন্নবর্ণ ব্যক্তিকে 'পবিত্রতার অঙ্কুর' উৎপন্ন
ভোজন করিতে হয়। যথা।

অশাস্ত্র বিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। দম্ভাহংকার সংযুক্তাঃ কাম রাগ বলান্বিতাঃ। কর্ষয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূত গ্রামম চেতসঃ। মাঞ্চৈবান্তঃ শরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুর নিশ্চয়ান্॥

গীতায়াং ১৭ অং।

যে সকল ব্যক্তিরা সর্ব্বভূতস্থ আত্মাস্বরূপে আমাকে না জানিয়া দম্ভ অহংকার কাম, রাগ বলযুক্ত হইয়া ইন্দ্রিয় কর্ষণ অর্থাৎ আপনাকে জিতেন্দ্রিয় বলিয়া ঘোর আড়ম্বরিতে উপাসনায় প্রবত্ত হয়, সেই সকল তামস ব্যক্তিকে আসুর মতাবলম্বী বলিয়া নিশ্চয় জানিহ। ইহলোকে সত্ত্ব রজ তম তিনগুণের ক্রিয়া দীপ্তিমানাই, আছে তাহা উত্তর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, ইদানীন্তন যে সকল পাষণ্ডেরা বৈদিক ধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রাইষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতেছে, তাহার কারণ এই যে পূর্ব্ব জন্মকৃত কর্ম্মফলে তমোগুণাংশে উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং জঘন্য কর্ম্মারা ঈশ্বর প্রেরিত রূপে জঘন্যযোনিতে পুনঃ২ প্রবেশ করিতে থাকে, তাহাতে লৌকিক আক্ষেপের বিষয় বটে, কিন্তু কারণজ্ঞ হইলে আর সে আক্ষেপ চিত্ত ভূমিতে বাস করিতে পারে না। তথাহি।

আহারোপিচ সর্ব্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। যজ্ঞস্তপস্তথাদানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু। গীতায়াং ১৭ অং।

যদ্রূপ সত্ত্ব রজ তম ত্রিবিধ মনুষ্য তদ্রূপ আহার, যজ্ঞ, তপস্যা, দানাদিও ত্রিবিধ প্রকার, গুণ ভেদে প্রিয়া প্রিয় হয়, তাহা বিস্তার করিয়া কহিতেছি শ্রবণ করুহ। তথাহি।

অথ সাত্ত্বিকাহারঃ।

আয়ুঃ সত্ত্বং বলারোগ্য সুখ প্রীতির্বিবর্দ্ধনাঃ। রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা রাজন্ আহারাঃ সাত্ত্বিক প্রিয়াঃ॥ গীতায়াং ১৭ অং।

আ য়ুঃ সত্ত্ব অর্থাৎ শরীর, বল, আরোগ্য, সুখ, প্রীতি বৃদ্ধি করে, এবং রস বিশিষ্ট, ও সারোদ্ধৃত না হয়, আর স্থৈর্য্য কারক এরূপ আহার সাত্ত্বিকের প্রিয় হয়।

রাজসাহারঃ।

কট্বম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ। আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥ গীতায়াং ১৭ অং।

কটু অম্ল লবণ অতিউষ্ণ, এবং তীক্ষ্ণ রুক্ষ, ও বিদাহি অর্থাৎ পিত্ত বৃদ্ধি কারক, ইত্যাদি আহার রাজসের প্রিয়, তত্তৎ আ হারে তৎকালে কিঞ্চিৎ সুখ বোধ, পরিণামে শোক, দুঃখ রোগাদির উৎপাদক হয়।

তামসাহারঃ।

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চযৎ। উচ্ছিষ্ট মপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥ গীতায়াং ১৭ অং।

পাকানন্তর ১ প্রহরাবসানে আহার করে, অর্থাৎ অন্নাদি শীতল হইলে প্রিয় হয়, অপিচ, যাতযাম শব্দে আমত্ব দূরী করণ, তদর্থে কেবল উষ্ণ মাত্র নচেৎ অপক্বই থাকে, আর গত রস শব্দে (শুষ্ক) যাহাতে রস সম্বন্ধ নাই, পূতি শব্দে (পচা দুর্গন্ধ) পর্য্যুষিত অর্থাৎ দিবস দিবসান্তরীয়,

উচ্ছিষ্ট পদে আপনার কিম্বা পরের ভোজনাবশিষ্ট যাহা ত্যাগোপযুক্ত হয়, অমেধ্য পদে অবৈধ দ্রব্য ভোজন, অর্থাৎ পশু মনুষ্যাদির বিষ্ঠাতে উৎপন্ন বস্তু তাহাতে কবক অর্থাৎ ছাতা ও শাকাদি, পচা গলিত দ্রব্যে উৎপন্ন প্রযুক্ত মদ্যাদি এবং লবণাম্ল সংমিশ্র দুগ্ধাদি, তাম্র পাত্রস্থ মধু দুগ্ধাদি, বদ রাদ্রক গুড় সংযুক্ত, মিষ্টরস পাচিত মাংসাদি আর দুগ্ধাদি সংযোগে মাংস প্রভৃতি, অপর লশুন, পলাণ্ডু, গাজর, শাল গম ইত্যাদি পিশাচ ভোগোপযোগ্য তামস আহার ইহা তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরদের ভোজনে প্রিয় হয়, সুতরাং বর্ত্তমান কালে ম্লেচ্ছ যবন দিগের আহার দৃষ্টে বিচক্ষণের উপলব্ধি হইতে পারিবে, যে কেতামস, তবে বৈদিক জাতি মধ্যেও কোন২ গুণবানেরা তাদৃ কম্লেচ্ছবৎ আহারে প্রবৃত্ত হইতেছে, তাহারদিগকেও শাস্ত্রসিদ্ধ তামস বলিতে হয়। স্বরূপ লক্ষণ বলিতে শাস্ত্র বক্তারা ত্রুটি করেন নাই, কেবল নর্ব্বোধ দিগের বুঝিবার ভূল এই মাত্র।

অথ সাত্ত্বিক যজ্ঞঃ।

অফলা কাংক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো যইজ্যতে। যষ্টব্যমেবেতিমনঃ সমাধায় সসাত্ত্বিক। গীতায়াং ১৭ অং।

ফলাভিসন্ধানে রহিত হইয়া বিধি দৃষ্ট যজ্ঞে যে জগদীশ্বরে র অর্চ্চনা করে অর্থাৎ বিনা কারণে কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া মনে

নিষ্পন্ন করিয়া সকল কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে। এবম্ভূত যজ্ঞকে সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

অথ রাজস যজ্ঞঃ।

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থ মপিচৈবযৎ। ইজ্যতে ভরত শ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধিরাজসং। গীতায়াং ১৭। অং।

ফলাভিসন্ধান যুক্ত অথবা দম্ভ ও অর্থ প্রয়োজনে যে ঈশ্বরের অর্চ্চনা করে তাহাকে রাজস যজ্ঞ বলে, যথা (স্বর্গার্থ মশ্বমেধং যজেতইতি) স্বর্গার্থ অশ্বমেধাদি যজ্ঞের প্রয়োজন হয়।

অথ তামস যজ্ঞঃ।

বিধিহীন মসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীন মদক্ষিণং। শ্রদ্ধা বিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে। গীতায়াং ১৭। অং

শাস্ত্রোক্ত বিধিবর্জ্জিত ও উৎসৃষ্ট দ্রব্যযুক্ত, মন্ত্র এবং দক্ষিণাহীন, শ্রদ্ধা রহিত, অর্থাৎ সর্ব্ব প্রকারে বিশ্বাস রহিত, এত দ্যজ্ঞকে তামস বলিয়া কহিয়াছেন।

অথ সাত্ত্বিক তপঃ।

তপস্যে সাত্ত্বিক রাজসিক তামসিক ত্রিবিধ প্রকারে প্রত্যেকে কায়িক বাচিক মানসিক ত্রিবিধ প্রকার হয়, অতএব আদৌ সাত্ত্বিক ত্রিবিধ [illegible] তপস্যা কহিতেছি। যথা।

[illegible] কায়িক [illegible]

দেবদ্বিজ গুরুপ্রাজ্ঞ পূজনং শৌচমার্জ্জবং। ব্রহ্মচর্য্য মহিংসাচ শারীরং তপউচ্যতে। গীতায়াং ১৭ অং।

দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ইত্যুপলক্ষণে শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু অতিথি পিতা মাতা প্রভৃতির এবং বেদবিৎ পণ্ডিতের যথা ভক্তি অর্চ্চনা, আর শাস্ত্রোক্ত শৌচাচার, কৌটিল্য শূন্য, ব্রহ্মচর্য্য, তদর্থে শুদ্ধাচার মদ্য মাংসামিষ অমেধ্য বর্জ্জন পুরঃসর হবিষ্যাদি আহার, ঋতুকাল ভিন্ন স্বদারেও গমন না করা, অহিংসা পদে সর্ব্বপ্রাণিবধ রহিত অপর পরপীড়াদায়ক কর্ম্মের পরিহার ইত্যাদিকে শারীর তপস্যা বলে।

অথ বাচিক তপঃ।

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ। স্বাধ্যায়াভ্যাসনঞ্চৈব বাঙ্ময়ং তপউচ্যতে। গীতায়াং। ১৭ অং।

সর্ব্বজীবের উদ্বেগ না জন্মে এমৎ প্রিয়বাক্য কথন অথচ অসত্য না হয়, বেদাধ্যয়ন ও অধ্যাপনা ইঁহাকেই বাচিক তপস্যা কহে।

অথ মানসিক তপঃ।

মনঃ প্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপোমানস উচ্যতে। গীতায়াং ১৭ অং।

সর্ব্বদা মনঃ প্রসন্ন ও সৌম্যত্ব, মৌনাবলম্বন, অর্থাৎ পুরোক্ত ভিন্ন বাক্যের অকথন, অন্তরেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, সর্ব্বতোভাবে চিত্ত শুদ্ধির নাম মানস তপস্যা, নচেৎ মুখেএক, মনে আর, হইলে মানস তপস্যা বলেনা। এতত্রয় তপস্যা সম্বলিত সাত্ত্বিক তপস্যা যথা।

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ। অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ
সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে। গীতায়াং ১৭ অঃ

পরমশ্রদ্ধা যুক্ত তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলে, তাহাও দ্বিবিধ একে ফলাকাঙ্ক্ষী অপর অফলাকাঙ্ক্ষী হয়, তাহাতে অফলাকাঙ্ক্ষী রূপে যে তপস্যা তাহাকেই যথার্থ সাত্ত্বিক তপস্যা বলে।

অথ রাজস তপঃ।

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ। ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং
রাজসং চলমধ্রুবং। গীতায়াং। ১৭ অঃ।

আপনার সৎকার জন্য অর্থাৎ সাধুরূপে জানাইবার নিমিত্ত এবং মান, ও সমাদর প্রাপ্ত্যর্থে দম্ভযুক্ত যে তপস্যা করে তাহাকে রাজস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। কিন্তু সেই তপস্যার ফল অনিশ্চিত এবং নশ্বর হয়।

ইহার পরিশেষ আগামী প্রকাশ করা যাইবেক।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্তা।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

[illegible] এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

CALCUTTA :—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৭ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ ভাদ্র শনিবার

অনাদিরাদির্ভগবান্ যুগানুসারে এক২ রূপ ধারণ করতঃ সত্যাদি যুগধর্ম্মের প্রথাকে প্রচলিতা করেন। অর্থাৎ সত্য যুগের বর্ণ শুক্ল, যেহেতু শুক্ল শব্দে নির্ম্মল, সুতরাং সত্যযুগ সন্ধিতে শুক্লরূপে হংসাবতার হইয়া মনুষ্য সকলকে বেদোদিত সত্যধর্ম্ম যাজন করান্। স্বভাবতঃ ত্রেতা যুগের বর্ণরক্ত, অর্থাৎ রজোগুণ বিশিষ্ট তাহাতে তদ্যুগ সন্ধিতে রক্তবর্ণ প্রশ্নি গর্ভাবতার রূপে যাগ যজ্ঞাদি রাজস ধর্ম্মের প্রচারক হয়েন। ত্রেতাবসানে দ্বাপরযুগ স্বভাবতঃ মিশ্রবর্ণ, অর্থাৎ

শিত কৃষ্ণ মিশ্র শ্যামবর্ণ, তাহাকেই অপীত বর্ণ বলিয়া শ্রীধর স্বামী ব্যাখ্যা করিয়াছেন, সুতরাং দ্বাপর যুগ সন্ধিতে মহারাজোপলক্ষণ শ্যামবর্ণ অবতার হইয়া ঈশ্বর সেবা পরিচর্য্যাদি ধর্ম্মকেই প্রাচুর্য্য রূপে প্রচলিত করেন, সুতরাং দ্বাপর যুগে তন্মন্ত্রোপাসক অর্থাৎ নবদূর্ব্বাদলশ্যাম রাম মন্ত্রোপাসনা প্রায়ই সকলে করিত, দ্বাপর যুগ পরিসমাপ্তি সময়ে অর্থাৎ প্রাপ্ত কলি যুগ সন্ধিতে কৃষ্ণাবতার, স্বভাবতঃ তমোবর্ণ কলিকে তামস বলে, এহেতু তদ্যুগানুসারে কৃষ্ণবর্ণ অবতার হইয়া, তৎকালে সেবাধর্ম্মানুগত নামসঙ্কীর্ত্তন প্রথাকে প্রচারিত করেন। এতন্নিমিত্ত কলিতে সর্ব্বচিত্তাপকর্ষক কামবীজে শ্রীকৃষ্ণ মন্ত্রই ফলদ, অর্থাৎ হটাৎ মনুষ্যের চিত্তকে উপাসন ধর্ম্মে আনয়ন করে, ফলিতার্থ যদ্যদ্যুগের যদ্বর্ণ তত্তদ্বর্ণ বিশিষ্ট অবতার হইয়া যুগ ধর্ম্মের সংস্থাপন করিয়াছেন, বর্ত্তমান কলিকালজ মনুষ্যেরা তমোগুণাকৃষ্ট চিত্ত প্রযুক্ত নিরন্তর মহা মোহান্ধকূপে ভ্রাম্যমান, সুতরাং শাস্ত্র দৃষ্টান্ত দ্বারা সত্যাদি যুগের অবস্থা প্রতি তাহারদিগের বিশ্বাস জন্মান সুকঠিন হয়, বহুকালান্তরীয় বিষয়ের কথা, কি, এক্ষণে আপন২ পিতা পিতামহাদির দৃষ্ট বিষয়কেই অবিশ্বাস করিতেছে, শুদ্ধ আপন২ নয়ন গোচর বিষয়েই কিঞ্চিৎ বিশ্বাস করে, তাহাতেও যদি অলৌকিক ব্যাপার হয়, তবে কোন মতে দৈব শঙ্কা না করিয়া নানা

প্রকার হেতুবাদ প্রসঙ্গে নিরর্থ কারণের যোজনা করিয়া থাকে, ইহা এক্ষণে প্রত্যক্ষ দেখাইতেছে, যে কোন ব্যক্তি যদ্যপি কোন স্থানে অলৌকিক দৈব কার্য্যের কোন প্রত্যক্ষ দেখে, এবং তাহা আত্মীয় স্বজন সন্নিধানে ব্যক্ত করে তবে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মূর্খ, বা প্রতারক, কি, মিথ্যাবাদী বলিতে অপেক্ষা করে না, এতৎ অবিশ্বাস কেবল হিন্দুজাতি ও হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দু শাস্ত্র প্রতি, নতুবা ম্লেচ্ছজাতি ও ম্লেচ্ছধর্ম্ম ও ম্লেচ্ছ শাস্ত্রকে অবিশ্বাস করেনা, বরঞ্চ তাহারা ম্লেচ্ছধর্ম্মের অলৌকিক কথা অশ্রুত অদৃষ্ট হইলেও তাহাকে প্রত্যক্ষবৎ অঙ্গীকার করিয়া থাকে, এমনই কালমাহাত্ম্য যে তমোমূর্ত্তি অসভ্যপ্রায় ম্লেচ্ছদিগের বাক্যই দৃঢ় বিশ্বাসযোগ্য হইয়াছে, আমরা মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি, যে ম্লেচ্ছজাতির তুল্য ধূর্ত্ত ও শঠ ও প্রতারক ধরণীতলে দৃষ্ট হয় না, বিচক্ষণেরা যদি আপন২ চিত্তে ম্লেচ্ছ ব্যবহারের বিচার করেন, তবেই ম্লেচ্ছগণের দোষগুণের সম্যক উপলব্ধি করিতে পারেন। এতদ্বিবেচনা সত্বেও যে অর্ব্বাচীনেরা ইংলণ্ডীয় অভিমতে আপন্ন হইতেছে, তাহাতে বিস্ময়াপন্ন হওয়া অতি অনুচিত, যেহেতু, আলোকমায়িত তামসকাল, কলিযুগ প্রবর্ত্তক শ্রীকৃষ্ণই বৈদিক জাতির প্রভাবকে লুপ্ত করিয়াছেন, বাস্তব ধর্ম্ম রক্ষার প্রতি রাজাই প্রধান কারণ হয়েন, সুতরাং অরাজক পৃথ্বী করণাশয়ে কলি সঙ্গিতে শ্রীকৃষ্ণাবতার হইয়া কুরুক্ষেত্র যুদ্ধোপলক্ষে সমস্ত ক্ষত্রিয় বীরের পরিক্ষয়

করেন, এবং যদুবংশীয়ও কোন বীরকে রক্ষা করেন নাই, তদ ভিপ্রায় এই যে বৈদিক জাতীয় মহাবলী ক্ষত্রিয় রাজারা বিদ্য মান থাকিলে, বেদোক্ত ধনুর্ব্বিদ্যা প্রচার থাকিবেক, তাহাতে অবৈদিক নিস্বাধ্যায় বষট্কার, বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত হীনবলী উর্ব্বাগ্নি যোধী অর্থাৎ তবক যোধী ম্লেচ্ছ যবনেরা রাজা হইয়া কদাপি ধরণী শাসন করিতে পারিত না, যেহেতু ধনুর্ব্বেদো দিষ্ট অস্ত্রতেজে কি দুর্ব্বল হীন মন্ত্র শস্ত্রী ও তবক অর্থাৎ বন্দুক ও কামান যুদ্ধে ম্লেচ্ছ যবনেরা ক্ষত্রিয় সম্মুখে সংগ্রাম কালে সুস্থির থাকিতে পারিত? । সুতরাং কলি প্রবর্ত্তের অস ম্ভাবনা বিধায় যুগ প্রবর্ত্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারত যুদ্ধে ক্ষত্রিয় বীরের সহিত ধনুর্ব্বিদ্যাকে এককালেই অন্তর্হিত করি য়াছেন, কেননা উত্তরোত্তর আর অবশিষ্ট ক্ষত্রিয়েরা হীনবল ব্যতীত বলিষ্ঠ হইতে না পারে, তদ্ধেতু কুরুপাণ্ডবীয় যুদ্ধে বীর মাত্রেরই পরিক্ষয় হয়, তদনন্তর পরীক্ষিতাদি যে কয়েক হীন ক্ষত্রিয় কলি প্রবৃত্তে রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তৎকালকে কলি সন্ধি ব্যতীত মুখ্যকাল কহা যায়না, যথার্থতঃ পাণ্ডবীয় বংশের অবসানেই কলি প্রবর্ত্ত হয়, তৎ সময়াবধি যবন ম্লেচ্ছাদি জাতির বল বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইয়াছে, বস্তুতঃ তামসকালে তামস ব্যতীত সাত্ত্বিক ব্যক্তির প্রভা মলিন অবশ্যই হইতে পারে, তাহাতে সাত্ত্বিক ব্যক্তি যতই চিৎকার করুন, কিন্তু কেহই তাহাতে পরিবেদনা করেন,

ইহা বর্ত্তমানকালে বৈদিক জাতির বলহীন ও ম্লেচ্ছ যবনা দিকে বলিষ্ঠ দেখিয়াই স্বরূপ উপলব্ধি হইতেছে. বেদবর্জ্জিত ম্লেচ্ছজাতীয়েরা ক্রমেং আপন বুদ্ধিবলে নানা দেশীয় শাস্ত্র সংগ্রহ করিয়া একং প্রকার ধর্ম্ম সংস্থাপন ও ধর্ম্ম শাস্ত্র রচনা করিয়া স্বদেশকে সভ্যগুণে অলঙ্কৃত করিয়াছে। তাহার প্রমাণ অনেকানেক ইংরাজী পুস্তক দৃষ্টে অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়া লিখিতেছি. হিন্দুস্থানের উপান্তে ম্লেচ্ছদেশ সংক্রান্ত (মিশ্রদেশ) যাহাকে (লৌকিক) দেশবলে, যবনেরা (মিশর) ইংলণ্ডীয়েরা (ইজিপ্ট) দেশ বলিয়া আখ্যাত করে, তদ্দেশে বাণিজ্য করিতে সমারম্ভ করিয়া তাবৎ ম্লেচ্ছ যবনেরা হিন্দু জাতীয় বিদ্যা সম্পদ সংগ্রহীত হয়, এবং হিন্দু জাতির নিকট সভ্য হইয়া বুদ্ধিমন্ত ম্লেচ্ছগণেরা স্বীয়ং কুৎসিতা বস্থার অন্তর করতঃ উত্তরোত্তর স্বীয়ং ভাষায় একং পুস্তক রচনা করিয়া যুক্তিসিদ্ধ মতে একং প্রকার ধর্ম্মস্থির করিয়া ঈশ্বরোপাসনায় প্রবর্ত্ত হয়, তদবধি সেই প্রথা ম্লেচ্ছাদি দেশে অদ্যাপিও বিস্তৃতা আছে. ইহা ইতঃপূর্ব্ব প্রাচীন ইংলণ্ডীয়েরা সর্ব্বথা মান্য করিত, বর্ত্তমান কালে দৌরাত্ম্য বশতঃ মিশ নরিগণেরা প্রাণান্তেও স্বীকার করিবেক না, যে হিন্দু আর্য্য জাতি, তদ্ধর্ম্মই সনাতনধর্ম্ম, বরং যে সকল প্রাচীন বিচক্ষণ ইংরাজেরা হিন্দুধর্ম্মকে মান্য করিয়াছিলেন, তাঁহারদিগকে মূর্খ অথবা উন্মত্ত কহিতে কিঞ্চিৎ কালাপেক্ষাও করেন না,

আপনারদিগের প্রভাব প্রাপ্তি কালকেই আদিকাল বলিয়া (অকত্র) অর্থাৎ আদমের উৎপত্তির কিয়ৎ পূর্ব্ব পৃথিবী সৃষ্টি বলিয়া (৬০০০) সহস্র বৎসর গণনা করেন, যাহা তজ্জা তীয় পণ্ডিতেরাই গ্রাহ্য করেন না. অর্থাৎ বাইবেল মতে সৃষ্টি প্রক্রিয়া সিদ্ধ তবে হয়, যদ্যপি বাইবেল পুস্তক ঈশ্বরা জ্ঞারূপে সুসিদ্ধ থাকে, বাইবেল পুস্তক যে প্রাকৃত মনুষ্যের রচিত তাহা আমরা আমুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি; যেহেতু (মারিষ) প্রভৃতি সাহেবেরদের কৃত পুস্তকাদিপ্রায়ে ব্যক্তী কৃত হইতেছে, অর্থাৎ জুজাতীয় ধর্ম্মবক্তা (মোজেস) যাহার রচিত বাইবেল পুস্তককে আধুনিক মিশনরিরা ঈশ্বরাজ্ঞারূপে গ্রহণ করিয়া থাকেন, কিন্তু অস্মদাদির যুক্তিতে (মোজেস) অতিপ্রতারক ছিলেন কদাপি ঈশ্বরের কৃপাপাত্র ছিলেন না, তাহার প্রমাণ এই যে. উক্ত (মোজেস) মিশর দেশে আসিয়া পাটুলী পুত্র নিবাসী ক্ষত্রিয় জাতির শিক্ষিত সন্ত্য গণের নিকট উপদেশ প্রাপ্তে বিদ্যা শিক্ষা করিয়া সভ্য হয়েন, সুতরাং সামান্য মনুষ্যের নিকট যাহার বিদ্যাশিক্ষা, তাহার রচিত পুস্তককে ঈশ্বরা জ্ঞারূপে গ্রহণ করা অসঙ্গত, ইহা মিশনরি বিচক্ষণেরা স্থিরচিত্তে বিচার করিলেই গম্য করিতে পারেন, যে (মোজেস) যদ্যপি ঈশ্বরানুকম্পিত হইতেন, বা, ঈশ্বর তাঁহাকে ধর্ম্মপুস্তক প্রকাশ করিতে অনুজ্ঞা দিতেন, তবে তিনি কদাপি প্রাকৃত মনুষ্যের নিকট বিদ্যা শিক্ষা

করিয়া সৃষ্টা হইতেন না, ঈশ্বরানুকম্পায় স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানবান হইতেন, বরং এ অনুমানও অযোগ্য নহে যে শুদ্ধ চাতুর্য্য প্রকাশে আপন মহিমার বিস্তৃতি করিয়া অরণ্যবাসী পিশাচ বৎ অসভ্যগণকে ভুলাইয়াছিল, অদ্যাপিও মূঢ় ব্যক্তিদিগের চিত্ত হইতে সে কুহক নিরস্ত হয় নাই, উপদেশ করি এই যে এরূপ প্রকারকের বাক্যকে ঈশ্বরাজ্ঞারূপে গ্রহণ করা কোন মতেই সঙ্গত হয় না, অস্মদাদির বেদ শাস্ত্র সকলের আদি, যথার্থ ঈশ্বরাজ্ঞারূপে সকলে গ্রহণ করিয়া থাকেন, সেই বেদ প্রকাশক ব্রহ্মা, কস্মিন্‌কালেও কাহার নিকট পাঠ শিক্ষা ছিলেন না, স্বয়ং পরমাত্মা তাঁহার চিত্তে স্বলক্ষণা বেদ স্মৃতি প্রদান করিয়াছিলেন, যথা শ্রুতিঃ। (যো ব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যস্মৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ ইতি) যে পরমাত্মা সৃষ্টির প্রথমে ব্রহ্মাকে উৎ করিয়া তাঁহার নির্ম্মল চিত্তে বেদ প্রদান করেন, তিনিই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম, তথাহি ভাগবতে, (তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে) যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ স্মৃতি প্রদান করেন তিনিই সত্য পরমেশ্বর তাঁহাকেই আমরা ধ্যান করি। এতন্নিমিত্ত বেদকে ঈশ্বরাজ্ঞা রূপে গ্রহণ করিতে কোন সংশয় জন্মে না, যদ্যপি যাবনিক ধর্ম্ম বক্তা মোজেশ্‌ প্রভৃতিরা বেদ প্রকাশবৎ বাইবেল প্রকাশক হইতেন, তবে আমরাই কোন বাইবেল ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অনিচ্ছুক হইতাম, মিশনরিগণেরা শুদ্ধ কলেবর বলে যৌজেসের

আপনাকে ঈশ্বরাজ্ঞা ও যিশুখ্রীষ্টকে পরমেশ্বর বলিয়া, যথার্থ ঈশ্বরাজ্ঞা বেদকে অগ্রাহ্য করেন, এবং স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ হরি হরাদিকে নিরীশ্বর বলেন, তাহাকে তাদৃক তামস ব্যক্তি রাই অজ্ঞানবান হইবে, যাহারা নিতান্ত অন্ধকূপে ভ্রাম্যমাণ আছে, অন্যমপি, বেদাদি শাস্ত্রোক্ত বিশ্বোৎপত্তি প্রস্তাবে কল্প গণনায় বহু সংখ্যক বৎসর হয়, তাহায় প্রতি সংশয়, এবং ঈশ্বরীয় অলৌকিক প্রভাব প্রতি নিরার্থ হেতুবাদের যোজনা করেন, অপর সপ্তদ্বীপাধরণীয় কিঞ্চিৎ তাহাকে ধরণী বলিয়া সম্যক ভাগে পরিণতা বৃহতী পৃথিবীর পরিমাণ বিষয়ে ম্লেচ্ছ যবনেরা যে অসম্ভব বোধে হিন্দু শাস্ত্রকে মিথ্যা কহিয়া থাকেন, তদর্থে এক লৌকিক আখ্যায়িকা লিখিবার প্রয়োজন হইল, যেহেতু মূঢ ব্যক্তিদিগের স্বতঃস্বভাব এই যে, আপনার দিগের অদৃষ্ট পদার্থ যদিও যথার্থ হয় তথাপি অবিশ্বাস করে এবং আত্মবলের অনুসারে অর্থাৎ আপনারদিগের দুর্ব্বলতার প্রমাণে পূর্ব্বং মহাং বীরদিগের অসাধারণ ক্ষমতার প্রতীতি করেনা, সে কিরূপ, যেমন সমুদ্রচর এক বৃহৎ কূর্ম্ম কদাচিৎ ধরণী তলে, অটমান হইয়া অরণ্যস্থ এক কূপ সন্নিকটে উপস্থিত, হইয়াছে তত্রস্থ এক ক্ষুদ্র ভেক ঐ প্রকাণ্ড শরীর ধারী কূর্ম্মকে দেখিয়া [illegible] হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, হে কূর্ম্ম, [illegible] তোমার কোথায় অবস্থান, কূর্ম্ম উত্তর করিল, [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

করি, পুনর্ম্মণ্ডুক প্রশ্ন, সমুদ্র শরীরের পরিমাণ কি? উত্তর, সমুদ্রের বিস্তৃতির সীমা নাই, ভেক প্রশ্ন, এই কূপের সদৃশ হইবে কি না, কূর্ম্ম উত্তর করিল, যে আমার এতাদৃশ শরীর কি কূপবৎ আধারে সম্মিত হইতে পারে? অতএব সকল জলাধার আকার সমুদ্র নিকটে তুচ্ছ হয়, এতচ্ছ্রবণে ঐ ভেক কদাপি সমুদ্র দর্শন করে নাই, সুতরাং সংশয়াপন্ন হইয়া আত্ম শক্ত্যনুসারে লম্ফ দ্বারা কিঞ্চিৎ ভূমি ভাগের অতিক্রম করিয়া কহিল যে সমুদ্র কি এতাদৃক বড় হইবে, তখন কূর্ম্ম হাস্যাপন্ন হইয়া কহিল যে তুমি কি উন্মত্ত, আমার এতাদৃশ শরীর দেখিয়াও কি সমুদ্রের পরিমাণ বুঝিতে পার নাই তৎ শ্রবণে ঐ মণ্ডুক পুনর্ব্বার লম্ফ দ্বারা আরও কিঞ্চিৎ ভূমিদেশ অতি ক্রম করতঃ কহিল যে সমুদ্র কি এতদ্রূপ বড় হইতে পারে, কূর্ম্ম বিরক্ত হইয়া কহে যে তোমার সহিত বৃথা বাক্য প্রয়োগে কালক্ষেপ করা যুক্ত হয় না, তাহাতে ভেক পুনর্ব্বার তাদৃক লম্ফ দিয়া কহিল যে ইহা হইতেও কি সমুদ্র আরও বড় হইবে, কূর্ম্ম পুনঃ২ অস্বীকার করাতে কূর্ম্মকে ব্যঙ্গ করিয়া কহে যে তুমি অসভ্য মিথ্যাবাদী অপরিমিত ভাষী যেহেতু আমি যে পরিমাণে সমুদ্র কহিলাম তাহা হইতে পরিসর জলাশয় কুত্রাপি দৃষ্ট নহে, শুদ্ধ মিথ্যা বর্ণনা দ্বারা তুমিই সমুদ্রকে অতি বৃহৎ রূপে জানাইতেছ অতএব ভবদ্বিধ মিথ্যা বাদীর বাক্যকে অস্মদ্বিধ বিচক্ষণেরা কদাপি বিশ্বাস করি

বেক না। ইদানীং বিদ্যমান কলিকালে নব রাজ্যকে আক্রমণ করিয়া ম্লেচ্ছজাতিয়েরা তদ্রূপ ধরা মণ্ডল পরিমাণে দূরদর্শী ঋষিগণের বাক্যকে মিথ্যাত্বে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। যে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত পৃথিবীর পরিমাণকে অতিবৃহৎ রূপে বর্ণন করিয়াছে, সে সকল বর্ণনা মিথ্যা যেহেতু আমারদিগের (কুক সাহেব) এক নৌকাতে আরোহণ করতঃ পরিবেষ্টন করিয়া (২৫০০০) সহস্র মাইল পরীধি পৃথিবীর পরিমাণ করিয়াছেন, এতদুক্তি প্রতি ভেক কুর্ম্মোক্ত যুক্তি যুক্ত হয় কি না, তাহা পণ্ডিতেরাই বিচার করিবেন।

গতবারের শেষ।

অথ তামসতপঃ।

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনোয়ৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ। পরস্যোৎ সাদনার্থম্বা তত্তামস মুদাহৃতং। গীতায়াং। ১৭। অং।

মোহরূপ গ্রাহগ্রস্ত ব্যক্তি পর পীড়ার্থে, এবং পরের উৎসাদনার্থে অর্থাৎ আত্ম সুখাভিলাষে পরানিষ্ট সম্পাদনার্থ যে তপস্যা করে, তাহাকে তামস তপস্যা বলিয়া বিদ্বানেরা উক্ত করিয়াছেন।

পুরাবৃত্তানুসন্ধায়িরা ইহার ভূরি২ দৃষ্টান্তও দিয়াছেন, যথা, রাক্ষসাধিপতি রাবণ কুম্ভকর্ণ মালি সুমালী, দৈত্যাধিপতি, হিরণ্যাক্ষ হিরণ্যকশিপু, ও শুম্ভ নিশুম্ভ, নরাধিপতি, বাণ ভৌম

শাল্ব করূষ, শিশুপাল, জয়দ্রথ, জরাসন্ধ কংস প্রভৃতিরা পরজি গীষায় যে তপস্যা করিয়াছিল, তাহাতে তাহারদিগকে তামস বলিয়া পুরাণে পরিগ্রহণ করিয়াছেন, অধুনা ম্লেচ্ছজাতীয় মিসনরিগণেরাও তদ্রূপ পরজিগীষায়, অর্থাৎ কুমারিকা খণ্ডান্তঃপাতি ব্রহ্মাবর্ত্ত ও আর্য্যাবর্ত্তাদি নিবাসী ধার্ম্মিক বৈ দিক জাতিদিগের প্রতি স্পর্দ্ধা করতঃ কল্পিত ক্রাইষ্ট ধর্ম্ম প্রচারার্থ অকৃতজ্ঞ বালকগণকে আত্মসাৎ করিয়া তাহার দিগের মাতা পিতাকে অপার শোকসাগরে পরিক্ষেপ করি তেছে, সুতরাং তাহারদিগের ক্রিয়াকে শুদ্ধ তামস বলিতে হয়, ইহা অনুভব করিলেই সুবিচক্ষণেরা কোন উপলব্ধি করিতে না পারিবেন, যেহেতু মাতা পিতার প্রতি প্রেম ও ভক্তি নৈরাস করিয়া তৎকৃতজ্ঞতার অস্বীকার যাহারা করে, তাহারদিগের ধর্ম্ম যে তামস ইহা কে না কহিবে।

অথ সাত্ত্বিক দানং।

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে। দেশে কালেচ পাত্রেচ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতং॥ গীতায়াং। ১৭ অং।

দাতব্য বিষয় যাহা অবশ্য দান করিবে, তাহাতে উপকারি অনুপকারির বিচার করিবেক না, মহাধর্ম্ম জ্ঞানে দানের ফলাভিসন্ধি ত্যাগে অর্থাৎ সত্ত্বা রহিত হইয়া অনুপকারিকেও দিবেক, কিন্তু শাস্ত্রোক্ত বিধিপূর্ব্বক দেশে অর্থাৎ পুণ্যতীর্থাদি স্থানে, এবং কালে অর্থাৎ পুণ্যতিথি বার নক্ষত্রাদিতে, পাত্রে

অর্থাৎ বেদবিৎ বিপ্রবংশান্বয়ে, যে দান, তাহাকে সাত্বিক দান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

অথ রাজস দানং।

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ। দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতং॥

ইহ প্রত্যুপকারার্থ যে দান, অথবা পারত্রিকে ফল প্রাপ্ত্যর্থে অর্থাৎ দান জন্য জন্মান্তরে ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইব ইত্যভিপ্রায়ে, কিম্বা অনুরোধে আবদ্ধ হইয়া ক্লেশিত চিত্তে যে দান করে তাহাকে রাজস বলিয়া জানিহ।

অদ্য বাসরীয় সমাপ্তাঃ।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA :—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৮ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩১ ভাদ্র মঙ্গলবার

হিন্দুস্থানের ধর্ম্মই যে সর্ব্বদেশে ব্যাপ্ত হইয়াছে তন্নিদর্শনার্থ ডাক্তর (উইলসন) সাহেব স্বকৃত বিষ্ণুপুরাণের ভূমিকায় প্রমাণ দর্শাইয়াছেন, অর্থাৎ অনুবাদিত ইংরাজী পুস্তকের ভূমিকার (৮।৯) পৃষ্ঠায় বিস্তারিত করিয়া লিখিয়াছেন, যে গ্রীক, ও রুমাদি ম্লেচ্ছ দেশে ধর্ম্মবিষয়ক যে প্রথা এক্ষণে প্রচলিতা আছে, তাহা সমুদয়ই হিন্দুস্থান হইতে সংগ্রহ হইয়াছে, তাহার প্রমাণ এই যে খ্রিস্তখ্রীষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বাবধি হিন্দুস্থানের

বাণিজ্যার্থ মিশর দেশে (আলেকজণ্ডর) কর্ত্তৃক এক নগর স্থাপিত হয়, তথাহইতে নানাবিধ দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় হইত এবং ম্লেচ্ছ দেশীয়েরা হিন্দুস্থানীয় ধর্ম্ম ও ধর্ম্মশাস্ত্র ও উক্ত স্থান হইতে শিক্ষা করিয়া আপনং দেশে প্রকাশ করিয়াছে, বিশেষতঃ গ্রীক দেশীয় (এমনিয়স্) নামা ব্যক্তি ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও ঈশ্বরোপাসনার্থ জ্ঞানশাস্ত্র এবং যোগশাস্ত্র, যাহাতে ঈশ্বরোদ্দেশে কর্ম্ম করতঃ এককালে ইন্দ্রিয়গণকে জয় করা যায় ইত্যাদি ধর্ম্মানুষ্ঠান হিন্দুস্থানহইতে শিক্ষা করিয়া প্রকাশ করেন, এবং তত্তদনুষ্ঠান প্রাচুর্য্যরূপে দেশময় ব্যাপ্ত করণার্থে বহু সংখ্যক শিষ্যও করেন, তাহাতে (ইপিফেনিয়স ও ইউসিবিয়স্) নামা ব্যক্তি দ্বয় উক্ত এমনিয়সের শিষ্য (সিডিএনসকে) কহিয়াছিলেন, যে এই ঐন্দ্রজালিক বিদ্যা ও জ্ঞানশাস্ত্র এবং যোগ শাস্ত্রাদি আপন বুদ্ধি বলে প্রকাশ করিয়াছি যে তুমি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কহিয়া থাক তাহাতে তোমাকে ধর্ম্ম শাস্ত্র তস্কর কহিতে কোন ক্ষোভ হয় না, যেহেতু এদেশে এসকল প্রথা কোনকালে নাই সুতরাং তোমার বাক্যে অবিচক্ষণেরাই বিশ্বাস করিবে, কিন্তু দূরদর্শী বিচক্ষণেরা জানেন যে এসকল বিষয় অতি প্রাচীন চিরকাল হিন্দুস্থানে [illegible] রূপে প্রচলিত আছে, সেই হিন্দুস্থান হইতে কোন মহাত্মার নিকট শিক্ষা করিয়া অস্মদাদির দেশে নূতন সংজ্ঞায় বিখ্যাত করিতেছ, কেননা তোমারদিগের আচার্য্য (এমনিয়স্) যোগাভ্যাসাদির

অনুষ্ঠান শিক্ষা করাইবারকালে আপনিই শিষ্য সমিক্ষে যোগানুষ্ঠানের অনেক প্রশংসা করিয়া কহিয়াছেন, যে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ করতঃ এই যোগাভ্যাস করিলে প্রায় মনুষ্য মাত্রকে ইহ জন্মেই একপ্রকার মুক্ত বলাযায়, দেহাবসানে সে মুক্ত হইবে তাহাতে সন্দেহ কি? এতদুপাসনাকাণ্ড ম্লেচ্ছাদি কোন দেশে প্রচারিত নহে, কেবল হিন্দুস্থানের স্বতঃ সিদ্ধ হয়, ইহা সংপ্রতি ডাক্তর উইলসন সাহেবও আ মুক্ত কণ্ঠে কহিয়া পুস্তকের ভূমিকায় লিখিয়াছেন।

অপর বাইবেলাদি পুস্তকে যে পরমেশ্বরের বিশেষ স্তুতি পাঠ নাই তাহার প্রমাণ করণার্থ উক্ত সাহেব আরও লিখি আছেন, যে ক্রাইষ্টের জন্মের পর (৪০০) শত বৎসরান্তর (সাইনিসিয়স্) নামে কোন এক বিশপ অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ পাদরি পরমেশ্বরের যে স্তব করিয়াছিলেন সেই স্তব বিষ্ণুপুরাণোক্ত ভগবানের স্তবের অবিকল অনুবাদ হয়, তাহা জানাইবার নিমিত্ত (এনকুইটিল ডিউপেরণ নামে) এক ব্যক্তি ফ্রান্সিস উপনিষদ অনুবাদ করিয়া পরমেশ্বরের মহিমা বর্ণ নার্থ স্বীয় ভাষায় এক পুস্তক করেন, তদ্ভূমিকায় উপরোক্ত পাদরি (সাইনিসিয়স্) কৃত ইংলণ্ডীয় ভাষায় ঈশ্বর স্তব, এবং বিষ্ণুপুরাণীয় ভগবানের স্তব এতদুভয়ের অনুবাদ করি য়া এক স্থানে রাখিয়া সর্ব্বসাধারণকে দেখাইয়াছেন, যে উক্ত পাদরি সাহেব আপন সাধুতা জানাইতে যে স্তব করেন, সে স্তব বিষ্ণুপুরাণের অনুবাদ কদাপি তাঁহার স্বকৃত নহে।

অতএব আমরা এক্ষণকার প্রধানং পাদরি মহাশয়দিগ কে জানাইতেছি যে বাইবেল পুস্তকে পরমেশ্বরের পরিতুষ্ট্যর্থে বিশেষ কোন স্তব নাই স্পষ্ট বোধ হইতেছে, তাহা হইলে উক্ত পাদরি সাহেব কদাপি বিষ্ণুপুরাণোক্ত স্তবের অনুবাদ করিতেন না. ইহা প্রাচীনং ইউরোপীয়ানেরাও স্বীকার করিয়াছেন, যে অস্মদাদির ধর্ম্মকর্ম্ম ও ঈশ্বরানুস্মরণের প্রথা এক্ষণকার মত পূর্ব্বে ছিলনা, কেবল এতদ্দেশ হইতে হিন্দুস্থানীয় জনগণের নিকট শিক্ষা করিয়া ক্রমে মেচ্ছ দেশীয় লোকেরা সভ্য হইয়া ঈশ্বরারাধনার নিয়ম দেশময় ব্যাপ্ত করিয়াছে, ইদানীং সেই সকল প্রাচীন ইংরাজের বাক্যকে প্রামাণ্যেও আধুনিক মিশনরিগণেরা স্বীকার করেন না, স্বীকার করা থাকুক বরং অম্লান মুখে তাহারদিগকে মূর্খ, অন্ধ বা পাগল, কহিতে কোন সঙ্কোচ করেন না, ইহাঁরা দলবদ্ধ করিয়া এক প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, যে হিন্দুধর্ম্মকে যে প্রশংসা করিবে তাহাকেই আমরা অসভ্য কহিব আমারদিগের মতে মত দিয়া ক্রাইষ্ট ধর্ম্ম প্রধান যে কহিবে, তাহাকেই পৃথিবী তলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সভাক্রমে ঘোষণা করিব, এরূপ কূট মন্ত্রণা যাহারদিগের চিত্তে সতত ভাসমানা, তাহারদিগের সহিত বিচার সঙ্গত কদাচ হইতে পারে না। বিশেষতঃ কূটধর্ম্মীগণেরা এই মন্ত্রণা স্থির করিয়াছেন, যে সত্যা সত্যের বিচারের আবশ্যক নাই বুদ্ধিমত একং প্রকার পুস্তক করিয়া

বিক্রয়ং করে, যাহাতে আপনারদিগের মত রক্ষা হয়, এবং বাইবেল ভিন্নান্য সর্ব্বশাস্ত্রের দোষ প্রদর্শন থাকে, পরে সেই সকল পুস্তক বালকগণকে শিক্ষা করাইলে, কালে প্রচলিত হইয়া যথার্থ রূপে প্রতিষ্ঠা পাইবে, কারণ, এক বিষয়ের উত্থাপন থাকিলেই তাহার কিয়ৎকালে যদি আন্দোলন হয়, তবে সকলে অগ্রাহ্য করেনা কেহ২ তন্মত গ্রহণ অবশ্যই করিতে পারে, সুতরাং তাহাতে দলবদ্ধ হইবার কোন অপেক্ষা থাকিবেক না, বহুকালান্তরে সেই অসত্য বিষয় কেও সত্য বলিয়া জানিতে পারে, এইক্ষণে সেই মন্ত্রণা তাহারদিগের সকল হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

গত প্রকাশিতের শেষঃ।

অথ তামস দানং।

অদেশকালে যদ্দান মপাত্রেভ্যশ্চদীয়তে। অসংস্কৃত মবজ্ঞাতং তত্তামস মুদাহৃতং॥ গীতায়াং। ১৭ অং।

অদেশ শব্দে পুণ্যতীর্থাদি ব্যতিরিক্ত অপকৃষ্ট স্থানে, অকালে অর্থাৎ পুণ্যতিথি নক্ষত্র বারাদির অপেক্ষা না করিয়া যে কোন সময়ে কুৎসিতপাত্রে অর্থাৎ বেদবিৎ ব্রাহ্মণের উপেক্ষা করিয়া ভিন্ন২ [illegible] ব্যক্তিবারকে ধনপ্রদান করে, এবং অসৎকৃত অর্থাৎ [illegible] [illegible] উপায়[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] যে দান, তাহাকে তামস বলিয়া [illegible] [illegible]।

এরূপে তামস দান, তামসীক্রিয়া তামস তপস্যা, তামস যজ্ঞ তামসী বুদ্ধি, তামস স্বভাব, তামসাহারীই প্রায় অনেক হইয়াছে, পূর্ব্বে তামস স্বভাবাপন্ন ব্যক্তি এদেশে কদাচিৎ ছিল কিন্তু ইদানীং তম সাত্বিক রাজসের বিরল হইয়া তামসেরই প্রাচুর্য্য দেখা যাইতেছে, তাহার কারণ শুদ্ধ ম্লেচ্ছ সংসর্গ অর্থাৎ মায়া মোহাশ্রিত ম্লেচ্ছ জাতীয়েরা স্বভাবতঃ তম গুণ, কেননা তামসকাল কলি প্রবর্ত্তক ম্লেচ্ছ, আদৌ আরম্ভ কালেই কলি ম্লেচ্ছরূপে বৃষরূপ ধর্ম্মের আঘাত করিয়াছিল, সুতরাং সংসর্গ দোষে মহাগুণেরও পরিভ্রংশন হয়, দেখুন নির্ম্মল স্বচ্ছ পদার্থ স্ফাটিক, কিন্তু রক্ত কিমস্যাদি বর্ণ সংসর্গ থাকিলে তাৎকালিক তত্তৎবর্ণে প্রকাশিত হয়, কোনমতে তৎস্বচ্ছতা থাকেনা, অতএব এতদ্দেশের লোকেরা সাত্বিক হইয়াও ম্লেচ্ছ সংসর্গে তামসভাবাপন্ন হইতেছে, যাঁহারা ম্লেচ্ছ ব্যবহার না করেন তাঁহারাও সংসর্গ দোষে জনশ্রুতিবশে ম্লেচ্ছব্যবহারী হইয়াছেন, অর্থাৎ কাচ সংসর্গে মহামণির ও কাচাপবাদ ঘোষণা হয়, যথা হিতোপদেশ।

ন স্থাতব্যং নগন্তব্যং ক্ষণমপ্য সতাসহ। পয়োপি শৌণ্ডিকীহস্তে বারুণীত্যভিধীয়তে॥

[illegible] সহিত [illegible] গমন করিবেক না, যেহেতু [illegible] হয়, [illegible] থাকে, তথাপি তাহাকে কেহই দুগ্ধ বলেনা, বরং [illegible]

বলিয়াই বিশ্বাস করে, অপর বদবদোষ বদবদ্ব্যক্তিতে সম্ভাবনা নাথাকে কিন্তু সংসর্গ গুণে তত্তদ্ব্যক্তিতেও তত্তদ্দোষের সম্ভব পতিত হয়, অতএব স্বস্বভাবী সংসর্গ করাই বিচক্ষণদিগের কর্ত্তব্য নচেৎ ধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারেনা।

ত্রিগুণাত্মক বিশ্বে, সত্বরজস্তম, এতৎ ত্রিবিধ প্রকার ভূত, ও ভূতকার্য্যাদির সংস্থিতি হইয়াছে, যথা।

> ওঁতৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণ স্ত্রিবিধঃস্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃপুরা॥ গীতায়াং ১৭ অঃ॥

একস্বরূপ, প্রণব, ও তৎ এবং সৎ এতৎ ত্রিবিধ প্রকার হয়েন, পূর্ব্ব ব্রহ্মর্ষিরা তৎ সৎ কে ব্রহ্মনির্দ্দেশ করিয়া বেদ বিহিত যজ্ঞাদি ক্রিয়ার বিধান করিয়াছেন, তথাহি।

> তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদান তপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনঃ॥ গীতায়াং॥ ১৭॥

প্রণব স্বরূপে ব্রহ্মকে জানিয়া বেদবিৎ ঋষিগণেরা বিধানোক্ত অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞদান তপস্যা এবং ক্রিয়া অর্থাৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ ব্রতোপবাস দেবদেবীর অর্চনাদি ক্রিয়াতে সতত প্রবর্ত্ত হইয়াছেন, ইহাতে বেদান্ত মতে জ্ঞানির পক্ষে যে কর্ম্মকাণ্ড নিষ্প্রয়োজনীয় এমৎ নহে, বরং ঈশ্বর প্রাপ্ত্যর্থে জ্ঞানিরা ও দৃঢ়রূপে কর্ম্মসংপাদন করিবেন, নচেৎ অবৈদিক পদের বাচ্য হয়েন, যথা।

> তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। দানক্রিয়াশ্চবিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ॥ গীতায়াং॥ ১৭॥

তৎ শব্দার্থে যজ্ঞদান তপস্যা এবং বিবিধা ক্রিয়া, তৎফলের অভিসন্ধিরহিত হইয়া মোক্ষকাংক্ষী অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানীরা কর্ম্ম সমাচরণ করিবেন, ইহাকেই সাত্ত্বিক বলে, অপর সৎ শব্দের ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন।

সদ্ভাবে সাধুভাবেচ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ গীতায়াং ॥১৭॥

সাধুভাবাপন্ন ব্যক্তিতে এবং নিষ্কামকর্ম্মে, সংশব্দ প্রয়োগ হয়, অপর, হে অর্জ্জুন, সকাম প্রশস্ত কর্ম্মে ও সৎশব্দ যুক্ত হয়. সুতরাং প্রণব পূর্ব্বক তৎসৎশব্দার্থে সকাম নিষ্কাম উভয়মতই স্থির করেন একণে বৈদান্তিকেরা যে কর্ম্মকে স্পর্শ করিতে বিরক্ত হন, সেকেবল বিদ্বেষী বেদান্তির মত।

যজ্ঞেতপসিদানেচ স্থিতিঃ সদিতিচোচ্যতে। কর্ম্মচৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে॥ গীতায়াং॥ ১৭॥

যজ্ঞে, এবং তপস্যাতে, ও দানে ও বিবিধা ক্রিয়াতে সৎ শব্দেরস্থিতি, এবং তদর্থীয় অর্থাৎ তদুপাসনার্থ ক্রিয়া মাত্র কেই সৎশব্দ বাচ্যে উক্ত করিয়াছেন, সুতরাং প্রণব এবং তৎ সৎ এতত্রয় শব্দে পরিপূর্ণব্রহ্ম ইহার একের পরিত্যাগ করিলে অদ্বৈত ব্রহ্ম প্রতিপাদক (একমেবাদ্বিতীয়ং) ইতি শ্রুত্যনুসারে ব্রহ্মোপাসনা সুসিদ্ধ হয় না, অপিচ (তত্ত্বমসি) মহাবাক্যার্থে ও সংপূর্ণ দোষ আপত্তি হয়, অতএব, শ্রুতিস্মৃত্যুক্ত তাবৎকর্ম্মের পরিগ্রহপূর্ব্বক বেদোক্ত পরব্রহ্মোপাসনার

নিযুক্ত হয়, সেই জ্ঞানী, সেই বৈদান্তিক, সেই ব্রহ্ম নিষ্ঠ গ্রহস্থ, নচেৎ ভাক্ত বস্তুজ্ঞানিরূপে বৈধর্ম্মী পদের বাচ্য হয়।

এতদ্ভগবদুক্তি প্রতি অর্জ্জুন মহাশয়ের চিত্তে কিঞ্চিৎ সংশয় জন্মিয়াছিল, যে সন্ন্যাস ও ত্যাগ কিরূপে সংস্থা হয়, যে হেতু পূর্ব্বে ভগবান কর্ম্ম ও সন্ন্যাস উভয় যোগই দৃঢ়রূপে কহিয়াছেন, তন্নিমিত্ত পুনঃ প্রশ্ন করেন, যথা

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামিবেদিতুং। ত্যাগস্যচ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশি নিসূদন ॥ গীতায়াং ॥ ১৮ ॥

অর্জ্জুন ভগবানকে প্রশ্ন করেন, হে কেশিনিসূদন শ্রীকৃষ্ণ, তুমি সকল ইন্দ্রিয়ের ঈশ্বর আত্মাস্বরূপ, আমার চিত্তস্থসন্দেহ নিরাস করিয়া সন্ন্যাস এবং ত্যাগের তত্ত্ব পৃথক করিয়া কহ, অর্থাৎ সন্ন্যাস ও ত্যাগ কাহাকে কহাযায়, অস্মন্মতে সংশয় এই যে, সন্ন্যাসপক্ষে সম্যক কর্ম্মন্যাস, ত্যাগার্থে সমস্ত শুভাশুভ কর্ম্মের এককালে পরিত্যাগ করণ, তদর্থে ভগবান কহিয়াছেন, যথা।

ভগবান উবাচ ॥ কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়োবিদুঃ। সর্ব্বকর্ম্ম ফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ গীতায়াং। ১৮ ॥

কাম্যকর্ম্ম অর্থাৎ সকামকর্ম্মের এককালীন ন্যাসকরারনাম সন্ন্যাস, ইহা পণ্ডিতেরাই জানেন। আর সুবিচক্ষণ যাহারা সকল কর্ম্মের ফল ত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন নচেৎ জ্ঞানীর পক্ষে কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে, এককালেই সম্যক কর্ম্ম

ত্যাগ করিবেক এবং অনুশাসন শাস্ত্রে নাই। কিন্তু এতদ্বিষয়ে অনেকানেক পণ্ডিতেরাও বিচার করিয়াছেন, যথা।

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ। যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে॥ গীতায়াং ১৮॥

কোনং জ্ঞানী কর্মানুষ্ঠানকে দোষবৎ পরিত্যাগ করিতে কহিয়াছেন, অপর জ্ঞানীরা এমৎ কহেন যে কর্মাদি জ্ঞানী দিগের কোনমতে ত্যাজ্য নহে, (নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরত সত্তম) অতএব হে ভরতবংশ প্রসূত পুরুষ শ্রেষ্ঠ, আমার নিকট তাহার নিশ্চয় শ্রবণ করহ, ত্যাগভেদে ত্যাগ এবং ন্যাসাদিও ত্রিবিধ প্রকার হয়, যথা (ত্যাগোহি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ) ত্যাগও ত্রিবিধ মত হয়।

যজ্ঞদানতপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাং॥ গীতায়াং ১৮॥

যজ্ঞাদি তপস্যা এবং [illegible] কর্ম্ম [illegible] সন্ধ্যাবন্দনা ব্রতোপবাস নিত্যকর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য কোনমতে ত্যাজ্য নহে, যেহেতু এই সকল কর্ম্ম মনীষীদিগের অর্থাৎ জ্ঞানী দিগের পবিত্রের কারণ হয়, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ত্যাগ করিয়া যজ্ঞাদিকর্ম্ম [illegible]

সোপানে আরোহণ করিতে পারেনা, কিন্তু, ত্যাগকর্ম্মও ত্রিবিধ যথা।

অথ তামস ত্যাগ।

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে। মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

অজ্ঞানাধীন সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করা প্রতিপন্ন হয় না, যেহেতু বিনা কর্ম্মে দেহযাত্রা নিষ্পন্ন করিতে পারেনা, সুতরাং শুভাশুভ যে কোন কর্ম্ম হউক তাহার একের পরিগ্রহ অবশ্যই করিতে হয়, অতএব কর্ম্ম সন্ন্যাস শব্দে একেবারে কর্ম্মত্যাগ বলিয়া মূঢ়তা প্রযুক্ত যেব্যক্তি কর্ম্ম ত্যাগ করে সেই সন্ন্যাসকে এবং ত্যাগকে তামসত্যাগ ও তামস সন্ন্যাস বলিয়া পরিকীর্ত্তন করেন।

অথ রাজস ত্যাগ।

দুঃখমিত্যেব যৎকর্ম্ম কায়ক্লেশ ভয়াত্ত্যজেৎ। স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ॥ গীতায়াং ১৮। অং ৫

শাস্ত্রোদিত নিয়মিত কর্ম্মানুষ্ঠানে স্বভাবতই দুঃখ হয়, যেহেতু ইন্দ্রিয় সকলকে বলদ্বারা শাসন করিবে, সুতরাং তন্নিমিত্ত শরীর ক্লেশ এবং মানস দুঃখ জন্মে, সেইভয়ে অথবা ব্যয়ভয়ে যেব্যক্তি কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সেই ত্যাগকে পণ্ডিতেরা রাজস ত্যাগ কহিয়াছেন, তাহাতে ত্যাগের ফল অর্থাৎ সন্ন্যাসের ফল যে মোক্ষ, তাহা কোনমতেই প্রাপ্ত হইতে পারে না।

অথ সাত্ত্বিক ত্যাগ।

বিধি দৃষ্টৈব যৎকর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন। সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব সত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ গীতাসাং ২৮ অং।

ঈশ্বরনির্ম্মিতত্ব প্রযুক্ত অপৌরুষেয় বেদবাক্যে উক্ত হই যাছে যেকর্ম্মকাণ্ড, তাহা অবশ্য করণীয়রূপে অঙ্গীকার করত, সর্ব্বফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া যেব্যক্তি নিয়ত কর্ম্ম করে, অর্থাৎ কর্ম্মের কর্ত্তব্যতাসিদ্ধে ফলের পরিত্যাগ করে, তাহাকে সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া খ্যাত করিয়াছেন।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল এতদ্বৎসরচতুষ্টয়ের সিদ্ধান্তরক্ষিকা পত্রের ৪ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যাবধিয় সংখ্যা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিত হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বহির্গত হয়।

CALCUTTA:—Printed at the Sumachar Chundrika Press.

অথ রাজস জ্ঞানং।

পৃথকত্বেনও যজ্জ্ঞানং নানাভাবান পৃথক বিধান। বেত্তি সর্ব্বেষু
ভূতেষু তদ্রাজসমিতিস্মৃতং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

পৃথক২ বস্তুকে পৃথক২ ভাবে জানে, এক আত্মা যে পৃথক২ রূপ হইয়াছেন, ইহা বুদ্ধি প্রত্যয় করে না, সেই জ্ঞানকে রাজস বলিয়া জানিক। ইহাতে যে ঈশ্বরকে অমান্য করে এমত নহে অর্থাৎ ঈশ্বর সৃষ্ট বস্তুর পৃথক২ ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতাকে মান্য করিয়া বস্তুর সমাদর করে।

অথ তামস জ্ঞানং।

যৎ কৃৎস্নবদেকস্মিন কার্য্যে সক্তমহৈতুকং। অতত্ত্বার্থ বদল্পঞ্চ
তত্তামসমুদাহৃতং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

সমুদয় জগৎকে এক এবং ঈশ্বরকে সকলের কারণ বলে, কিন্তু মনে তাহা প্রত্যয় করে না, এবং অহৈতুক শব্দে কারণ শূন্য অর্থাৎ শাস্ত্রাতিরিক্ত কার্য্যে আসক্ত হয়, অতত্ত্বার্থযুক্ত অল্পকার্য্যকে যথার্থ তত্ত্ব বলিয়া জানে, তাহাকে তামস জ্ঞান বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। ইহাতে আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী দিগের জ্ঞানকে তামস বলা সঙ্গত হয়, যেহেতু অল্পকার্য্য অর্থাৎ পাপকার্য্য সম্পাদনার্থে দোষ পরিহার করণ জন্য জগৎকে এক বলিয়া মৌখিক বিচার করেন, কিন্তু যথার্থ তত্ত্বের অনুষ্ঠান করেন না, বিচারজিগীষায় কর্ম্মিদিগকে অসংপূর্ণ বলিয়া আপনারাও অসংপূর্ণ জ্ঞানী বলিয়া জানান, যেসকল যথেষ্টাচার কর্ম্মকে জ্ঞানীরা কদাপি কার্য্য করেন না,

তাহাকেই জ্ঞান সাধনের অঙ্গ বলিয়া গ্রহণ করেন, এবং হেতুবাদ কুহকে সাধারণের চিত্তভেদ জন্মাইয়া কদর্য্য ক্রিয়া সকলের পরিগ্রহণ করান। সুতরাং নব্য সভ্যদিগের যে জ্ঞান, সে তামস জ্ঞান ইহা বিচক্ষণেরা উপলব্ধি করিতে পারেন।

অথ সাত্ত্বিক কর্ম্মঃ।

নিয়তং সঙ্গরহিত মরাগদ্বেষতঃ কৃতং। অফল প্রেপ্সুনা কর্ম্ম যৎতৎ সাত্ত্বিক মুচ্যতে॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

ফলাভিসন্ধি রহিত রাগ দ্বেষ শূন্য হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে কর্ম্ম করে তাহাকে সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের সাত্ত্বিক কর্ম্ম করণের অত্যাবশ্যক, তাহাতে চিত্ত শুদ্ধি হয়, কিন্তু আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা দ্বেষপৈশুন্য যুক্ত কর্ম্মে সতত নিযুক্ত, এবং কর্ম্মিদিগের প্রতি পদে২ হিংসা করেন, অপর দলবদ্ধ করণের সংকল্পে নিয়ত যত্নবান হইয়া দেশ বিদেশে লোক সংগ্রহ করতঃ এক২ সভা স্থাপনা করিতেছেন, তাহাতে কেহ কোন কথা কহিলেই মহা ক্রোধে অগ্নীভূত হইয়া তাহার প্রতি অনিষ্ট করিতে অপেক্ষা করেন না, একপ মৎসর ছুরাত্মারাই বর্ত্তমান কালে ব্রহ্মজ্ঞানী হইয়া উঠিল।

অথ রাজস কর্ম্ম।

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ। ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমিতি স্মৃতং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৩৯ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ আশ্বিন মঙ্গলবার

গুণানুসারে জীবের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহাতেই সদসৎ কর্ম্ম জীব দ্বারা সুসম্পাদিত হয়, জগদীশ্বর কর্ত্তৃক বিশ্বকার্য্য সম্পাদনার্থে বিবিধোপকরণ সৃষ্ট হইয়াছে, কিন্তু তত্তদ্গুণ বিশিষ্ট ব্যক্তিরাই তত্তদুপকরণ গ্রহণ করে, ত্রৈগুণ্য বিষয়ক বিশেষ [illegible] সকল পরিগ্রহ [illegible] হয় না, অর্থাৎ [illegible] হইতে পারে না, ইহার প্রমাণ বহুকর্ম্ম প্রয়োগে উক্ত হইয়াছে যথা, (শ্লোক

বৈশ্যং স্তম্ভনাদিবিদ্বেষোচ্চাটনাদিক। মারণান্তানি সংশন্তি ষট্‌কর্ম্মাণি মনীষিণঃ) অর্থাৎ শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষ, উচ্চাটন, মারণ ইত্যাদি ষট্‌কর্ম্মের পরিগ্রহ রজ তমগুণের কর্ম্ম, সাত্ত্বিকের কর্ম্ম নির্ম্মল তাহাতে কোন জীবের অনিষ্ট জন্মে না, কিন্তু বর্ত্তমানকালে শুদ্ধ সত্ত্বগুণের অভাব প্রযুক্ত রজোবিমিশ্র সত্ত্বগুণকেই নির্ম্মল সত্ত্ব বলাযায়, তমোমিশ্র রজোগুণকে রজ বলিয়া উক্ত করে, নির্দ্দয়তা প্রযুক্ত তমো গুণের প্রচুরতা দৃষ্ট হয়, সঙ্কল্প রহিত কর্ম্ম সম্পাদনে ঈশ্বরোদ্দেশ ভিন্ন অন্য কোন উদ্দেশ নাই, সুতরাং একালে তদভাবে সদনুষ্ঠানপূর্ব্বক কুশলেচ্ছায় কর্ম্ম সম্পাদনকেও সা ত্ত্বিক বলাতে কোন ব্যাঘাৎ নাই, বস্তুতস্তু রজ তমগুণ প্রভব ষট্‌কর্ম্ম দ্বারাই বর্ত্তমান কালে তাবৎ কর্ম্ম সম্পাদন হয়, সত্ত্ব গুণের সহিত কোন সম্পর্ক নাই, অর্থাৎ শান্তি, বৈশ্য, স্তম্ভন, রজঃবিদ্বেষোচ্চাটন মারণ তমঃ, তন্মধ্যেই ত্রিগুণের কল্পনা করে, অর্থাৎ শান্তি বৈশ্যকে সত্ত্ব, স্তম্ভবিদ্বেষকে রজঃ, উচ্চাটন মারণকে তম বলিয়া একালে জ্ঞানেই পরিগ্রহ করে, বশীকরণ ও শান্তি প্রভৃতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তাকেই ধার্ম্মিক পণ্ডিত এবং পরহিতৈষী বলিয়া সকলেই ব্যবহার করেন, বস্তুতস্তু এসকল কর্ম্মই [illegible] [illegible] [illegible] তমোগুণাবলম্বীরা মারণোচ্চাটনাদি কর্ম্ম [illegible] [illegible] সেইরূপ আত্ম কর্ম্ম সম্পাদন করে, সুতরাং বর্ত্তমানকালে

তৎপ্রচুরতায় রাজস ধর্ম্মীরাও তত্তুল্য লোভী হইয়াছে ন, এতন্নিমিত্ত তামসজাতি ম্লেচ্ছগণেরা রাজসধর্ম্মী যে সকল বৈদিক জাতি তাহারদিগের দুষ্টচেষ্টা দৃষ্টে হেতুবাদ প্রসঙ্গে ব্যঙ্গ করিতে পারে, সংসর্গদোষে যথার্থ সাত্ত্বিকেরাও সংকো ভিত হইতেছেন, বিশেষতঃ অস্মদাদির মসিপত্র লেখিনী প্রভৃতিকে অধুনা ইংলণ্ডীয়েরা সমাদর না করিয়া আপনার দিগের লিপি লেখনী পত্র মস্যাদির সর্ব্বথা প্রশংসা করেন, করুন, কিন্তু তাহা যে আমারদিগের হিন্দুশাস্ত্রে না লিখিয়াছেন এমত নহে, অতএব প্রমাণার্থ নব রত্নেশ্বর এবং শারদাকল্প, ও মাতৃ সঙ্কুলিনী প্রভৃতি বহুবিধ তন্ত্রের প্রমাণ ধৃত করি তেছি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ লিখিত গীতার প্রমাণ লেখা যাইবেক তথাহি।

অথ সাত্ত্বিকী লেখনী।

ধর্ম্মাগ্নি রজতোদ্ভূতা লেখনী বা তৃণোদ্ভবা। সাত্ত্বিকী সত্ত্ব জননি মোক্ষমার্গ প্রদর্শিকা॥

ধর্ম্ম শব্দে (তাম্র) অগ্নি শব্দে (স্বুবর্ণ) এবং রজত নির্ম্মি তা, অপর তৃণোদ্ভবা অর্থাৎ শর, বংশাদি নির্ম্মিতা লেখ নীকে মোক্ষমার্গ প্রদর্শনী সাত্ত্বিকী লেখনী বলে। সত্ত্ব জননি শব্দে ভগবতিকে সংবোধন করিয়াছেন, অথবা সত্ত্ব গুণোৎ পাদনী লেখনীই বা হউক।

অথ রাজসী লেখনী।

শল্লকীকণ্টকোদ্ভূতা তথাকণ্টকিনীভুবা। সারাজসী লিঃরাজ্যা চ
সদারাজসকর্ম্মসু॥ মাতৃশঙ্কুলিন্যাং॥

শল্লকী কণ্টক শব্দে (সজারুকণ্টক) কণ্টকিনী শব্দে (সামান্য বৃক্ষোদ্ভব কণ্টক) তাহাতে নির্ম্মিতা যে লেখনী তাহাকে রাজসী লেখনী বলে, সর্ব্বদা রাজসকর্ম্ম সম্পাদনীয়া লিপিতে নিযুক্তা করিবে, তন্মধ্যে লেখনী নিরূপণ করিবার প্রয়োজন এই যে, ষট্কর্ম্মান্তর্গত (শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, এতত্ত্রয় রাজসকর্ম্ম তৎ সাধনার্থ যন্ত্রাদি লিখনের আবশ্যক আছে, কেননা রাজসকর্ম্ম সম্পাদনার্থ রাজলোপ করণের প্রয়োজন হয়।

অথ তামসী লেখনী।

আয়সী শৈশকীচৈব তথা তির্য্যক পুচ্ছিকা। লেখনী তামসী
জ্ঞেয়া তামসাজপুরস্কৃতাঃ॥ মাতৃসঙ্কুলিন্যাং॥

আয়সী পদে (লৌহনির্ম্মিতা) শৈশকী শব্দে (সিশক নির্ম্মিতা) তির্য্যক পুচ্ছিকা শব্দে (পক্ষীগণের পক্ষনির্ম্মিতা) লেখনীকে তামসী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ইহাকে অনুষ্ঠাতা তামস জনেরাই গ্রহণ করে, সুতরাং [illegible] বিদ্বেষণ, উচ্চাটন, মারণাদি [illegible] লিপি কালেও ইহার প্রয়োজন [illegible] লেখনী সর্ব্বদাই ম্লেচ্ছদিগের ব্যবহারিক [illegible] তাহাকে

লোকানিষ্ট অর্থাৎ প্রজাদিগের অনিষ্ট না হইবার বিষয়, কি?।

অথ সাত্ত্বিকী রাজসী তামসমসী।

লাক্ষারসং সাত্ত্বিকোচ রাজসোঞ্জন পার্ব্বতি। বিচিত্র রসসম্ভূতা বিজ্ঞেয়া তামসীমসী॥ মাতৃংভদে॥

লাক্ষারস সম্ভবা সাত্ত্বিকীমসী ইহাতে সাত্ত্বিকী লিপী নিষ্পন্ন হয়। অঞ্জন নির্ম্মিতা রাজসী মসী রাজসী লিপি যোগ্যা, তাহাতে শান্ত্যাদি কর্ম্মে এবং ক্ষত্রিয়াদির রাজ্য রক্ষা কর্ম্মে যুক্তা হয়। বিচিত্র রসসম্ভূতা মসীশব্দে (নানা বর্ণ নানাদ্রব্য নির্য্যাস সংযোগে যে মসী জন্মে তাহাকে তামসী বলে, হে পার্ব্বতি সেই মসী দ্বারা তামস কর্ম্ম (বিদ্বেষ উচ্চাটন মারণাদি) কর্ম্মে যন্ত্রাদি লিপী করে, সুতরাং তামসদিগের সর্ব্বথা গ্রহণীয়া।

অথ সাত্ত্বিক লিপিপত্রং।

ভূর্জ্জত্বচি তথাপত্রে চান্যেস্মিন বৃক্ষচর্ম্মণি। বিলিখেৎ পরমেশানি সাত্ত্বিকে সর্ব্বকর্ম্মণি॥ উত্তরীশে॥

ভুর্জ্জপত্র, এবং অন্যান্য তাল, তেড়েৎ, পত্রে, অপর অন্য কোন বৃক্ষপত্রে বা কোন বৃক্ষের ছালেই বা হউক, তাহাতে সাত্ত্বিকী লিপি হইবেক, যেহেতু এই সকল পত্রকে সাত্ত্বিক পত্র বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

অথ রাজস লিপিপত্রং।

সৌবর্ণ রৌপ্যতাম্রেষু তথাচ বিষমচ্ছদে। রাজসে লিপিপত্রে তিন বিলিখেৎ তামসং শৃণু॥ উত্তরীশে।

সুবর্ণ পত্রে এবং রজত, কি তাম্র পত্রে অথবা নিযমক্ষম শক্ষে সেই, কার্পাস জনিত পত্রে অর্থাৎ কাগজে রাজসী লিপী লিখিবে, ইহাতে বর্ত্তমান কালজাত কাগজ নহে, তাহা তামস লিপি পত্র প্রকারে ব্যক্ত হইবেক, ইত্যাদি।

অথ তামস লিপি পত্রং।

উৎকৃষ্ট [illegible] পত্রং অথবা চর্ম্মজং [illegible]। তামসং লিপি [illegible]
নিত্যং তামস কর্ম্মসু॥ [illegible]॥

উৎকৃষ্ট বস্ত্র শব্দে অর্থাদির বস্ত্র সম্ভূত পত্র, অর্থাৎ কাগজ, এবং চর্ম্মজাত কাগজকে তামস লিপিপত্র বলে, তাহাতে তামস কর্ম্ম সম্পাদনীয় লিপি প্রয়োগ করিবেক; অর্থাৎ ক্রুর কর্ম্মা তামস স্বভাব যেসকল ব্যক্তি তাহারদিগের প্রয়োজনীয় হয়, ইহাতে বেদোক্ত কর্ম্ম সাধন নিমিত্তে লিপি করণে কালের ব্যাঘাত জন্মে, যেহেতু এই সকল পত্র অনিষ্ট কর্ম্ম সাধনে প্রশস্ত হয়। বর্ত্তমান কালে ম্লেচ্ছ যবনেরা সর্ব্বতঃপ্রকারে বৈদিকদিগের অনিষ্ট কর্ত্তা, সুতরাং তাঁহারা তামস পত্র তামসী মসী, তামসী লেখনীকে, সুযত্নে গ্রহণ করিয়াছেন। বিশেষতঃ গুণানুসারে কর্ত্তাকর্ম্ম জ্ঞান বুদ্ধ্যাদি হয়, সেই বুদ্ধিতে তাহাং বিষয়ক বস্তু নির্দ্দেশ করে, যথা গীতায়াং।

নদ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলেনানুসজ্জতে। ত্যাগীসত্ত্ব সমাবিষ্টো
মেধাবী ছিন্ন সংশয়॥ গীতায়াঃ ১৮ অং॥

শাস্ত্রোদিত অকুশল অর্থাৎ পুনঃ২ জন্ম মৃত্যু ঘটনা হয় এমত রাজসকর্ম্মের দ্বেষও করেনা এবং কুশল কর্ম্মে, অর্থাৎ ঐহিক সুখসমৃদ্ধি স্বাস্থ্যজনিক যে মঙ্গল কর্ম্ম তাহাতে চিত্তকে অতি নিবিষ্টও করে না, অপিচ সত্ত্ব গুণাবলম্বী হয়, শাস্ত্র বাক্যের প্রতি সংশয় না থাকে সেইত্যাগী পুরুষকে সাত্ত্বিক, সেই ত্যাগকেও সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, নচেৎ শ্রাদ্ধ তর্পণ যাগযজ্ঞ দেবার্চ্চনাদি শুচিকত্তক সংকর্ম্ম পরিত্যাগে কর্ম্ম ত্যাগ করা হয় না, আর কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছি কহিলেই ত্যাগের ক্ষমতা হয় না, যথা।

নহি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুংকর্ম্মাণ্যশেষতঃ। যস্তু কর্ম্মফল ত্যাগী সত্যাগী ত্যভিধীয়তে॥ গীতায়াং ১৮ অং।

সর্ব্বতঃপ্রকারে জীবের কর্ম্ম ত্যাগ করার ক্ষমতা হয় না, যেহেতু শরীরধারি মাত্রেই বিনা কর্ম্মে ক্ষণকালও স্থির থাকিতে পারে না, সুতরাং কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মত্যাগ করিলে কর্ম্ম সাত্ত্বিক কহা যায়, যেব্যক্তি কর্ম্ম করিয়া কর্ম্মের ফল পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহাকেই ত্যাগী পুরুষ বলিয়া শাস্ত্রে আখ্যাত করিয়াছেন, জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা, এই ত্রিবিধ প্রকার কর্ম্মচোদ না হয়, অর্থাৎ যদ্দ্বারা জানা যায় তাহার নাম জ্ঞান, যাহাকে জানি সেই বস্তু জ্ঞেয়, যেব্যক্তি জানে তাহার নাম জ্ঞাতা, এবং কর্ম্ম সংগ্রহও ত্রিবিধ প্রকার যথা।

জ্ঞানং কর্ম্মচ কর্ত্তাচ ত্রিবিধৈব গুণ ভেদতঃ। প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবৎ শৃণুতান্যপি॥ গীতায়াং১৮ অং।

জ্ঞান কর্ম্মকর্ত্তা এতৎ ত্রিবিধ কর্ম্ম সংগ্রাহক, ইহা গুণ ভেদে অর্থাৎ সত্ত্ব রজ তম গুণ সংখ্যানে ত্রিবিধ প্রকার হয়, তাহা ক্রমশঃ বিস্তার করিতেছি শ্রবণ করহ। অর্থাৎ কর্ত্তা যেগুণী জ্ঞান ও তদ্রূপ, সেই গুণেই কর্ম্ম সংগ্রহ হয়।

অথ সাত্ত্বিক জ্ঞানং।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয় মীক্ষতে। অবিভক্ত বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকং॥ গীতাসাং ১৮ অং॥

সর্ব্ব জীবেতে এক ভাব দর্শন, এবং বিভক্তেতে অর্থাৎ পৃথক২ বস্তুতে অপৃথক জ্ঞান তাহাকে সাত্ত্বিক বলিয়া জানিহ, অর্থাৎ সর্ব্বত্রব্যাপী এক পরমাত্মা তদ্ভিন্ন বস্তুান্তরা ভাব। ইহাকে আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা যে কহিবেন আমরা অদ্বৈত বাদী কেবল আত্মার সত্তাপ্রতি নিতান্ত নির্ভর করি, তদ্ভিন্ন পদার্থকে মান্য করি না, তদর্থে বক্তব্য এই যে, এই শ্লোকের অর্থে আত্মার সত্যতায় প্রতি নির্ভর করিয়া সগুণো পাসনা বিষয়ক সকলানুষ্ঠান যে মিথ্যা এমত তাৎপর্য্য নহে, অর্থাৎ বিশ্বস্থ বস্তুমাত্রকে অগ্রাহ্য না করিয়া সর্ব্বত্রে পরমাত্মের স্ফূর্ত্তি করিবেক, ইহাকেই [illegible] জ্ঞান বলে, নচেৎ বিভক্ত বস্তুতে অবিভক্ত জ্ঞানী হইয়াছি [illegible] নাদির বিচার না করিয়া পান ভোজনে [illegible] নহে, যেরূপ বর্ত্তমান কালের [illegible] জ্ঞান ব্যতীত সত্ত্ব জ্ঞানের অনুষ্ঠান বলে না।

ব্রাহ্ম দল, অষন্যে খ্রীষ্টিয়ানি দল, এতদুভয় দলের প্রতিকূলে এই নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকায় নিয়ত লিপী প্রয়োগে উক্ত ধর্ম্মীদ্বয়ের ধর্ম্ম যে, বিরুদ্ধ ধর্ম্ম, তাহা যুক্তিতঃ ও শাস্ত্রত নিরাস করিয়া আসিতেছি, তাহার যথার্থ উত্তরদ ব্যক্তি এপর্য্যন্ত বিদ্যমান হইল না, কেবল, একবার তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা কিঞ্চিৎ কটাক্ষ করিয়া তত্ত্ববোধিনী পত্রে উত্তর ভানে লিখিয়াছিলেন, তাহাতে তদুত্তর পত্রে ভূরিং যে সকল প্রমাণ দ্বারা তাঁহারদিগের মত খণ্ডন করিয়া লিপি প্রয়োগ করিয়াছিলাম, তদুত্তরে বিচার ভূশায়ী হইয়া পুনর্গাত্রোত্থান করেন নাই, শুদ্ধ, নানা কথা প্রসঙ্গে বাচঃ পল্লবিত পত্র দেশেং প্রকাশ করেন এই মাত্র, এক্ষণে তাঁহারদিগের এই বলমাত্র আছে, যে ধর্ম্ম, ও ধর্ম্মশাস্ত্র এবং দেবদেবীর নিন্দায় নিয়ত নির্ভর করত জঘন্য জনচিত্তে ধর্ম্ম মালিন্য জন্মাইয়া দিতেছেন, তাহাতে যদি বাদী উপস্থিত হয়, তখন মৌনাবলম্বন করিয়া তকতগুলিন, (এসিয়াটিক্ সুসাইটির) ইংরাজী পুস্তকের অনুবাদে পত্রিকা পূরণ করেন, প্রান্তেও প্রতিবাদীর আপত্তি খণ্ডন করেন না, সুতরাং তাঁহারদিগের নষ্টচিহ্ন পদেং ই প্রকাশ পাইয়াছে, অবিচক্ষণেরাই কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদিগকে বহুমতে সমাদর করে, তত্তোধিক ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরাও কুতর্কী, যদিও কুতর্কতা করেন বটে, কিন্তু তৎকুতর্কতার খণ্ডন করিলে আর উত্তর করিতে পারেন না, তখন স্খলতঃ প্লানতঃ বিস্তর

আলাপে প্রতিবাদী প্রতি বৈমুখ হইয়া আপনারদিগের যুক্তি কেই বলবতী রাখিতে চেষ্টা করেন, সে চতুরতা বিজ্ঞের নিকট গোপন থাকেনা, দুঃখের মধ্যে এই যে, কি ব্রহ্মজ্ঞানী, কি খ্রীষ্টিয়ান ইহার কেহই উত্তর প্রদানে শক্ত হইলেন না, সুতরাং প্রশ্নাভাবে উত্তরের অভাব হইয়া অস্মদাদির মনঃ সংকল্প বিফল হইল, অর্থাৎ যে যে বিষয়ের সংগ্রহ করিয়া ছিলাম, তাহা প্রকাশ করিতে পারিলাম না, গত বৎসরে ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরদিগের প্রকাশ্য (সত্যপ্রদীপ, ও সুধাংশু) পত্রা দিতে তৎপ্রকাশকেরা অস্মদাদিকে যে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, তাহার স্বরূপোত্তর প্রদান করাতে নিরস্ত হইয়া আর পুনঃ প্রশ্ন করিলেন না, যেহেতু তাঁহারাদগের এরূপ উপলব্ধি হইয়া থাকিবেক, যে অনন্তর, নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকার উক্তি খণ্ডনে অশক্ত হইবেন, তাহা হইলে কূটধর্ম্ম রক্ষায় নানা বিঘ্ন জন্মিতে পারে, সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা নিরুত্তর হওয়াই ভাল, আপন২ যুক্তি লিখিয়া কালক্ষেপ করিলে কেহ কিছু কহিতে পারিবেক না।

দ্বিতীয়ত, আমরা বলিলাহি, যে যখন যাহামনে উদয় হইবেক তখনি তাহা মুদ্রাঙ্কিত করিয়া প্রকাশ করিব, অস্মদাদিকে এতৎকর্ম্ম বহু আয়াসে সম্পন্ন করিতে হয়, সুতরাং বহু জনের সাহায্যের অপেক্ষা করে।

তৃতীয়ত, চির প্রার্থনা যে কোন আঢ্য ব্যক্তি ইহাতে অনুবল প্রদানে ধর্ম্মরক্ষার্থে যত্নবান হয়েন, তাহাতে এপর্য্যন্ত কোন

বিশেষ ব্যক্তিকে লক্ষ করিতে পারিলাম না, যে তাঁহাতে যুগধর্ম্ম স্পর্শ হয় নাই, বর্দ্ধিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে বিধর্ম্মীই প্রায় দৃষ্ট হয়, সহস্রের মধ্যে কদাচিৎ স্বধর্ম্মে বিশ্বাস করে, ম্লেচ্ছ সঙ্গে পান ভোজনে শক্ত প্রায়ই অনেক, কেবল দেশান্ত রস্থ ভাগ্যবন্তের মধ্যে কেহ২ সদ্ধর্ম্মো থাকিতে পারেন এমং অনুভবকরি, কিন্তু তাঁহারা সকলে এতৎ পত্রিকা দেখেন নাই,এতন্নগরস্থ মধ্যম গৃহস্থ ধার্ম্মিক অনেক আছেন, তাঁহার দিগের যত্নেই এপর্য্যন্ত সাহসিক হইয়া পত্র প্রকাশে তৎপর আছি, নচেৎ যে সময় হইয়াছে ইহাতে দেশ পর্য্যটনে তীর্থা ন্বেষণ করাই উচিতছিল, অপর যে সকল ধার্ম্মিক বর্দ্ধিষ্ট লোকেরাএতন্নগরে বাস করেন তাহারদিগের ধর্ম্ম রক্ষার্থ যত্নে র অনেক শৈথিল্য নচেৎ এতৎ পত্রিকার উন্নতি হইবার কি অপেক্ষা থাকিত, কোটি২ হিন্দু এদেশে অবস্থিতি করেন ইঁহারা এক বাকোতায় ধর্ম্মার্থে যদি প্রত্যহ দুই মুষ্টি তণ্ডুল রাখেন, তবে তাহাতেই স্বদেশীয় ধর্ম্ম রক্ষার অনেক সুউপায় করা যায়, কিন্তু কোন ব্যক্তিই তাহাতে মনোযোগ করেন না, বরং বিধর্ম্মীদিগের মধ্যে যে কোন বিষয় উপস্থিত হউক, তৎসাহায্যার্থে যথাশক্তি ধন প্রদানে ত্রুটি নাই, ইহাতেই অনুভব হয়, যে বর্ত্তমান তামস কালে তামস কর্ত্তা, তামস কর্ম্ম তামসী ক্রিয়া, তামস যজ্ঞ, তামসী বুদ্ধি, তামস জ্ঞান, তামসী নিষ্ঠার প্রাবল্য হইয়া উঠিয়াছে।

অনুরাগ যুক্ত ফলাভিসন্ধানে কর্ম্মেচ্ছু হয়, এবং সতত লোভ যুক্ত, আর হিংসাত্মক, অর্থাৎ স্বর্গ ভোগার্থ পশুমেধ যজ্ঞে প্রবর্ত্ত, অথবা আত্ম সুখার্থে পরানিষ্ট কর্ম্মে প্রবর্ত্ত হয়, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ ব্যতীত অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করে না, এবং পবিত্র চিত্ত নহে, আর হর্ষ শোকযুক্ত অর্থাৎ অভিলষিত বস্তু লাভে হর্ষ, অলাভে শোকযুক্ত অথবা আত্মক্ষতি বিষয়ক বিষন্নতা যুক্ত হয়, এরূপ কর্ত্তাকে রাজস বলিয়া স্তুত করিয়াছেন, বর্ত্তমান কালে এরূপ কর্ত্তাও সুদুর্ল্লভ, কিন্তু কদাচিৎ এই রাজস কর্ত্তাকে এক্ষণে সাত্ত্বিক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কেননা শুদ্ধ তামস কালে রাজস কর্ম্মকেই শ্রেষ্ঠরূপে মান্য করিতে হয়, যেহেতু তমসত্ত্ব উভয়ের মধ্যবর্ত্তী রজঃ, সুতরাং উভয় সহকারক বস্তুতে কদাপি সত্ত্বগুণের ক্রিয়াও দেখিতে পাওয়া যায়।

অথ তামস কর্ত্তা।

অযুক্তঃপ্রাকৃতস্তব্ধঃ শঠো নৈকৃতিকোলসঃ। বিষাদী দীর্ঘসূত্রীচ কর্ত্তা তামস উচ্যতে॥ গীতায়াং ১৮ অঃ॥

অযুক্ত অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধ যুক্ত কর্ম্মে বৈমুখ, তাহাকেই অযুক্ত কর্ত্তা বলে, প্রাকৃত শব্দে অধন্যাচার বিশিষ্ট, স্তব্ধ পদে মূর্খ, ইহাতে শাস্ত্রাভ্যাস করিলেই মূর্খতা দূর হয় না, অর্থাৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়াও অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম কর্ত্তাকে মূর্খ বলে, শঠ অর্থাৎ প্রবঞ্চক, যে ব্যক্তি অন্যায় পূর্ব্বক পরধন গ্রহণ

করে, তাঁহাকে শঠ কর্ত্তা বলিয়াছেন, নৈকৃতিক শব্দে, পরানিষ্ট করণে সংপূর্ণ যত্ন, অথচ মৌখিক সাধুতা জানায়, যাহাকে বক বৃত্তি ও বিড়াল ব্রত বলে, অর্থাৎ মীনসংহারার্থ স্থাণুবৎ জলে বিচরণ করে তাহাকে বক বৃত্ত কহে, আর মুষিকাঘাত নিমিত্ত বিড়ালে আপনাকে তপস্বীরূপে জানায় তদ্রূপ নৈকৃতিক ব্যক্তি পরানিষ্ট করণ সংকল্পে জনসমাজে আপনাকে সাধু সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় রূপে জানাইয়া থাকে, অলস শব্দে সংকর্ম্মে আলস্য, বিষাদী, এতদর্থে সর্ব্বদা বিষণ্ণযুক্ত, অথবা কর্ম্মদ্বারা সকল লোককে বিষাদ যুক্ত করে, দীর্ঘ সূত্রী শব্দে, শুভকর্ম্মে কাল বিলম্ব করে, কিন্তু অশুভ কর্ম্মের মানস মাত্রেই সম্পাদনে ক্রটি কাল ও বিলম্ব করেনা, এরূপ কর্ত্তাকে তামস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

ইহাতে সুপণ্ডিত বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বর্ত্তমান কালের কর্ম্ম দৃষ্টে কর্ত্তার পরিচয় প্রাপ্ত হইতে পারিবেন, যে এই সকল কর্ত্তৃত্ব গুণ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানী ও খ্রাষ্টিয়ানদিগের শরীরে বিদ্যমান আছে কি না? যেস্থলে স্বস্ব জাতীয় ধর্ম্ম বিপ্লব করিয়া কল্পিত মত স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন, সেস্থলে অনিষ্ট কর্ম্মকৃৎ পুরুষ ব্যতীত ব্রাহ্ম ও খ্রীষ্টিয়ানদিগকে আর কি কহিতে পারা যায়, যদিও বৈদিক জাতীয় ধর্ম্মীর মধ্যে কোনং ব্যক্তিকে তামস দেখিতে পাওয়া যায়, কলে তাহারা আপনাদিগকে সৎকর্ম্মী বলেন না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই

অভিলাষ যুক্ত, অথবা অহংকার যুক্ত বহু সমারম্ভে যে কর্ম্ম সম্পাদন করে, তাহাকে রাজস কর্ম্ম বলিয়া জানিহ।

অথ তামস কর্ম্ম।

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষং। মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

যে কর্ম্মের অনুবন্ধে অর্থাৎ সংকল্পে কেবল হিংসা ও ক্ষয় অর্থাৎ পরানিষ্ট, অপর পৌরুষের অনপেক্ষা, অর্থাৎ পূর্ব্ব পুরুষানুক্রমে ধারাবাহিক কর্ম্মকে পশ্চাৎ করতঃ মোহাকৃষ্টচিত্তে আপন যুক্তিতে কর্ম্ম আরম্ভ করে, তাহাকে তামস কর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, ইহাতে আধুনিক ক্রাইষ্টধর্ম্মী ও আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানী উভয় দলেরাই এই শ্লোকের বিষয় হইয়াছেন, যেহেতু শ্লোকোক্ত তাবৎ কর্ম্মই ইহাঁদিগের পরিগ্রহ আছে, বর্ত্তমান ব্রহ্মধর্ম্মীদিগের মতে পরানিষ্ট হিংসার কি অপেক্ষা যেহেতু গোহত্যা ব্রহ্মহত্যা স্ত্রীহত্যাদি সকল কর্ম্মই সম্পাদন হইতেছে, ফলিতার্থ কেবল প্রাণবিয়োগ ব্যাপারকেই হিংসা বলে এমৎ নহেঃ পরবিত্তিচ্ছেদ, ও পরাপমান, জীবিকাভিঘাত, এবং স্বধর্ম্ম বিলোপ প্রভৃতি সকলকেই হত্যা বলাযায়, অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানির মতে এক্ষণে সংসারের তাবৎ কর্ম্ম চলে কেবল দেবকার্য্য পিতৃকার্য্যই অচল হইয়াছে, সুতরাং তজ্জীবিকাই যে সকল ব্রাহ্মণের এবং যাহারদিগের তদ্ভিন্না গতি নাই তাহাদিগের জীবন বাধা

ত্তের কি অপেক্ষা হইয়াছে, গুরুরগৌরব, পুরোহিতের পৌর হিত্ব বিধ্বংসন, ইহা চিন্তা করিলে নেত্রজলের নিবারণ হয়না, পাতিব্রত: স্ত্রীদিগের ধর্ম্মবিলোপের চেষ্টায় তদ্বধ স্বীকার করিতে হয়, অতএব এরূপ পরপীড়ক ব্যক্তিরা যদ্যপি জ্ঞানী হইয়া উঠিল, তবে এতৎ সংসারে অজ্ঞানী পদের বাচ্য আর কে হইবে। জগদুপকারী গোজাতি, যাহাকে মাতৃশব্দে প্রয়োগ করা যায়, সেই গোহত্যার বিষয় ব্যক্ত করিয়া লিখেতে লেখনী সমর্থা নহেন।

অপর আগামী প্রকাশিত হইবে।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যাবধি সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাথুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA :—*Printed at the Sumachar Chundrika Press.*

কার্য্যে ও চিত্ত প্রবর্ত্ত হয়, কখন সৎকার্য্য করণে আসক্ত, কদাচিৎ স্বীয় লাভানুরোধে অকার্য্য করিতেও সাহস করে, সেই বুদ্ধিকে রাজসী বুদ্ধি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। এক্ষণে সাত্ত্বিকী বুদ্ধির অভাবে কদাচিৎ রাজসী বুদ্ধির বেগ দেখিতে পাওয়ায়, কিন্তু সর্ব্বতোভাবে তামসী বুদ্ধির চালনাই বর্ত্তমান কালে দৃষ্ট হইতেছে, তাহা উত্তর শ্লোকে স্পষ্ট করিয়া কহিয়াছেন।

অথ তামসী বুদ্ধিঃ।

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। সর্ব্বার্থান বিপরীতাংশ্চ
বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী॥ গীতায়াং ১৮ অঃ॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া জানে, এবং তমসাবৃত চিত্তে সর্ব্বার্থ কে বিপরীত করে, অর্থাৎ এতদুপলক্ষণ মাত্র, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে, এবং অনীশ্বরকে ঈশ্বর, হেতুবাদ প্রসঙ্গে যথার্থ শাস্ত্রের বিপরীতার্থ নিষ্পাদন করে, সেই বুদ্ধিকে তামসী বুদ্ধি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

ইহাতে পণ্ডিতেরা বিবেচনা করুন, যে আধুনিক ব্রহ্ম জ্ঞানিদিগের তামসী বুদ্ধি বটে কি না, যেহেতু শাস্ত্রার্থ বিপরীত করণ ইহাঁরদিগের স্বতঃ স্বভাব, এবং শাস্ত্রসিদ্ধ অধর্ম্ম কার্য্য, অগম্যাগমন, মদ্যপান, যবন মুচ্ছায় গ্রাস করণ, ও ঈশ্বরাবতারের খণ্ডন, পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধাদির পরিবর্জ্জন,

অবকোতীতে বেদাধ্যয়ণ, ঈশ্বর সেতু বিধংসন, অর্থাৎ বর্ণা শ্রম ধর্ম্ম বিলোপ করণ, ইত্যাদি ব্রহ্মজ্ঞানী দলের নিরন্তঃ স্বভাব সুতরাং তাহারদিগের বুদ্ধিকে অবশ্যই তামসী বুদ্ধি কহিতে হইবে, তদনু খ্রীষ্টিয়ান ব্যক্তিরাও ঘোর তামস, যেহেতু নিরীশ্বরকে ঈশ্বর ভাবনা করতঃ যথার্থ ঈশ্বরাদিকে পরিত্যাগ করিতেছে, অর্থাৎ রামকৃষ্ণাদির ঈশ্বরত্বের মনিকে, কি যীশু খ্রীষ্টেরক্ষমতাকে ঐশী ক্ষমতা বলিয়া মান্য করিতে পারা যায়, না, বার্ব্বা পুস্তক বাইবেলের লিপি দৃষ্টে বিচ ক্ষণের চিত্ত করুণার্দ্র হয়, ভ্রান্ত চিত্ত তমসাবৃত ব্যক্তির বুদ্ধি তেই যিশু খ্রীষ্ট ঈশ্বর রূপে প্রতিভা পাইয়াছে।

অথ সাত্বিকী ধৃতিঃ।

ধৃত্যাযয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ। যোগেনাব্যভিচারিণ্যা
ধৃতিঃ সাপার্থ সাত্বিকী।। গীতায়াং ১৮ অং।।

হে পার্থ, শাস্ত্রে নিত্য শোভন কর্ম্মের যদ্দ্বারা অব্যভিচারিণী যে, মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়াদির ক্রিয়া, যদ্দ্বারা ধারণা হয়, সেই ধৃতিকে সাত্বিকী ধৃতি বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

অথ রাজসী ধৃতিঃ।

যয়াতু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যাধারয়তেঽর্জ্জুন। প্রসঙ্গেন ফলাকাংক্ষী
ধৃতিঃ সাপার্থ রাজসী।। গীতায়াং ১৮ অং।।

হে অর্জ্জুন, ফলাভিলাষী প্রসঙ্গে ধর্ম্ম কামার্থ কর্ম্মকে যদ্দ্বারা ধারণা হয় তাহাকে রাজসী ধৃতি বলিয়াছেন।

অথ তামসী ধৃতিঃ।

যয়াস্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেবচ। নবিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

নিদ্রা, ভয়, ক্রোধ, বিষাদ, মদ, অর্থাৎ মৎসরতা, যদ্দ্বারা গাঢ়রূপে চিত্তে ধারণা হয়, কোনমতে এতৎ অসৎ কর্ম্মকে দোষ বলিয়া উপলব্ধি না হয়, এবং বুদ্ধি হইতে ঐ দুষ্টা ধারণার অন্তর হয় না সেই ধৃতিকে তামসী বলিয়া অনুশাসন করেন।

ইহা বর্ত্তমান কালে আধুনিক সভ্যেরদিগের ধারণায় বিশেষ উপলব্ধি হইতেছে, যে তামস কর্ত্তা, তামসী নিষ্ঠা, তামসী শ্রদ্ধা, তামসী বৃত্তি, তামসী প্রকৃতি, তামসী বুদ্ধি, তামসী ধৃতিঃ, তামস জ্ঞান, তামস ধ্যান, তামস কর্ম্ম, তামস তপস্যা তাহাতে সন্দেহ নাই, নচেৎ শাস্ত্র বাক্যপ্রতি এতাদৃক্ অবিশ্বাস কেন জন্মিবে, সুতরাং তামস ফল প্রাপ্ত হইয়া তমোলোকে অবস্থিতি করিবেন, ইহাতে সন্দেহ কি।

অপর আগামী প্রকাশিত হইবে।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল এতদ্বৎসরচতুষ্টয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৪ খণ্ড

পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ড ৬ ষষ্ঠ মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটীতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্ত।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারকরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

CALCUTTA ;—*Printed at the Sumachar Chandrika Press.*

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা ।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪১ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ কার্ত্তিক শুক্রবার

যথার্থ তমোগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি যদ্যপি বেদপাঠও করে, তথাপি তাহার প্রকৃতির পরিশুদ্ধি হয় না, স্বীয়দুঃস্বভাব প্রযুক্ত বেদার্থকে আপনার স্বভাবের সহিত ঐক্য করিতে চেষ্টাপায়, ফলে কৃতকৃত্য হইতে পারুক্ বা না পারুক্, কিন্তু যত্ন করিতে ত্রুটি করে না, তাহার প্রমাণ আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানিরা, বেদবেদান্ত শাস্ত্রের মর্ম্ম তত্ত্ববোধিনী পত্রে প্রকাশ করেন, অথচ আপনা দিগের কুটধর্ম্মকে তত্ত্বার্থ বোধ করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা

অর্ব্বাচীনেরাই উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাদিগের মতে মত্ত করে, অতএব শাস্ত্র ব্যাখ্যানে পরমেশ্বরের নিয়ম জ্ঞানের নাম বেদ, এইহেতু সর্ব্বশাস্ত্রাপেক্ষায় বেদেরি নিত্যত্ব প্রসিদ্ধি, বিশেষতঃ ঈশ্বর এবং ঈশ্বরাজ্ঞা এতদুভয় তুল্যরূপে মান্য, আদিপুরুষ ব্রহ্মা, সৃষ্টি প্রকাশ জন্য পরমেশ্বর যাঁহাকে স্বনাভি কমল হইতে উৎপন্ন করতঃ হিরণ্যগর্ভ ও হিরণ্যনাভি আখ্যায় সৃষ্ট্যর্থে আজ্ঞাদিয়া ছিলেন, অর্থাৎ আত্ম নিয়মাজ্ঞা স্বরূপ বেদ স্মৃতি তাঁহার চিত্তে স্ফূর্ত্তি করিয়াছিলেন, যথা [যোব্রহ্মাণং বিদধাতি পূর্ব্বং যস্মৈবেদাংশ্চ প্রাহিণোতি তস্মৈ] ইতি শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। যিনি ব্রহ্মাকে পূর্ব্বে উৎপন্ন করিয়া বেদ স্মৃতি প্রদান করেন, সেই ব্রহ্মা হইতে নিয়মাজ্ঞানুসারে নিয়মিত সৃষ্টি প্রকাশ হয়, যথা, উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ, প্রভৃতি প্রজাসর্জ্জন পুরঃসর, বর্ণাশ্রমাচার, রীতি নীতি, ব্যবহারাদি পৃথক২ শ্রেণী পূর্ব্বক সেতু বন্ধ করেন, যথা ছান্দোগ্যোপনিষৎ [এষসেতু বিধৃতি রিতি] "এই" পরমেশ্বরই জগতের সেতুস্বরূপ হইয়াছেন, তদর্থে ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও ব্যাখ্যা লেখেন, যে বর্ণাশ্রমাচারাদিকে [illegible] সেতু [illegible] ঈশ্বরসেতু [illegible] অপরাধী [illegible] অমর, অহা দিগকে [illegible] জাতি বিচার [illegible] কার্য্যও

করেন, যে আমরাই বেদের চালনা করিতেছি, আমাদিগের মস্তকে বৈদিক মত বলিলেই লোকে বিশ্বাস করিবেক, —তদুত্তর, বেদ ও বেদান্ত শাস্ত্র এক জনের নিমিত্ত নহে, তত্তৎ শাস্ত্রাধিকারি ব্যক্তি মাত্রেরই অধিকার আছে, তত্ত্ব বোধিনী প্রকাশকদিগের অন্ধ ব্যক্তির লক্ষ্য সন্ধানের ন্যায় বেদান্ত বিচার করা হয়, উক্ত বেদ শাস্ত্র অতি কঠিন কিঞ্চিৎ অবলোকন করিলেই তদর্থ পরিগ্রহ হয় না, এবং ব্যুৎপত্তিও জন্মিতে পারে না, সুতরাং স্বল্প জলে শফরী চেষ্টার ন্যায় আস্ফালন করাই সার হয়, বিশেষতঃ অজ্ঞ জনে জ্ঞানি বলিয়া যে আত্মাভিমান করে, তাহাতে বিজ্ঞ জনে কদাচ অনুযোগ করেন না, কেননা অনভিজ্ঞের আত্মাভিমান করাই স্বতঃ স্বভাব, ফলিতার্থ, ব্রহ্মজ্ঞানানুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্রাদি কোন বর্ণেরই অধিকার নাই, ইহা বেদান্তসূত্রে স্পষ্টরূপে কহিয়াছেন, যথা।

শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ ॥

বেদান্তং।

ব্রাহ্মণ ব্যতীত স্ত্রীশূদ্রের বেদপাঠে ও বেদশ্রবণে, এবং বেদোদিত অনুষ্ঠান করণে অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আবৃত্তিতে অধিকার নাই, ইহা সর্ব্ব বেদবেদান্তে ব্যক্ত করিয়াছেন, যদি কোন শূদ্র বল পূর্ব্বক বেদাধ্যয়ন করে, তাহাতে পরকালে অনিষ্টফলের সম্ভাবনা, নচেৎ বর্ত্তমান কালেই যে তাহার

অনিষ্টফল অর্থাৎ জিহ্বাচ্ছেদ বা গলচ্ছিদ্রাবরোধ তাহা হয় না, কিন্তু দুরন্ত স্বভাবাপন্ন তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা শাস্ত্রানভিজ্ঞ শূদ্রাদিকে প্রতিবোধ দেন, যে বেদান্তের আজ্ঞায় শূদ্রাদির বেদার্থ ধারণায় অর্থাৎ ব্রহ্মোপাসনায় অধিকার আছে, ইহা শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য দৃষ্টি করিলেই হয়, এতৎ শ্রবণে অনেকানেক শূদ্র সন্তানেরা বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, কারণ তাঁহারা বেদাভিপ্রায় জ্ঞাত নহেন, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের বাক্যেই প্রত্যয় করেন, তদর্থে আমরা নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকায় পুর্ব্বে অনেক লিপি প্রকাশ করিয়াছিলাম, এক্ষণেও তাহার উদ্বোধন জন্য লিখিতেছি, যে স্ত্রীশূদ্রাদির বেদপাঠ সর্ব্বথা নিষিদ্ধ ইহা ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বয়ং স্বকৃতভাষ্যে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়াছেন, যথা।

ন শূদ্রস্যাধিকারঃ বেদাধ্যয়নাভাবাৎ। অধীতোবেদোহি বিদিত বেদার্থ বেদেষ্বধিক্রিয়তে নচশূদ্রস্য বেদাধ্যয়নমস্তি ॥ ২ ॥

শাঙ্করিভাষ্যং।

বেদাধ্যয়নে অনধিকার প্রযুক্ত শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে অধিকার নাই, ব্রাহ্মীতনুপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণেরাই বেদার্থ ধারণায় অধিকারী শূদ্র অনধিকারী কারণ উপনয়ন সংস্কার ব্যতীত বেদে অধিকার হয় না, উপনয়ন সংস্কার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বিষয়, তৎসংস্কারের অভাব প্রযুক্ত ব্রহ্মজ্ঞানাধিকারেরও অভাব॥ তথাহি।

ইতশ্চ ন শূদ্রাধিকারঃ যদিদ্যা প্রবেশেষূপনয়নাদয়ঃ সংস্কারাঃ পরামৃষ্যন্তে ।। ৩ ।। শাঙ্করিভাষ্যং।

শূদ্রাদির সংস্কারাভাব শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, কেননা চতুর্থ বর্ণ শূদ্র এক জাতিত্বে স্বীকার করিয়াছেন, তাহারা বেদানুষ্ঠানের অকরণে পাপে লিপ্ত হয় না, যথা স্মৃতিঃ [ন শূদ্রে পাতকং কিঞ্চিন্নচ সংস্কার মর্হতি] অর্থাৎ বেদোদিত সংস্কারাভাবপ্রযুক্ত বেদানুষ্ঠান অকরণে শূদ্রের পাতক হয় না, কেবল বিপ্রশুশ্রূষাতেই শূদ্রের উত্তমা গতি হয়।

ন শূদ্রস্যাধিকারঃ যদস্য প্রতিষেধাৎ স্মৃতেশ্চ। শ্রবণাধ্যয়নার্থ প্রতিষেধোভবতি। বেদশ্রবণ প্রতিষেধো বেদাধ্যয়ন প্রতিষেধ স্তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানযোশ্চ প্রতিষেধঃ শূদ্রস্য স্মর্য্যতে। তস্মাৎ শূদ্রসমীপে নাধ্যেতব্যমিতি। অতএবাধ্যয়ন প্রতিষেধঃ। যস্যহি সমীপে নাধ্যেতব্যম্ভবতি। অকথং শ্রুতি মধীয়ীত। ভবতিচ উচ্চারণে জিহ্বাচ্ছেদো ধারণে শরীর ভেদ ইতি। অতএবচার্থাদর্থ জ্ঞানানুষ্ঠানয়োঃ প্রতিষেধঃ। (ন শূদ্রায় মতিং দদ্যাদিতি) দ্বিজাতীনা মধ্যয়ন মিজ্যাদানমিতি ।। ৪ ।। শাঙ্করিভাষ্যং।

বেদশ্রবণ, বেদাধ্যয়ন, বেদার্থজ্ঞানানুষ্ঠান সর্ব্বতোভাবে শূদ্রের নিষেধ। শ্রবণ নিষেধ হেতুক, শূদ্র সমীপে অধ্যয়ন নিষেধঃ অধ্যয়নাধিকার যাহার নাই তাহার বেদার্থজ্ঞানে কোনমতেই অধিকার হয় না, বেদোচ্চারণে শূদ্রের জিহ্বাচ্ছেদন তদর্থজ্ঞানানুষ্ঠানে শরীর ভেদ করিবেক। এই বেদাজ্ঞা প্রযুক্ত শ্রীরাম চন্দ্র বেদার্থজ্ঞানে প্রবৃত্ত শম্বুক নামে

শূদ্রকে নষ্ট করিয়াছিলেন, ইহা রামায়ণে স্পষ্ট লিখিয়াছেন। সুতরাং শূদ্রকে বেদজ্ঞান কদাচ দেয় নহে, দ্বিজাতিদিগের বেদশ্রবণ ও তদর্থধারণ, এবং অধ্যয়ন যজ্ঞাদি প্রসিদ্ধ হয়।

শ্রাবয়েৎ চতুরোবর্ণানিতি চেতিহাস পুরাণাগমে চাতুর্ব্বর্ণ্যাধিকার স্মরণাৎ। বেদপূর্ব্বকস্তু নাস্ত্যধিকারঃ শূদ্রাণামিতি স্থিতং। যেষাং পুনঃ পূর্ব্বকৃত সংস্কারবশাদ্বিদুর ধর্ম্মব্যাধ প্রভৃতীনাং জ্ঞানোৎপত্তি স্তেষাং নশক্যতে ফলপ্রাপ্তিঃ প্রতিবন্ধুং জ্ঞানস্যৈকান্তিক ফলত্বাৎ॥ শাঙ্করভাষ্যং।

ইতিহাস পুরাণ আগমাদিতে চাতুর্ব্বর্ণ্যেরি শ্রবণাধিকার আছে, বেদপূর্ব্বক শাস্ত্রাদিতে শূদ্রের অধিকার নাই, তবে বিদুরাদির জ্ঞানোৎপত্তির কারণ, এই যে, জ্ঞানের ঐকান্তিক ফলপ্রযুক্ত পূর্ব্ব জন্ম সংস্কার বশে জ্ঞানোৎপত্তি হইয়াছিল, তাহা নিবারণ করা অসাধ্য, মাণ্ডব্য মুনির শাপে সাক্ষাৎ যম দাসী পুত্র হইয়াছিলেন, তথাপি বিদুর মহাশয় জ্ঞান সামর্থ্য সত্বেও বক্ষ্যমাণ শূদ্রদেহ প্রযুক্ত বেদার্থ জ্ঞানানুষ্ঠান করেন নাই।

অতএব পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন, যে এই সকল জাতিভেদ ধর্ম্মাধর্ম্ম অধিকারী ও অনধিকারীর বিচার বেদ বেদান্ত বেদাঙ্গ স্মৃতি পুরাণ ইতিহাসাদিশাস্ত্রে দেদীপ্যমান থাকাতেও যে তত্ত্ববোধিনী পত্র প্রকাশকেরা জাতি ধর্ম্ম উচ্ছেদের চেষ্টা করেন, ইহা সামান্য দুরদৃষ্টের কর্ম্ম নহে, এবং সর্ব্বদাই স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক লোকের সাক্ষাতে বক্তৃতা করেন,

যে একণে এই ব্রাহ্ম ধর্ম্মের আশ্রয় বিনা দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই, যাহাতে দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, বর্ণের নিয়ম নাই, স্ত্রীপুরুষ কোন জাতির নিয়ম নাই, যজ্ঞাদি কোন ক্রিয়ার প্রয়োজন নাই, ইত্যাদি বক্তৃতা প্রতি কোন বিজ্ঞেই সমাদর করেন না কারণ, বেদবেদান্ত প্রমাণে যে এসকল বিচারের আবশ্যক নাই ইহা হিন্দুধর্ম্মের নিয়ম নহে, তবে আধুনিক মত্য ক্রাইষ্ট ধর্ম্মিরা গ্রহণ করিলেও করিতে পারেন, নিরর্থক তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা আপনা দিগের এবং উপদেশ দ্বারা অপরাপরের পরকালেরই দক্ষিপাস্ত করিতেছেন, যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস এবং সদাচার বিশিষ্ট না হইলে বেদান্ত ধর্ম্মে অধিকারী হয় না, কেবল শাস্ত্র বিরোধিনী ক্রিয়াশীল হইয়া ইহাঁরা আপনাদিগের পরিচয় দিতেছেন, অর্থাৎ [illegible] ব্যবহারে তামসী ক্রিয়াতেই নিপুণ হইয়াছেন, ইহা আমরা পূর্ব্ব পত্রাদিতে শাস্ত্র প্রমাণে প্রমাণীকৃত করিয়াছি।

[illegible]

অথ সাত্ত্বিক সুখং।

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামে সুধোপমং। তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্ত [illegible] গীতায়াং ১৮ অং॥

যে সুখ অগ্রে [illegible] [illegible] পরে অমৃত তুল্য হয়, সে সুখকে সাত্ত্বিক সুখ কহে, [illegible] আত্মার [illegible] বুদ্ধি

প্রসন্নতাকে জন্মায়, অর্থাৎ যেমন ঔষধ গ্রহণ কালে রোগি ব্যক্তি বিষতুল্যজ্ঞানকরে, কিন্তু পরিণামে পরম সন্তোষের কারণ হয়, ইহাতে সামান্য ইন্দ্রিয় সুখাসক্তি নিমিত্ত যাঁহারা যথেষ্টাচারে প্রবৃত্ত না হইয়া ইন্দ্রিয় দমনার্থে বিষবৎ কটুতিক্ত কষায়কাদি রসাহারে, এবং কলাকাষ্ঠারূপে নিয়ম গ্রহণ করতঃ শরীরাদিকে পরিশোষণ করেন, তাঁহারদিগের প্রথমে বিষবৎ ক্লেশদায়ক বটে, কিন্তু পরিণামে পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া অমৃততুল্য নিত্য অখণ্ড সুখের অনুভাবক হয়েন।

অথ রাজস সুখং।

বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগাৎ যত্তদগ্রে মৃতোপমং। পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসংস্মৃতং॥ গীতায়াং॥ ১৮ অং॥

সামান্য গ্রাম্যসুখে অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বিষয় সম্ভোগে যে সুখ, তাহা প্রথমে অমৃততুল্য, কিন্তু পরিণামে বিষের ন্যায় প্রতিভা পায়, সুতরাং সেই সুখকে রাজস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, অর্থাৎ ঋণচ্ছলে পরধন গ্রহণে প্রথমে ধনীরূপে মান্য হইয়া আপন ঐশ্বর্য্য প্রকাশে কুকার্য্য হয়, কিঞ্চিৎ কাল পরেই তাহার ফল বিষতুল্য হইয়া উঠে, অর্থাৎ উত্তমর্ণ ব্যক্তি যখন রাজ পুরতঃ অভিযোগ করে, তখন তদৃণ পরিশোধনে অক্ষমতা প্রযুক্ত কারাবরোধন পর্য্যন্ত বিষবৎ নানা যন্ত্রণা সহিষ্ণুতা করিতে হয়, যদ্রূপ রোগি ব্যক্তির কুপথ্য গ্রহণ প্রথম সুখজনক, পশ্চাৎ অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হয়, তদ্রূপ

নচেৎ কুলন্ধকারমোহে মোহিত হইয়া চিরকাল যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে মায়ামদে মত্ত হইয়া প্রথমে উপলব্ধি হইতেছে না, কিন্তু কৃতকার্য্যের ফল ফলিত হইবে তাহাতে সংশয় নাই, যথা। [নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটিশতৈরপি অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতংকর্ম্ম শুভাশুভং॥ গীতা] কল্প কোটি শত পরিক্ষয় হইলেও কৃতকর্ম্মের পরিক্ষয় হয় না, শুভ, বা, অশুভ স্বকৃতকর্ম্মের ফল ভোগ অবশ্যই করিতে হয়। অতএব জীবের পক্ষে সর্ব্বদাই পরমার্থ পথ পরিষ্কার রাখা, নচেৎ ঐহিক সুখার্থে যত্ন করিয়া পরমার্থ পথের অনবলোকনে যম যন্ত্রণায় অনুভব করিতে হয়, যদিও কোনং কর্ম্মেরফল ইহজন্মে অনুভূত না হউক কিন্তু জন্মান্তরে যে তাহার ভোগ হয় তাহাতে সন্দেহ নাই, সামান্য দৃষ্টি প্রাকৃত মনুষ্যের সাধ্য কি, যে বহুদর্শি ত্রিকালজ্ঞ ঋষিদিগের বাক্যের মর্ম্ম পরিগ্রহ করে। ঈশ্বরীয় কার্য্যের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিচারে অনীশ্বর ব্যক্তির যে চেষ্টা, সে মূর্খতা মাত্র, কারণ যিনি এই অনন্ত বিশ্ব বিরচন করিয়া আপনি প্রয়োজক কর্ত্তারূপে অনন্তকার্য্যে অনন্ত জীবকে কর্তৃত্ব প্রদান করিয়াছেন, তাঁহার কর্তৃত্বের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ আদিকালাবধি একাল পর্য্যন্ত কেহই উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, সেই ঈশ্বর যে ইহা করেন, ইহা না করেন, ইহা করিতে পারেন না, এরূপ নির্বাসকরায়

আপনাকেই মূর্খ বলিয়া পরিচয় দেওয়া মাত্র। অপর আ গামিতে প্রকাশ হইবেক।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে, সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন১২৫৭ সাল একত্রবৎসরচতুষ্টয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৪ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মূল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৩ তঙ্ক মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাথুরিয়াঘাটা নিবাসি শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার কাছেতে মূল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অন্যবাসরীয় [illegible]।

[illegible] এই পত্রিকা প্রতি [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]

কলিকাতা [illegible]।

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪২ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩০ কার্ত্তিক শনিবার

পরমকারুণিক জগৎপিতা জগদানন্দকারণ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অপার মহিমা, বেদাদি শাস্ত্রে তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব বিদিত হইতে পারে না, যন্মায়া মোহিত জগৎ এবং সংসারে অহরহ ভ্রাম্য মান হইতেছে, ত্রিগুণরূপিণী মায়া অর্থাৎ সত্ত্বরজঃ তমঃস্বরূপা আশ্চর্য্যকারিণী, অন্য রজ্জুতে বদ্ধ হইলে জীব অচল হয়, ইহাতে বদ্ধ হইলে অবিরত যাতা য়াত করে, অতএব তাঁহার কার্য্যকে আশ্চর্য্য বলিয়া উক্ত

করা যায়, এই সংসারে কোটিং জীবের অধিষ্ঠান, কিন্তু মায়াধীনতা প্রযুক্ত কেহই কোনকার্য্যে স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইতে পারে না, ইহা প্রত্যক্ষই দেখাযাইতেছে, যে মনুষ্যমাত্রেরই অবয়ব ভিন্ননহে কিন্তু আচার, বিচার, আহার, বিহার, ব্যবহার, ভিন্ন ভিন্ন, এবং কোনং অসদাচারি ব্যক্তি আপনারদিগের আচার ব্যবহারাদিকে কদর্য্য বলিয়া জানে, অথচ তৎপরিত্যাগার্থে মনেমনে যত্নকরে, তথাপি পরিত্যাগ করিতে পারেনা, বরং স্বভাবসিদ্ধ অসৎকর্ম্মেই সততরত হয়, অপর কেহং উক্ত অসদাচারাদিকে নিস্কণ্টপরিগ্রহ করিয়া আপনাকে জনসমাজে সাধুকর্ম্মকৃৎ পুরুষ বপেজানায়, ক্ষণকালের নিমিত্তও তৎকর্ম্মকে অসৎ বলেনা, ইহার সুক্ষ্মমর্ম্ম কি. সুতরাং এরূপ প্রবৃত্তি ও নিষ্ঠা ও বুদ্ধি এবং ধৃতি প্রভৃতিকে গুণ বদ্ধিতা অবশ্যই কহিতে হইবে, নচেৎ জানিয়া ও অসৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্ত কেন হয়, এই সুক্ষ্মকারণ যবন কি ম্লেচ্ছ কেবন জাতীয়েরা অবগত হইতে পারে না, শুদ্ধ বেদ প্রভাববশতঃ বৈদিক জাতিয়েরাই, সুবিজ্ঞাত আছেন, তথাপি বৈদিকজাতির মধ্যে কেহং এরূপ আর [illegible] যে বেদাদিশাস্ত্র বিজ্ঞাত হইয়াও এতথর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না, নচেৎ তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা কি [illegible] ধর্ম্ম বিলোপে চেষ্টিত হয়েন, না, [illegible] বিদ্যাত জন্য [illegible] খণ্ডন করিতে [illegible] করেন, আর [illegible] পুরাণে

মায়া মহিমা কহিয়াছেন, যে [জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হিসা। বলাদাকৃষ্য মোহায় মহামায়া প্রযচ্ছতি] শাস্ত্রাদি অভ্যাসে জ্ঞান জন্মিলেও ভগবতী দেবী অর্থাৎ মহামায়া তাহারদিগের চিত্তকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া মোহগর্ত্তে নিপাতন করেন, অর্থাৎ গুণযন্ত্রিত করিয়া গুণের কার্য্যকে করান, তাহাদের ঐমায়া গুণে অনিচ্ছু হইলেও অবশহইয়া করিতে হয়, এতদর্থে গুণকার্য্যই প্রধান হইয়াছে, তদুপরতি নাহইলে মুক্তিপথে আরোহণ করিতে পারে না, পূর্ব্বে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা যাদৃক্ অন্ধতমো মধ্যে নিবিষ্ট ছিলেন, অর্থাৎ যবন ম্লেচ্ছাদিকে অপ্রভিন্নজ্ঞানে সর্ব্বপাকান্ন ভোজনে, ও মদ্যপানে এবং অবৈধ মাংসাদি অদনে রত ছিলেন, এবং সেই সকল অসদাচারকে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গবলিয়া জানিতেন, এইক্ষণে সেই সকল কুকার্য্যকে অসদাচার অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ ব্যক্তিদিগের অকরণীয় রূপে জানিয়াছেন, অপর কেহ২ তত্তৎ কুকার্য্যের কিয়ৎ২ ত্যাগকে পরিত্যাগ করিতেছেন, ইহা নিত্য ধর্ম্মানুরঞ্জিকার মহিমা সর্ব্বথা স্বীকার করিতে হইবে, নচেৎ ব্রাহ্মদিগের মানসহিত ঘোরতর তিমিরের অপনয়ন কেকরে, তাহাতে উদাহরণ দিতেছি, "পূর্ব্বে বর্ণাবর্ণ ধর্ম্মাধর্ম্ম কর্ম্মাকর্ম্ম বিবেচনা না করিয়া সর্ব্বজাতীয় শ্রেণীকে সমান জ্ঞানে সকলের সহিত খাদ্য দ্রব্যাও অভক্ষ্য মাংস ও অন্নাদি ভোজনে ব্রাহ্মদিগের কোন নিষেধ নাই, করিয়া উৎ

সাহ পূর্ব্বক অজ্ঞানিদিগের চিত্তে প্রবৃত্তি জন্মাইয়াছিলেন. এবং ইংলণ্ডীয়দিগের আচরণাদিতে কদাচার জানিছিল না, এক্ষণে ভক্তাচারাদি প্রতি অসদাচার বোধে নানা বিধ দোষা রোপকরতঃ মধ্যেং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিপি প্রকাশ করিয়া থাকেন যদ্রূপ অস্মদাদির নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকাতে নিরত লিপি প্রকাশ করাযায়, সুতরাং অভিপ্রায়ানুসারে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের অঙ্গীকার করা হইয়াছে, যে পূর্ব্বপুরুষানুক্রমে ধারাবাহিত ধর্ম্মই সনাতন ধর্ম্ম, এবং বর্ণাশ্রম ধর্ম্মাতিক্রমে যথেচ্ছাচার ব্রাহ্মণদিগের কর্ত্তব্য নহে, তথাপি যে সত্ত্বপক্ষে দোষারোপণ, করেন, তাহাতে পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত কর্ম্মফলই স্বীকার করিতে হয়, কারণ ভগবদবতার বিষয়ক লীলা কথাদি শ্রবণ ও মনন ও ধ্যান এবং নামসংকীর্ত্তনাদিতে শ্রদ্ধাবান নহেন, তাহাতে অনুযোগ করা মিথ্যা যেহেতু (অল্প পুণ্য বতাং রাজন্ [illegible]) হরিলীলাদি শ্রবণ মনন কীর্ত্তনাদিতে অল্পপুণ্যব্যক্তিদিগের বিশ্বাস জন্মে না।

[illegible]

[illegible]

[illegible] বর্ণন [illegible] অর্থাৎ [illegible] পাঠক মহাশয়েরা [illegible]

তার সম্ভাবনা কি। যথা [অবেদাঃ শূদ্রাম্লেচ্ছা সৎশূদ্রাঃ, অবেদ শব্দে ম্লেচ্ছ সৎশূদ্র নহে, যেহেতু বেদবহির্গত ক্রিয়াবান ম্লেচ্ছযবনেরাই প্রসিদ্ধ, সৎশূদ্রদিগের সকল ক্রিয়াই যজুর্বেদোক্ত মন্ত্রে হইয়াথাকে, কেবল বেদ শ্রবণ অধ্যয়ন ও অর্থ ধারণ। অর্থাৎ স্বয়ং তদনুষ্ঠান করণ প্রতিষেধ মাত্র। যাহারা বেদোদ্দিত কর্ম্মকরে তাহাদ্রদিগের গোবধ বর্জ্জনের প্রমাণ হয়না, সুতরাং ম্লেচ্ছ যবনেরাই তামস স্বভাব নিশ্চয় হইল ইহা গীতোক্ত জাতীয় স্বভাব বর্ণনেই ব্যক্ত হইবেক। যথা।

অথ ব্রাহ্মণের ধর্ম্ম।

শমস্তপোদমঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জব মেবচ। জ্ঞানং বিজ্ঞান মাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজং গীতায়াং। ১৮। অং।

* শম, দম, তপ শৌচ, ক্ষান্তি আর্জ্জব, জ্ঞান, বিজ্ঞান, আস্তিক্য, এতন্নবলক্ষণ ব্রাহ্মণের স্বভাবধর্ম্ম। ইহার অকরণে স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট কহিতে হয়, ইহাকেই সাত্ত্বিক ধর্ম্ম বলে, সুতরাং সাত্ত্বিক ধর্ম্মের সহিত [illegible] বিরোধ নাই, একারণ ব্রাহ্মণ জাতিকে সর্ব্বাধিক বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন।

---

* (শম) অন্তরেন্দ্রিয় সংযম, (দম) বাহ্যেন্দ্রিয় দমন, (তপঃ) কলাকাঙ্ক্ষোপোষিত এবং শরীর শোধন, [illegible] দ্বারা [illegible] ক্লেশ সহন (শৌচ) [illegible] [ক্ষান্তি], ক্ষমা, [illegible]

অথ ক্ষত্র ধর্ম্মঃ।

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নং। দানমীশ্বর ভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজং।। গীতায়াং ১৮ অং।।

† শৌর্য্য, তেজ, ধৃতি, দাক্ষ্য, সংগ্রামে অপলায়ন, দান, ঈশ্বরতা, এই সপ্ত ক্ষত্রিয়ের সহজধর্ম্ম, এতৎধর্ম্মের অপালনে বৈধর্ম্মীপদের বাচ্য হয়, এতদতিরিক্ত আর ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম আছে, অর্থাৎ যজন, অধ্যয়ন, ইজ্যা, ন্যায়তঃ প্রজাপালন, এই সকল ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের সহিত রাজস ধর্ম্মের বৈলক্ষণ্য নাই একারণ ক্ষত্রিয় জাতিকে রাজস বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

প্রতি অপকার নাকরণ, এবং শীতবাত গ্রীষ্ম বর্ষা ঝঞ্ঝাদির শরীর দ্বারা সহিষ্ণুতা, [আর্জ্জব] সারল্য অর্থাৎ সর্ব্বতো ভাবেখলতা শূন্য, [জ্ঞান] ঈশ্বরতত্ত্বের অনুশীলন, [বিজ্ঞান] অপরাবিদ্যার অনুশীলন, অর্থাৎ সাম যজুঃ ঋক্ অথর্ব্ব, শিক্ষাকল্প নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ধনুর্ব্বেদ, আয়ুর্ব্বেদ, ব্যাকরণাদি শাস্ত্রানুশীলন, [আস্তিক্য] ঈশ্বর এবং ঈশ্বরকার্য্যের প্রতি তর্কশূন্য, অর্থাৎ বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও বেদোদিত যাগযজ্ঞ দেবার্চ্চনা ব্রতোপবাসাদিতে বিশ্বাসকরণ।

---

† (শৌর্য্য) শূরতা (তেজ) [illegible] বিশিষ্ট, (ধৃতি) বেদোদিত [illegible] (দাক্ষ্য) নিপুণতা, অর্থাৎ যাবৎকার্য্য [illegible] (যুদ্ধে অপলায়ন) [illegible] না, (দান) [illegible] (ঈশ্বরভাব)

অথ বৈশ্য ধর্ম্মঃ।

কৃষিগোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

কৃষিকর্ম্ম অর্থাৎ চাসাদিকরণ, গোরক্ষ্যা অর্থাৎ গোপালনাদি তাহাতে উৎপন্ন গোরসাদি দ্রব্য বিক্রয়ে জীবন ধারণ, বাণিজ্য পদে দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়াদিকরণ, এতদনাৎ আর ও ধর্ম্ম আছে, যথা, বার্দ্ধুষিক, অর্থাৎ ধারদিয়া বৃদ্ধি গ্রহণ, যজন, অধ্যয়ন, দান, প্রসঙ্গানুরোধে যজ্ঞাদি করণ তদর্থে দেব দেবীর অর্চনা পিতৃ শ্রাদ্ধাদিকরণ। কালেং সত্য অহিংসাদি ধর্ম্মের পরিগ্রহ এতদর্থে সত্ত্বরজস্তম এতৎত্রিগুণ বিমিশ্র ধর্ম্মের সহিত অবিভিন্নতা প্রযুক্ত বৈশ্যকে মিশ্রধর্ম্মী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

আপনাকে প্রজার নিয়ন্তারূপে জানাইবে। অপিচ [যজন] আপনি যজিবেক তথাপি কাহার পৌরোহিত্য করিবেক না, দানাদি দিবে কিন্তু প্রতিগ্রহে বিরত হইবেক, [অধ্যয়ন] আপনি পড়িবে কাহারে পড়াইবেনা, [ইজ্যা] বেদোদিত যজ্ঞদীক্ষিত হইবেক, অর্থাৎ নাস্তিক্য শূন্য হইয়া শাস্ত্র[illegible] বিধানে দেবপিতৃগণের অর্চনাকরণ, [ন্যায়তঃ প্রজা পালন] যথাধর্ম্মে প্রজাপালন, এবং অন্যায় পূর্ব্বক প্রজার ধনাপহরণ না করণ, ও অপরাধ পীড়ন না করণ, অন্যথা [illegible], কায়িক বাচিক মানসিক কার্য্য প্রজার অনিষ্ট না করুন, [illegible] দুঃখী হওন, উৎপাত [illegible] ইত্যাদি।

অথ শূদ্র ধর্ম্মঃ।

পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপিস্বভাবজং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

পরিচর্য্যা অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্যাদি বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যা করণ, এতদর্থে স্বং স্তিকরণ অর্থাৎ দাসত্বকরণ শূদ্রের সহজ ধর্ম্ম, এতদন্তর্ভূত, দানাদিদেওয়া, যজন, প্রসঙ্গতঃ পুরোহিত ব্যবধানে বেদোদিত কর্ম্ম সংপাদনকরণ, শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস, সত্য অহিংসাদি ধর্ম্মতৎপরতা, সুতরাং এতৎ শূদ্রকে সৎশূদ্র বলিয়া খ্যাতকরেন, ইহাদিগের ধর্ম্ম রজস্তম সত্ব মিশ্র হয়, তমো গুণ বলিয়া যে শূদ্রকে শাস্ত্রে কহিয়াছেন, তাহারা নীচ শূদ্র সংজ্ঞা যবন ম্লেচ্ছাদি পর হয়, যেহেতু শাস্ত্রোক্ত তামস ধর্ম্মের সহিত তাহারদিগের ব্যবহারের ঐক্য আছে, অর্থাৎ গোহত্যা সুরাপান, অমেধ্যবস্তু ভক্ষ, পর্য্যুষিত সড়িত দুর্গন্ধ দ্রব্যাদির আহার, বেদাদি শাস্ত্রে অবিশ্বাস, অবৈদিকী ক্রিয়া, উত্তমা ধম মধ্যম বিচার শূন্য, প্রভুত্ব, ধনবান হইলেই মান্য, পরো পকার ধর্ম্মরহিত ও শঠতা, বৈড়ালবৃত্তি বকধর্ম্মীক নৈকৃতিক, স্বার্থসাধন তৎপর, ইত্যাদি তামস ধর্ম্মই ম্লেচ্ছদিগের সহজ ধর্ম্ম, সুতরাং এতৎ শূদ্রপক্ষে ম্লেচ্ছাদি জাতিই প্রসিদ্ধ।

ইহাতে বক্তব্য এই যে ম্লেচ্ছাতিরিক্ত সৎশূদ্রাদির ধর্ম্মেরত শূদ্রকালে পরিমুক্ত হয়, কিন্তু ম্লেচ্ছ ধর্ম্ম গ্রহণে কদাপি নরক ব্যতীত স্বর্গভোগ হয় না, এতন্নিমিত্ত সাধুগণেরা, শূদ্রপক্ষে সৎশূদ্রকে পরিগ্রহণকরতঃ নীচত্বে ম্লেচ্ছ যবনাদিকে দূরীকৃত

করিয়াছেন, ইহার প্রমাণ সকল পুরাণেই লিখিয়াছেন, যে সগরকর্ত্তৃক পরিমর্দ্দিত যবন ম্লেচ্ছাদিকে ঋষিগণে বেদ ব্রাহ্মণ বর্জ্জিত করিয়া অরণ্য প্রদেশে সংস্থাপন করেন, তদবধি তাহারা গুরুশাস্ত্র ব্রাহ্মণাভাবে অরণ্য পশুবৎ ভ্রমিত হইয়াছিল, এক্ষণে বৈদিক জাতীয় শূদ্র জাতির সহিত অন্তর বহুকালাবধি হওয়ার নিমিত্ত ম্লেচ্ছ ও যবনসংজ্ঞায় একং স্বতন্ত্র জাতি হইয়াছে, হউক কিন্তু তজ্জাতির উত্তমা গতি কদাপি হয় না, একারণ শাস্ত্রে বলে যে [জঘন্য গুণবৃত্তস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসা] অর্থাৎ জঘন্যগুণবৃত্তিতে প্রবৃত্ত তামস ব্যক্তিরা অধোগমন করে, ইহার সাক্ষাৎ প্রমাণ ম্লেচ্ছাদি জাতির বাসস্থান নিম্নভাগে, মরণানন্তর পৃথিবীতলে প্রোথিত করে, ইহারদিগের ঔর্দ্ধদেহিক ক্রিয়া নাই। অতএব ম্লেচ্ছেতর শূদ্রাদি ব্রাহ্মণ পর্য্যন্ত স্বস্বধর্ম্ম রক্ষাকরিয়া ভগবদুপাসনা করিলে পরিত্রাণ হইতে পারেন, ইতি।

[illegible] । স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং
যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু [illegible] ॥

স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মে রতব্যক্তি [illegible] সিদ্ধিকে লাভকরে, অতএব স্বকর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির যে প্রকারে সিদ্ধি হয় তাহা শ্রবণ করহ॥ তথাহি॥ [illegible]

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং [illegible]
সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ [illegible]

যাহাহইতে জগতেউৎপত্তি, প্রলয়াবস্থাতে যাহাতে অবস্থিতি করে, সেই পরমাত্মাকে স্বকর্ম্মদ্বারা অর্চ্চনা করিলে পরমা সিদ্ধি অর্থাৎ তদ্বিষ্ণোঃ পরম পদ প্রাপ্ত হয়।

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ। স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষং॥ গীতায়াং ১৮ অং॥

পর ধর্ম্মানুষ্ঠান হইতে বিগুণ স্বধর্ম্মানুষ্ঠান শ্রেয়স্কর, হয়। অর্থাৎ সম্যক্‌রূপে স্বধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে অক্ষম হইলে ও পর ধর্ম্ম হইতে মঙ্গল, কেননা নিয়ত স্বধর্ম্ম রক্ষাফলে মনুষ্যে পাতক লিপ্ত হয় না, পর ধর্ম্ম পক্ষে স্বজাতিভিন্ন অন্যজাতীয় ধর্ম্ম, তথাহি (সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি নত্যজেৎ) অর্জ্জুনকে ভগবান কহিয়াছেন, যে স্বস্ব জাতীয় ধর্ম্ম যদ্যপি দোষযুক্ত ও হয় তথাপি পরিত্যাগ করিবেক না, যেহেতু তাহাতে পদে২ অনিষ্ট হয়, কদাচ মুক্তিপদে আরোহণ করিতে পারে না তবে এক্ষণে যে সকল বালকে আলোক দেখিয়া ক্রাইষ্ট ধর্ম্মে এবং ব্রহ্মজ্ঞানাভিলাষে আধুনিক ব্রাহ্মধর্ম্মে লিপ্ত হই তেছে, তাহারা শুদ্ধ কর্ম্ম নাস্তিক রূপে নরক যন্ত্রণা ভোগার্থ পাপবৃক্ষের বীজরোপণ করিতেছে, তাহারদিগের জ্ঞান প্রকাশ থাকুক পাষণ্ডদোষে জ্ঞান প্রভাকে দিনং আচ্ছন্ন করিতেছে, যথা। [সর্ব্বারম্ভাহি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতঃ] সর্ব্বারম্ভদোষ অর্থাৎ সর্ব্ব ধর্ম্ম গ্রহ পাষণ্ডতা দোষে জ্ঞানকে কিরূপ আবরণ করে, যেমন ধূমেরদ্বারা অগ্নি আবৃত হয়, অতএব স্বধর্ম্ম পরিত্যাগে অন্যধর্ম্ম পরিগ্রহ মহাদোষের

মধ্যে গণ্য করাযায়, যাহাঁরা যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের প্রাপ্তীচ্ছা করেন তাঁহারদিগের উচিত যে তদুপযোগি কর্ম্মকরেন যাহাতে লোক শাস্ত্র বিরুদ্ধ নাহয়, এতন্নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানেচ্ছাপ্রতি কর্ম্ম লিখিয়াছেন, যথা।

> বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ। শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ॥ বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ। ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহং। বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে॥
>
> গীতায় ১৮ অ.।

বিশুদ্ধবুদ্ধি যুক্ত, এবং ধারণাদ্বারা আত্মার সংযম, শব্দাদি বিষয়ের পরিত্যাগ, রাগদ্বেষ রহিত, বিবিক্ত স্থানেবাস লঘু আহার, কায়বাক্যমনঃ সংযম, যোগদ্বারা ঈশ্বর ধ্যান, নিত্য বৈরাগ্য সমাশ্রয় করতঃ অহংকার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, প্রতিগ্রহাদি রহিত, মমতা শূন্য, জিতেন্দ্রিয় হইয়া একাগ্রমনে ব্রহ্মোপাসনাকরিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়, এবং ইহদেহেই সেই সাধক ব্রহ্মভূত হয়।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।
সম্পাদক।

অদ্যাবসরীয় সমাপ্ত।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারম্বার মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ অগ্রহায়ণ রবিবার

ইংরাজী বিদ্যাভ্যাস করণদোষে ধর্ম্মাস্থা রহিত সকল বালকেরই প্রায় এক্ষণে ইংলণ্ডীয়দিগের মত আহার ব্যবহার পরিচ্ছদও তদ্রূপ অঙ্গভঙ্গী শিক্ষার বহু যত্নে কেবল পিতা মাতার অত্যন্ত ক্লেশদায়ক হইয়াছে, তদনুরূপ ব্রাহ্ম ধর্ম্মেও ধর্ম্মের বিচ্ছেদে তত্তৎ শ্রেণীর অশুভ ঘটনা ঘটিয়াছে, কি খ্রীষ্টিয়ান, কি ব্রাহ্ম উভয় ধর্ম্মই হিন্দুদিগের অশুভদায়ক, এই আক্ষেপের বিষয় আমরা পূর্ব্বং পত্রে অনেক লিখি

য়াছি এবং বর্ত্তমান পত্রে লিখিতেছি, ও ভবিষ্যৎ পত্রেও লিখিয়া ব্যক্ত করিব, যেহেতু ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় কদাচ হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হইতে পারে না, বরঞ্চ ইংরাজী পাঠ শালারূপ যিশুখ্রীষ্টের ঘটস্থাপন করাই হয়, ইহা মিশনরি বুদ্ধিমানেরা নিশ্চয় করিয়া আমুক্ত কণ্ঠে কহিয়া থাকেন, যে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষার্থে পাঠশালা যে স্থানে প্রচলিত থাকিবেক, সেস্থানের বালকেরা অবশ্যই খ্রীষ্টিয়ান হইবেক ইহাতে কোন সংশয় নাই, ইহা জানিয়াও যে হিন্দু মহানুভাবেরা স্বীয়২ বালক গণকে [স্কুলস্থ] করেন, তাহারদিগের মস্তকোপরি বজ্রপাতের কি অপেক্ষা থাকিবেক, প্রথমতঃ রাজকীয় বিদ্যায় প্রভূত অর্থলাভ হয়, এতল্লোভে ইংরাজী বিদ্যা শিক্ষায় বালক গণকে প্রবৃত্ত করান, পরিণামে তদাশায় হতাশ হইয়া মিশনরিরূপ গ্রাহ মুখে শিশুরূপ বলি প্রদান করাই সার হয়, তখন যন্ত্রণাভোগের অবধি থাকে না, লোকে কথিত আছে। যে ধন হইতে ধর্ম্ম বড় ! কিন্তু এক্ষণ কার লোকেরা ধর্ম্মকে তৃণতুল্য করিয়া ধনকেই ধন্য করে লইয়াছেন, লউন কিন্তু অদৃষ্টের ফল কোথাও যায় না, যাহা লাভের তাহাই লাভ হয়, শুদ্ধ স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হওয়াই সার মাত্র, পরমেশ্বর যাহা দেন তাহা সকল অবস্থাতেই লাভ হইতে পারে, ইহা কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিলে মনুষ্যেরা কদাপি কার্য্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, কি কালমাহাত্ম্য,

প্রাচীন ব্যক্তির মধ্যেও কেহ২ [illegible] এই২ [illegible] যে তাহারা ইংলণ্ডীয়দিগের মত আহার ব্যবহার রীতি নীতি পরিচ্ছদ এবং [illegible] ইংলণ্ডীয় সভ্যতা [illegible] [illegible] সম্পূর্ণ করেন না, সুতরাং তাহারা স্বদেশীয় রীতি নীতি প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিতে পারে. এবং উচ্ছৃঙ্খলানুগামী হইয়া স্বেচ্ছাচারে কিছু২, কদর্য্য কার্য্যের সমাচরণ না করিতেছে, অপর যে২ মান্য গণ্য [illegible] ব্যক্তির স্বদেশের মানকে অমান্য করিয়া বিদেশে মান্য হইবার প্রত্যাশায় জন্মভূমিকে পরিত্যাগ করতঃ ম্লেচ্ছদেশে মৃত্যু, স্থান ক্রয় করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের কিঞ্চিন্মাত্রও হানি নাই, [illegible] [illegible] নিন্দা বিদ্বেষকারিরা তদ্রহিত দেশেই নিধন হইয়াছে, বরং ইহাতে হিন্দুধর্ম্মই প্রবল হইয়াছে, কদাচারি ব্যক্তিই কুপথগামী, তদ্দোষে দেশের দোষ হইতে পারে না, শাস্ত্রের ভরসা আছে, কাহার দোষে কেহ দোষী হয় না, [কলৌ কর্ত্তালিপ্যতে। কলিতে কর্ত্তাই কর্ম্মেলিপ্ত সংসৃষ্ট দোষ নাই, যে পাপ করে সেই ভোক্তা হয়, অপর কোন২ ভদ্রসন্তান পূর্ব্বে স্বশরীরস্থ রক্তের উষ্ণতা প্রযুক্ত যৌবনকালে ব্রহ্মিষ্ঠ হইয়া কদর্য্য কর্ম্মের সমাচরণ করিতে অপেক্ষা করেন নাই, বর্ণাশ্রমাচারি দেবপূজকদিগকে পৌত্তলিক বলিয়া ভঙ্গীক্রমে কতইবা ব্যঙ্গ করিতেন, এক্ষণে ব্রাহ্মধর্ম্মে জলাঞ্জলিদিয়া পুনঃ পৌত্তলিক ধর্ম্ম গ্রহণে যথার্থ

হিন্দুদিগের ন্যায় চলিতেছেন, ইহাতে আমরা অত্যন্ত সুখী আছি, যেহেতু মনুষ্য মাত্রেরই যৌবনাবস্থায় লাম্পট্য স্বভাব প্রযুক্ত পরম সুখ জ্ঞানে মহদপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, পরে প্রবীনাবস্থা হইলে আপনিই তদ্দোষ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পূর্ব্বাবস্থার সুখদায়ক কর্ম্ম সকলকে অনুস্মরণ করতঃ অত্যন্ত ক্লেশ বোধে খিদ্যমান হয়েন, ইহা সকলেই আপনং অবস্থার অনুস্মরণ করিলেই বিদিত হইতে পারেন, মনুষ্য সম্বন্ধে যাবৎ বুদ্ধির চাঞ্চল্য দোষ থাকে, তাবৎ ধর্ম্ম বিষয়ক অত্যন্ত গোলোযোগ হয়, পরে পরিপক্ব হইলে স্থির বুদ্ধিতে উপলব্ধি হয়, যে অসৎসঙ্গে অসৎকর্ম্মে কদর্য্যাচারাদি করিয়াছি, সুতরাং এরূপস্ফূর্ত্তি হইলেই পুনঃ ধর্ম্ম পথাবলম্বন করতঃ অসৎকর্ম্মের বিসর্জ্জন করে, বিশেষতঃ এক্ষণকার ব্রহ্ম জ্ঞানিরা ব্রহ্মানুশীলনের এক দিবস নিশ্চয় করিয়াছেন, যেমন ম্লেচ্ছ যবনেরা [সেবৎ] অঙ্গীকার করে, কতশত বিষয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া ধনোপার্জ্জনে সমুদয় যত্নকে সমর্পণ করেন, এবং কর্ম্মস্থলে চৌর্য্য ব্যবহার এক্ষণকার জ্ঞানিদিগের সাধারণ পাপ হইয়াছে, সুতরাং ধনোপার্জ্জনে অতিশয় যত্নবান্ হইলেই বিত্তমোহে আচ্ছন্ন হইয়া পরের অহিতাচরণাদি অসৎকর্ম্ম সাধনের কি অপেক্ষা থাকে, অর্থাৎ অধিক ধন, অধিক ঐশ্বর্য্য, অধিক দুষ্কর্ম্ম ভিন্ন ন্যায়োপার্জ্জনে কদাচ ঘটনা হয় না, যাহারদিগের চিত্তে ধনলোভের প্রভুতা

পায়, তাহারদিগের চিত্তে, জ্ঞান, বৈরাগ্য ধর্ম্ম, এবং সর্ব্ব সাধারণের হিতচিন্তা কদাপি অবস্থান করে না, বিশেষতঃ স্বদেশের অহিতাচার বিষয়ে যে যে কদর্য্য কার্য্য সকল ব্যক্ত আছে, তাহার সমুদয় ভাগই প্রায় ব্রাহ্মদিগকে বর্ত্তিয়াছে, এক্ষণে যদ্যপি তাঁহারা পরহিত চেষ্টায় চেষ্টিত হন, তবে অচিরাৎ ব্রাহ্মধর্ম্মে নিরস্ত হইলেই দেশের পরম কল্যাণ হয়, কিমধিক মিতি, তত্ত্ববোধিনী পত্রে যে সকল অহিতজনক যথেষ্টাচারাদি প্রতি দোষারোপ করিয়া থাকেন, সেই সকল আচারকেই তাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ করিয়া লইয়াছেন, কারণ, ধনোপার্জ্জনে এতাবৎ কোন্ ব্রাহ্মইবা যত্নবান্ নহেন এবং তৎপ্রাপ্ত্যর্থে পরের অহিত চেষ্টায় বিরত হইয়া শুদ্ধ ধর্ম্মোপদেশে কোন্ ব্রাহ্মইবা চিরজীবন ক্ষেপ করিতেছেন, [কালোহি বলবত্তরঃ] কালই বলবান্, কালেই সকল হয়, বর্ত্তমান কলিকালে, যাগ, যজ্ঞ, ক্রিয়াকাণ্ড, দেবার্চ্চনা, বিপ্র ভক্তি, পিতৃমাতৃ সেবা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ, দান, বেদ শাস্ত্র পুরাণাদি যথাবিহিত শ্রবণাধ্যয়নাদি সকল ধর্ম্মই রসাতল গামনোন্মুখ হইয়াছে, একালে জীবের চিত্তের অস্থিরতা প্রযুক্ত কোন নিয়ম, কি তপস্যা, কি ব্রতাদির অঙ্গ শুদ্ধি হয় না, তাহাতে তত্ত্বজ্ঞানানুষ্টানের সহিত সম্বন্ধ কি, কলিকাল জাত মনুষ্যের পরিত্রাণ কারণ কেবল হরিনাম, সুতরাং অন্যান্য যুগাপেক্ষা কলিধন্য, অন্যান্য যুগে নানা প্রকার উপাসনাতে যে গতিলাভ

না হয়, [কলৌতদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ] অতএব বর্ত্তমান কালে অসৎকর্ম্মি জীবের হরিনামের উৎকীর্ত্তন বিনা দুঃখ মোচনের আর অন্য উপায় নাই, হরিসংকীর্ত্তনে সর্ব্বপ্রকার যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সুতরাং নামসংকীর্ত্তনরূপ যজ্ঞে কোনং সুমেধা ব্যক্তি একালে দীক্ষিত হয়েন, হরিনাম গ্রহণে গোহত্যা ব্রহ্মহত্যাদি পাপহইতে অনায়াশে পরিত্রাণ পায়, অতএব স্বকৃত দুষ্কৃতি ক্ষ্যালনার্থে আধুনিক ব্রাহ্মদিগের এক্ষণে হরিসংকীর্ত্তন করাই মঙ্গল হয়, তারকব্রহ্ম হরিনাম, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রেই কহিয়াছেন, যাথা।

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলং। কলৌনাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ পুরাণং।

হরিনাম ব্যতীত কলিতে আর অন্য গতি নাই, গতি নাই, গতি নাই, আদরার্থ ত্রিরুচ্চারণ করিয়াছেন, অথবা মুক্ত, মুমুক্ষু, বিষয়ি এতত্ত্রিবিধ জনেরই মহদুপায় হরিনাম, আত্মাঘাতী ব্যতীত হরিনাম শ্রবণে কে বিরক্ত হয়, শুক, নারদ, প্রহ্লাদাদি মুক্ত পুরুষদিগের গানস্বরূপ হরিনাম, যাঁহারা সংসাররূপ বিষব্যাধিতে পরিমুক্ত হইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারদিগের ঔষধস্বরূপ হরিনাম, বিষয়ি অর্থাৎ নিতান্ত মুগ্ধচিত্ত সংসারি জীবের লীলা কথাদি সংযোগে হরিনাম শ্রবণে, শ্রোত্র ও মনের অভিরঞ্জন হয়, এইহেতু হরিনামে বিরক্ত কেহই নহেন। তথাহি॥

কোন ভাবে হরিস্মরণ করুক, কিন্তু হরিতে বৈষম্যাচার নাই এইহেতু হরি সেই সকল ব্যক্তির চিত্তস্থ সমস্ত পাতকের অপহরণ করেন, যেমন অনিচ্ছা পূর্ব্বক অগ্নিকে স্পর্শ করিলেও দাহিকা শক্তি প্রভাবে অগ্নি অবশ্যই দাহ করেন।

বিশেষতঃ যে ব্যক্তি যে কর্ম্ম করুক, হরিস্মরণ ব্যতীত শুদ্ধি হইতে পারে না, অগ্রে হরিনাম গ্রহণ না করিলে কোন মন্ত্র ফলদ হয় না, যথা।

> হরিনাম বিনাবৎস কর্ণ শুদ্ধি র্নজায়তে। কর্ণ শুদ্ধিং
> বিনানৈব মন্ত্র শুদ্ধিঃ প্রজায়তে॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং।

ভগবান্ বেদব্যাস্ সূতকে কহিয়াছিলেন, যে হরিনাম ব্যতীত মঙ্গল আর নাই পঞ্চায়তনী দীক্ষা বিষয়ে অর্থাৎ শাক্ত, শৌর, শৈব, গাণপত্য, বৈষ্ণব মন্ত্রাদি প্রদান কালে গুরু অগ্রে কর্ণে হরিনাম দীক্ষা করাইবেন, অর্থাৎ হরিনাম ব্যতীত কোন মতে কর্ণশুদ্ধি হয় না. কর্ণশুদ্ধি বিনা কোন মন্ত্রই সিদ্ধি হইতে পারে না, অতএব হরিনামই মহামন্ত্র তদ্গ্রহণে জীব তৎ ক্ষণাৎ ব্রহ্মময় হয়, তথাহি।

> গ্রহণাদস্য মন্ত্রস্য দেহীব্রহ্মময়োভবেৎ। সদ্যঃ পূতো সুর।
> পোপি সর্ব্বসিদ্ধি যুতোভবেৎ॥ ব্রহ্মাণ্ড পুরাণং।

হরিনাম মহামন্ত্র গ্রহণ মাত্রেই জীব ব্রহ্মময় হয়, যদ্যপি নিরত সুরাপানাদি অসৎকর্ম্মও করিয়া থাকে তথাপি হরি

নামের ফলে সদ্য পবিত্র হইয়া সর্ব্বসিদ্ধি যুক্ত হয়।

এইহেতু ভোগাপবর্গ সাধনের মূল হরিনাম, হরিনাম সাধকের মুক্তি করতলস্থ হরিসংকীর্ত্তনের তুল্য মুক্তির অন্য কোন উপায় নাই, তথাহি।

বেদেরামায়ণেচৈব পুরাণে ভারতেতথা। আদাবন্তেচ মধ্যেচ হরিঃ সর্ব্বত্র গীয়তে॥ পুরাণং।

বেদ পুরাণ ইতিহাস এবং রামায়ণাদি শাস্ত্রে কহিয়াছেন যে আদ্য অন্তমধ্য সর্ব্বত্রেই হরিসংকীর্ত্তন করিবেক, যদি আধুনিক জ্ঞানিরা এমত কহেন, যে পুরাণ ইতিহাসাদি শাসনে হরিসংকীর্ত্তন বটে, কিন্তু বেদানুশাসনে হরিসংকীর্ত্তনের প্রমাণ নাই, তদর্থে উদাহরণ দিতেছি, ঋক, যজু, সাম, অথর্ব্বাদি চতুর্ব্বেদেই হরিসংকীর্ত্তন করিতে আজ্ঞাদিয়াছেন, যথা।

ওঁ সহনা ববত্ত সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনা বধীতমস্তু মাবিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তি৩ হরি ওঁ॥ আথর্ব্বণীশ্রুতিঃ॥

আমারদের গুরু শিষ্যকে রক্ষাকরুন, গুরু শিষ্য উভয়কে গ্রহণ করুন, উভয়ের শিক্ষিতা বিদ্যাকে বীর্য্যযুক্তা করুন, যাহা অধ্যয়ন করিয়াছি তাহাকে তেজযুক্ত করুন, আমারদিগের গুরু শিষ্যের বিদ্বেষভাব না হউক, এইহেতু আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, ত্রিবিধ তাপোপশমনার্থ শান্তি শব্দের

ত্রিবচ্চারণ করতঃ পরব্রহ্মবাচক, হরিস্মরণ করিয়াছেন, পরম মঙ্গলায়তন হরিনামকে বেদে ব্রহ্ম বলিয়া উক্ত করেন, যাঁহারা হরিনামে বৈমুখ অথচ আমরা জ্ঞানী বলেন, তাঁহারদিগের তুল্য অজ্ঞানি নাই।

যেহেতু শান্তিপ্রদ হরি, অতএব বেদে হরিস্মরণের গৌরব করিয়াছেন, মুক্তিপদ প্রাপ্ত হইলেই সর্ব্বাপদের শান্তি হয়, সেই মুক্তি হরিনাম সাধকের করতলস্থ, একারণ হরিনামোৎ কীর্ত্তন সর্ব্ব শাস্ত্রেই আদরণীয় হইয়াছে, যদি বল মঙ্গল বাচক হরি শব্দ একারণ হরিশব্দ বেদে উক্ত হইয়াছে, উত্তর, ইহাও পরম মঙ্গল, তাহাতেও ক্ষতি কি, যেহেতু মরণ ধর্ম্ম হইতে অমঙ্গল আর নাই, সেই মরণ ধর্ম্ম হরিধ্বনি শ্রবণে অতি দূরে পলায়ণ করে, যেমন সিংহরবে ক্ষুদ্র মৃগ পলায়ন পরায়ণ হয়, অর্থাৎ হরি সংকীর্ত্তন করিলে আর মৃত্যু হয় না, এবং হরিই যে পরব্রহ্ম তাহা শঙ্করাচার্য্য কৃত বেদান্ত ভাষ্যে দৃষ্টি করিলেই বিজ্ঞাত হইতে পারেন, যথা।

সএব মণীয়স্ত্বাদি গুণ গণোপেত ঈশ্বর স্তত্র হৃদয় পুণ্ডরীকে নিচায্য দ্রষ্টব্য উপদিশ্যতে। যথা শালগ্রামে হরিঃ। শাঙ্করিভাষ্যাৎ॥

অধ্যাত্ম উপাসনায় সাধক দিগকে উপদেশ করিতেছেন, যে পরমেশ্বরকে হৃৎ পদ্মমধ্যে ধ্যান করিবেক, অর্থাৎ জীব শরীরাভ্যন্তরে হৃৎ পুণ্ডরীক তাঁহার এক প্রধান আধার হয়, যদি বল সর্ব্বব্যাপক ঈশ্বর অত্যল্প স্থান হৃদয় তাহাতে কিরূপে

তাঁহার অবস্থান হয়, উত্তর, অণিমাদি গুণ বিশিষ্ট ঈশ্বর অর্থাৎ স্থূল হইতেও স্থূল সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর, তাঁহাকে ধ্যান দ্বারা হৃৎপদ্মে অবলোকন করতঃ উপাসনা করহ। যথা শ্রুতিঃ "সহস্রশীর্ষাপুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ। সভূমিং সর্ব্বতোবৃত্বা অত্যতিষ্ঠদ্দশাঙ্গুলং" সহস্র মস্তক সহস্র চক্ষু সহস্র চরণ জগদীশ্বর যদিও ব্যাপকত্ব রূপে ভূম্যাদি সমস্ত জগৎকে ব্যাপিয়া আছেন, তথাপি অণীয় রূপে অর্থাৎ সূক্ষ্ম রূপে নাভিহইতে দশাঙ্গুলোর্দ্ধ্বে, হৃৎ পুণ্ডরীকে অবস্থিতি করেন, যেমন বিরাট রূপী ভগবান হরি যিনি সর্ব্বব্যাপক তিনি সূক্ষ্মরূপে স্বল্পাধার শালগ্রাম শিলা মধ্যে নিত্য অবস্থিতি করেন, সুতরাং অধ্যাত্ম যোগীরা ঐ ঈশ্বরকে হৃৎ পুণ্ডরীকে ধ্যান করিবেক, সংসারি জীবেরা বাহ্য শালগ্রামাদি আধারে তদ্রূপ চিন্তাকরতঃ উপাসনায় পরি মুক্ত হইবেক, অতএব যাঁহারা হরিপরাঙ্মুখ হইয়া মুক্ত হইতে আশা করেন তাঁহারদিগের সে আশাকে দুরাশা কহিতে হয়, যেমন আকাশ রূপ মহাবৃক্ষের ফল ভোগের আশা মাত্র। ওঁ হরয়ে নমঃ।

বিজ্ঞাপন।

সর্ব্বসাধারণ প্রতি বিজ্ঞাপন করিতেছি, যে সন ১২৫৪ সাল ও সন ১২৫৫ সাল ও সন ১২৫৬ সাল ও সন ১২৫৭ সাল এতৎসংবৎসরচতুষ্টয়ের নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রের ৪ খণ্ড পুস্তক প্রস্তুত আছে, মুল্য নিরূপণ প্রতি খণ্ডে ৩ বস্ত মুদ্রা, যাঁহার গ্রহণেচ্ছা হইবেক তিনি পাতুরিয়াঘাটার শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটীতে মুল্য প্রেরণ করিলেই প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

☞ এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদ্বয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বন্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেসে মুদ্রাঙ্কিত হইল।

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৩ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ২৯ অগ্রহায়ণ রবিবার

জগদীশ্বর সৃষ্ট এতদ্বিশ্বের কৌশল কেহই উপলব্ধি করিতেপারেন না, অতি বৃহৎ ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তু সকলকে অতি সূক্ষ্ম রূপে জীব শরীরে সংস্থাপিত করিয়াছেন, অর্থাৎ চতুর্ব্বিধ প্রজা সর্জ্জনদ্বারা জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে (উদ্ভিজ্জ,) তরু, গুল্ম, লতা তৃণ ওষধ্যাদি, (স্বেদজ) কৃমিকীট মশকাদি, (অণ্ডজ) মৎস্য, সর্প, পক্ষীত্যাদি (জরায়ুজ) পশু মনুষ্যাদি, যথা (উদ্ভিজ্জ স্তরুগুল্মাদ্যাঃ

স্বেদজাশ্চাণ্ডজাশ্চ । অণ্ডজা স্ত্রিবিধাঃ প্রোক্তা জলজোয় ভূচরাঃ । জরায়ুজাশ্চ পশবো মানুষা দেবাশ্চৈবহি । বৃক্ষ গুল্মাদি উদ্ভিজ্জ, মশকাদি স্বেদজ, জলচর ভূচর আকাশচর ত্রিবিধ অণ্ডজ, জীবগণের মধ্যে সংখ্যায় চতুর্থাংশে জরায়ুজ, যথা গো মহিষ, গণ্ডার, অশ্ব, হস্তী, সিংহ ব্যাঘ্র পশ্বাদি, মনুষ্য, গো, ছাগ, মেষ, শৃগাল, কুক্কুর মার্জ্জার, ইত্যাদি প্রাণী, দেখ আশ্চর্য্য যদ্যপি অপরিমিত সৃষ্ট বস্তুর সারাংশের অংশ সংখ্যা, এই চতুর্ব্বিধ প্রকার মধ্যে অচেতন উদ্ভিজ্জ হইতে স্বেদজের অল্পতা, স্বেদজ হইতে দশাংশ পরিমাণে অণ্ডজ হয়, অণ্ডজাপেক্ষা জরায়ুজ প্রাণী অল্প, জরায়ুজের মধ্যে এমনকি, পশু হইতে মনুষ্য সংখ্যা অল্প, মনুষ্য মধ্যে পণ্ডিত ও মূর্খ তন্মধ্যে মূর্খ হইতে পণ্ডিতের অল্পতা পণ্ডিতের মধ্যে ধার্ম্মিক অল্প হয়, ধার্ম্মিকের মধ্যে তত্ত্বজ্ঞ অল্প, তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে মোক্ষেচ্ছু হইয়া যোগানুষ্ঠানকারির অত্যল্প সংখ্যা হয়, অতএব, বিজ্ঞবরেরা বিবেচনা করিবেন, যে শাস্ত্র পাঠকরিয়া তত্ত্বজ্ঞানের কথা কহিতে সকলেই শক্ত, কিন্তু তদনুষ্ঠান কর্ত্তাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়না, একপ্রকার তত্ত্বজ্ঞানিদিগের মুখেরধার বড়, কলে কার্য্যেরধারে কচীশাখার ও ছেদন হয় না, "ব্রাহ্ম ধর্ম্ম" নামে এক অভিনব পুস্তিকা সংগ্রহ করিয়া স্বকপোল কল্পিত যুক্তিদ্বারা তন্মধ্যে ব্যক্ত করিয়াছেন, যে সম্যক বেদ বেদান্তকে মন্থন করিয়া এই গ্রন্থ আমরা রচনা করিলাম, এও

একোবিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার জ্ঞান নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌশেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি কথিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৫ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ পৌষ সোমবার

ভবিষ্যৎ বক্তারা লেখেন যে কলিতে অন্ন ও যোনি বিচার থাকিবেক না, সকলেই ব্রহ্ম ব্রহ্ম বলিয়া বাদানুবাদ করিবেক, কিন্তু যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞানের পথেও গমন করিবেক না, কেবল শিশ্নোদর পরায়ণ হইয়া কালযাপন করিবেক, অক্ষোভে শূদ্রা দিকে বেদবিদ্যা প্রদান করিবেক, এবং শূদ্রেরাও শাস্ত্রাজ্ঞি ক্রমে বেদপাঠে নিযুক্ত হইবেক, বেদমার্গ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইচ্ছামত ধর্ম্মযাজন ও ম্লেচ্ছোচ্ছিষ্ট অন্নাদিভোজন করতঃ প্রায় ম্লেচ্ছ হইবেক, কলিযুগের পঞ্চ সহস্র বৎসরের কিঞ্চিৎ

ন্যূনকালে হিমকেন্দ্রনিবাসী শ্বেতবর্ণ ম্লেচ্ছ সৈন্য, যাহারা সর্ব্বাভরণ শূন্য শুদ্ধবস্ত্রোপশোভী অতিবলিষ্ঠ বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র নিন্দক, তাহারাই এই পৃথিবীতে কিছু কাল রাজা হইবেক, যথা, [কলৌ পঞ্চ সহস্রাব্দে কিঞ্চিন্ন্যূনে দ্বিজর্ষভাঃ। ম্লেচ্ছানীকাঃ শ্বেতবর্ণাঃ শূরা বস্ত্রোপশোভিনঃ। ভবিষ্যন্তি মহী পালাঃ কলৌবৈ বেদনিন্দকা ইতি ভবিষ্যে।] তৎকালে ম্লেচ্ছশাস্ত্র পাঠকরতঃ তদ্ধর্ম্মানুযাজন করিবেক, এক্ষণে এই সময়ে তত্তৎ প্রমাণের ফল প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইতেছে, বিশেষতঃ ব্রাহ্ম ধর্ম্মী ও ক্রাইষ্ট ধর্ম্মী উভয় দলই কলিযুগের ধর্ম্মপোষক, সুতরাং যথার্থ বৈদিক জাতীয়েরা একালে উৎসাহ বর্জ্জিত হইয়াছেন, যে কালের লোকেরা অল্পায়ুষ, অল্পবুদ্ধি, অল্প সত্ব, অল্প শ্রমী সর্ব্বতঃ প্রকার নিয়ম রক্ষা করিতে অক্ষম, বিধিপূর্ব্বক নিয়ম রক্ষায় ধর্ম্মযাজনকে সেকালের লোকের দিগের অলীক বোধ অবশ্যই হইতে পারে, এই সাবকা শেই ব্রাহ্ম ধর্ম্মীরা যথেচ্ছাচার পূর্ব্বক পরব্রহ্মোপাসনার এক নূতন মত বাহির করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহারদিগের মতে উপাসনায় দেশের নিয়ম নাই, কালের নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষের নিয়ম নাই, যবন ম্লেচ্ছাদি জাতির নিয়ম নাই, ব্রতোপবাস নাই, আহার ব্যবহারের কোন বিচারের আবশ্যক নাই, মদ্যমাংসাদি ভোজনে কোন বাধা নাই, যে কোন দিবসে একবার ব্রহ্মসভায় গিয়া মুখে বলিলেই হইবে যে একমাত্র পরব্রহ্ম আছেন, অনন্তর সকল

কার্য্যই চলিতেক, সাংসারিক কোন কর্ম্মের ব্যাঘাৎ নাই, অভিলষিত কর্ম্ম সাধনের কোন বাধাজন্মিবেনা, সুতরাং এরূপ অনিয়মে যদি ধর্ম্ম রক্ষা হয়, তবে নিয়ম পাশে বদ্ধ হইয়া অহরহ ক্লেশ পরিগ্রহে ধর্ম্ম রক্ষার্থে লোকের যত্ন কেন হইবেক, এই ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা দেখিয়া মিশনারিরাও সাবকাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, যে হিন্দুগণকে খ্রীষ্টিয়ান করায় আমারদের অধিক ক্লেশ পাইতে হইবেক না, যেহেতু, ব্রাহ্ম মহাত্মারাই হিন্দুদিগের চিত্তহইতে ধর্ম্ম শ্রদ্ধার অন্তরকরিয়া দিতেছেন, অস্মদাদিরা উপলক্ষমাত্র, মনুষ্য সম্বন্ধে জাতিধর্ম্ম আহার ব্যবহারাদির বিচারই দৃঢ়বন্ধন যদ্যপি তদ্বন্ধনের শৈথিল্য হয় তবে হিন্দুদিগেরসহিত যবন ম্লেচ্ছ সম্বন্ধ নিরর্গক হইয়া যায়, সুতরাং ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা ব্রাহ্ম ধর্ম্মকেই সেতু করিয়া জাতি ধর্ম্মরূপ সাগরোত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুধর্ম্মস্বরূপ রত্নময় গৃহে বহ্নিপ্রদান করিতেছেন, ইহা বিচক্ষণ মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারেন, আমরা নিশ্চয় করিয়াছি যে কতক গুলিন অর্ব্বাচীন হইতেই এই হিন্দুস্থানীয় শোভনধর্ম্ম উচ্ছিন্ন হইল, আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরদিগের পূর্ব্বাচার্য্য রামমোহনরায়, এক্ষণে তাঁহার মতকেও অগ্রাহ্য করিয়া ইহাঁরদিগের দেব গ্রাহ্য মত হইয়াছে, পূর্ব্বে মৃত রায় মহাশয় জ্ঞানিদিগকে লক্ষ করিয়া স্বকৃত বেদান্ত অনুবাদিত ইংরাজী পুস্তকে লিখিয়াছি লেন, যে "যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞান উপলব্ধি হইলে কর্ম্মকাণ্ডে তাদৃক প্রয়োজন থাকেনা বটে, তথাপি জ্ঞানিদিগের কর্ম্মকাণ্ড সাধন

করা অবশ্য কর্ত্তব্য, কোনমতে ত্যজ্য নহে, কেননা তৎসাধনে ঐব্রহ্ম জ্ঞান সর্ব্বদা স্ফূর্ত্তি হয়, বিশেষতঃ বেদবেদান্ত বিধির অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান হওয়া দুর্ল্লভ, ইহার স্বরূপ লক্ষণ এই যে সকাম সাধনার নাম, (ধর্ম্মজিজ্ঞাসা,) নিষ্কাম সাধনার নাম (ব্রহ্মজিজ্ঞাসা) অতএব ব্রহ্মজিজ্ঞাসার পূর্ব্বে ধর্ম্মজিজ্ঞাসার অবশ্য কর্ত্তব্যতা। তদর্থে বেদান্ত দর্শনে প্রথম সূত্র উদ্ধার করিয়াছেন, যথা।

অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ॥ ১ ॥ বেদান্তঃ ॥

কর্ম্মকাণ্ডানন্তর ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা করিবেক, বেদের এই মর্ম্ম যে যাবৎ কর্ম্মকাণ্ড রাখিবেক তাবৎ গৃহস্থ ধর্ম্মে থাকিবেক, কর্ম্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি হইলে অর্থাৎ জগৎকে অনিত্য দেখিলে অনন্তর সংসার ধর্ম্মত্যাগ করিয়া দণ্ড গ্রহণে ব্রহ্ম জ্ঞানানুষ্ঠান করিবেক, যে হেতু ঋগ্বেদের অনুক্রমণিকাতে লিখিয়াছেন, যথা [ব্রহ্মানুষ্ঠান পরমহংস স্যৈব ধর্ম্ম] ব্রহ্মানুষ্ঠান পরমহংসের ধর্ম্ম, সুতরাং অসংসারি ব্রহ্মজ্ঞান সংসার বিষয়ে সংসৃষ্ট দোষি ব্যক্তির কদাচ সমাচরণীয় নহে, তথাপি শাস্ত্রাতিক্রমে যে ব্যক্তি তাহাতে প্রবৃত্ত হয় সে অজ্ঞান, উন্মত্ত, ভ্রষ্টাচারি রূপে জ্ঞানীদিগের নিকট ঘৃণিত হয়, শঙ্করাচার্য্যও ভাষ্যে লিখিয়াছেন, যে অসংসারি ক্রিয়া সংসারে থাকিয়া হয় না, অর্থাৎ অনিত্য সংসৃষ্ট দোষে নিত্যেরও প্রভাব থাকে না, যেমন দ্যূত ক্রীড়ার নিকট থাকিলে নির্ব্বিরোধেও বিরোধের উৎপত্তি হয়, অপরি সমাপ্ত কর্ম্মী কদাচ

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৬ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ২৯ পৌষ সোমবার

অস্মদাদির "নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা„ পত্রিকা কয়েক বৎসর অবসান হইল প্রকাশিতা হইয়াছে, তাহাতে বিশেষ ব্যক্তির প্রতি কটাক্ষ নাই, যথার্থ হিন্দুধর্ম্ম; কি, আর কিরূপ আচার করিলেইবা হিংন্দুধর্ম্ম রক্ষাহইতে পারে, এই অভিপ্রায়ে বিশিষ্ট বিচক্ষণ তত্ত্বজ্ঞানিদিগের প্রতি প্রশ্নকরা মাত্র, অপিচ জাতিবিচার, শ্রাদ্ধ তর্পণ দোল দুর্গোৎসব যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড ব্রত নিয়মাদি করণেই বা ব্রহ্মধর্ম্মের হানি কি, তদিতর বাণিজ্য কর্ম্ম ও রাজকর্ম্ম, দাসবৃত্তি, প্রভৃতি

সাংসারিক বহুবিধ বিষয়ের উপলক্ষে প্রবঞ্চনাদ্বারা দ্রব্যো পার্জ্জন করাই কি, ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ, না, একমাত্র নিরাকার ব্রহ্ম আছেন বলিয়া স্পৃশ্যাস্পৃশ্য দোনাদি গ্রহণ না করিয়া অবৈধ মদ্য মাংসাদি ভোজন পূর্ব্বক যথেষ্টাচারি হইলেই হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা করা হয়? শাস্ত্রোক্ত নিষিদ্ধানুষ্ঠান বর্জ্জন পুরঃ সর প্রসিদ্ধানুষ্ঠানে যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড দোল দুর্গোৎসব ব্রত নিয়ম শ্রাদ্ধ তর্পণ এবং পৃথক২ বর্ণ বিশেষ সংস্থাপনে বিধি পূর্ব্বক আহারাদি করিলে কি, হিন্দুধর্ম্ম রক্ষা হয়না, এই সকল ব্যবস্থা তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকদিগের নিকট করেক বৎসর জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি, বিশেষতঃ এই সকল প্রশ্ন জিজ্ঞাসু হইয়াই এতৎ পত্রিকা প্রকাশ করাগিয়াছে, এরূপ সন্দেহ স্থলে যথার্থ মীমাংসা লিপি যোগে তত্ত্ব বোধিনী পত্রে প্রকাশ করিলেই দেশের পরম মঙ্গলহয়, কিন্তু উক্ত পত্রিকা প্রকাশক জ্ঞানিরা প্রাণান্তেও স্বরূপ বাক্যের উত্তর লিখিবেন না, শুদ্ধ স্বার্থ সাধনে তৎপর হইয়া আপনার দিগের দলবর্দ্ধন যাহাতেহয়, তাহাতেই সমস্ত যত্নকে সমর্পণ করিতেছেন, যেস্থানে ইংরাজী মতে যথেষ্টাচারের অঙ্কুর দেখেন তৎক্ষণাৎ সেইস্থানে গমন করিয়া ঐ যথেষ্টাচারের সহিত সমবেত করতঃ ব্রাহ্মধর্ম্মের উদয় করেন, অর্থাৎ অসদা চারির চিত্ত ভূমি ব্যতীত কদাপি অনিত্য আধুনিক ব্রাহ্ম ধর্ম্মের বীজাঙ্কুরিত হয় না, যেস্থলের লোকেরা শাস্ত্র দৃষ্টে শুদ্ধাচারের অনুষ্ঠান করে, সেস্থলে কোন ক্ষমতাই প্রকাশ

সংসর্গবশে জীব সদসৎ সকল কর্ম্মই সম্পাদন করেন বস্তুতঃ শুদ্ধ সত্বাত্মক জীব সদসৎ সকলকর্ম্মেই বর্জ্জিত হয়েন মনের সহিত বুদ্ধিসংযোগে সৎ কি অসৎ কর্ম্ম সর্ব্বদাই করেন। অর্থাৎ জীবের কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব অভিমান নাই কিন্তু ভোক্তা, কর্ত্তা রূপে প্রত্যক্ষ দেখাযায় স্বরূপতঃ তদভিমান ভাক্তমাত্র, আত্মার অপরা মূর্ত্তি বলিয়া যাবত্ স্ফূর্ত্তি না হইবে তাবৎ যাতায়াত নিবারণ হয় না ফলিতার্থ জীব ব্রহ্মের গতি লক্ষণ উপলব্ধি করিতে কেহই শক্ত নহেন, যতইবিচার করুন, কিন্তু সকল বিচারের অবশিষ্ট তিনি, কেবল তদনুকম্পায় দিব্যজ্ঞানের স্ফূর্ত্তি হইলে স্বরূপার্থ বোধ হয়, তাহা বাচনিক কহিতে পারাযায় না। যেহেতু তিনি বাগিন্দ্রিয়ের অতীত।

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন।

সম্পাদক।

অদ্যবাসরীয় সমাপ্তা।

এই পত্রিকা প্রতি মাসে বারদয় মুদ্রিতা হইয়া পাতুরিয়াঘাটার শ্রীযুত বাবু শিবচরণ কারফরমার বাটী হইতে বণ্টন হয়।

কলিকাতা—শাঁখারিটোলা বঙ্গদেশীয় সোসাইটি প্রেষে মুদ্রাঙ্কিত হইল

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৭ সংখ্যা শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ মাঘ মঙ্গলবার

চিরকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত মত আছে, যে সাকার নিরাকার উভয় প্রতিপাদক শ্রুতি বেদ প্রসিদ্ধ, যখন যখন নিরাকর বাদী পণ্ডিতেরা ব্রহ্ম বিষয়ক বিচার করিতেন, তখন তখন, নিরাকার প্রতিপাদক শ্রুতির গৌরব রাখিয়া জানাইতেন এইমাত্র, নচেৎ সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি যে অগ্রাহ্য এমৎ তাৎপর্য্যে বক্তৃতা করিতেন না, ইদানীন্তন মৃত রামমোহন রায় মহাশয় ও তত্ত্বজ্ঞানিপদে অভিষিক্ত হইয়া সাকার

শ্রুতির অমান্য করেন নাই, অর্থাৎ সাকার প্রতিপাদক শ্রুতি উচ্ছেদ করিতে অসমর্থ হইয়া অঙ্গীক্রমে গৌণস্বরূপে স্বীকার করিয়াছেন, সেই চতুরতার মর্ম্ম তৎকালে পণ্ডিতেরা বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এক্ষণে তত্ত্ববোধিনী প্রকাশ কেরা সেনতেও অগ্রমত, কেবল শিব দুর্গা রাম কৃষ্ণাদিকে পরমেশ্বর রূপে নামানিয়া সামান্য মনুষ্যত্বে পরিচিত হইতে ছেন, হউন তাহাতে ঈশ্বররূপের হানি নাই, এবং তাহাঁর দিগের প্রতিও বক্তব্য নাই, কারণ ভ্রমবিশিষ্ট ব্যক্তিকে ভ্রান্ত কহিতে হয়, সুতরাং ভ্রান্তি থাকিলে তাহার কাম্য অবশ্যই হয়, অভ্রান্তচিত্তে ভ্রান্তির অবস্থিতি হয় না, একা ভ্রান্তির ক্ষমাতাতেই সর্ব্ব প্রকার অনর্থের উদয় হয়, যথা পুরাবৃত্তে দেখেন যে মহারাজাধিরাজ যুধিষ্ঠির দেবের সভায় জলে স্থলভ্রম, স্থলেজলভ্রম দ্বারে অদ্বারভ্রম অদ্বারে দ্বারভ্রম, হওয়াতে মহারাজাদুর্য্যোধন হইতে এই পৃথিবীর কিনা অকৌশল ঘটিয়াছিল, যথার্থ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণকে ভ্রমবশতঃ নিরীশ্বর কহাতে শিশুপালাদি রাজাদিগের অনিষ্টফলের কি অপেক্ষা রহিয়াছিল, আর মানবীভ্রমে পূর্ণা প্রকৃতি মহালক্ষ্মী সীতা হরণে মহারাজা লঙ্কাধিপতি রাবণের লঙ্কা কি শঙ্কাকুলা হয়নাই, না, দৈত্যাধিপতি শুম্ভ নিশুম্ভাদিরা যম কর্ত্তৃক নির্যা তিত হয়নাই, বর্ত্তমান কালে যদ্যপি কেহ সাক্ষ্য প্রদান কালে ভ্রম বশাৎ রাজ পুরতঃ বিতথ বাক্যের প্রয়োগ

করে, তবে কি সেই ব্যক্তি রাজপুরুষ কর্ত্তৃক যথোচিত লাঞ্ছিত হয় না। অতএব মনুষ্যসম্বন্ধে ভ্রম নিবারণোপায় সর্ব্বথা সর্ব্বতঃ প্রকারে কর্ত্তব্য। তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা কি বিবেচনায় এই সকল বক্তৃতা করিয়া জনচিত্তে ভ্রান্তিবীজের বপন করিতেছেন, ইহা আমরা বুঝিতে অশক্ত হইলাম। সে যাহা হউক, কিন্তু সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাতেই পরব্রহ্মকে সাকার বলিয়া অঙ্গীকার করা হইয়াছে, কেননা, নিরাকারের কর্ত্তৃত্বাভাব, সুতরাং কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব সগুণ ব্রহ্মকেই প্রতিপন্ন হয়, যথা।

কর্ত্তৃত্বাদিকৌ পরমেশ্বরস্য শরীরসিদ্ধিঃ স্বতঃপ্রতীতা। ঘটস্য কর্ত্তা খলু কুম্ভকারঃ কর্ত্তা শরীরী নচ নাশরীরী। শতদূষণ্যাং॥

বেদ বেদান্তে পরমেশ্বরের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করাতে তাঁহার শরীরীত্ব সিদ্ধি আপনিই হইয়াছে, যেহেতু ঘটকার্য্যের কর্ত্তা কুম্ভকার, সে অশরীরী নহে, সুতরাং অশরীরী হইতে বিশ্ব কার্য্যোৎপত্তি কোনমতেই হইতে পারেনা। তথাহি।

কর্ত্তাশাস্ত্রার্থ বত্ত্বাৎ॥ ৩৩॥
বেদান্তং। ২। ৩॥ ভাং॥

তদগুণ সারত্বাধিকারেণৈবাপরোপি জীবধর্ম্মঃ প্রপঞ্চ্যতে। কর্ত্তা চায়ং জীবঃস্যাৎ। কস্মাৎ, শাস্ত্রার্থ বত্ত্বাৎ। তদ্ধিকর্ত্তুঃ সতঃ কর্ত্তব্য বিশেষ মুপদিশতি। নচাসতি কর্ত্তৃত্বে তদুপপদ্যতে। এষহি

দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মা পুরুষ ইতি॥ ৩৩॥

শাঙ্করি ভাষ্যং॥

পরমেশ্বরের অপরা মূর্ত্তিজীবঃ। তদাগুণসারত্ব প্রযুক্ত অর্থাৎ তদংশভূত অন্য পরমেশ্বরানুরূপ জীবের কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্ব হয়, যদি বল তাহার হেতুকি, উত্তর, শাস্ত্রার্থ বত্ত্ব প্রযুক্ত, জীবকর্ত্তা শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে, যথা তন্ত্রং (সঙ্গত্যা সদসৎ কর্ম্ম জীবঃ সর্ব্বং করোতিহি) মনোবুদ্ধি সংযোগে সদসৎ তাবৎ কার্য্যই জীবকরেন, ইহাতে জীবকেই কর্ত্তা বলিয়া প্রত্যয় হয়, এই পরমাত্মা দ্রষ্টা শ্রোতা মন্তা বোদ্ধা কর্ত্তা বিজ্ঞানাত্মাপুরুষ, মায়াবচ্ছিন্নত্ব ইহাঁর জীবসংজ্ঞা, এই বিদ্যমান জীবসত্ত্বে নিতান্ত অবিদ্যমান নির্গুণ পরমাত্মার কর্ত্তৃত্বের প্রতি কিরূপে নির্ভর করাযায়, বিদ্যমান কর্ত্তার কর্ত্তব্যতার বিশেষ উপদেশ সম্ভাবিত হয়, অবিদ্যমান কর্ত্তার কর্ত্তব্যতার বিশেষ উপদেশ সম্ভব হয় না, একারণ এই যুক্তি সিদ্ধ হয়, যদ্যপি পরমেশ্বর নিরাকার হন, তবে তাঁহার কোন মতেই সৃষ্ট্যাদিকার্য্যে কর্ত্তৃত্ব স্বীকার করা যাইতে পারে না, সুতরাং জীবের কর্ত্তৃত্ব হয়, কিন্তু সকল শাস্ত্রেই কহে পরমেশ্বর ব্যতীত শুদ্ধজীবের কর্ত্তৃত্ব নাই, পরমাত্মার সত্ত্বায় তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সত্ত্বা হয়, এইহেতু সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের আদি কর্ত্তা এক পরমেশ্বর, তিনি সর্ব্বজ্ঞ, জীব অসজ্ঞ, জীবেতর সর্ব্বকর্ত্তা পরমেশ্বর, সুতরাং তাঁহার কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধি প্রযুক্ত বেদেসাকার

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং গৌরবক্ত্রং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি র্ণিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৮ সংখ্যা। শকাব্দঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩০ মাঘ বুধবার

আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের মত যে বেদবিরুদ্ধ ইহা সকলেই বিশেষ উপলব্ধি করিয়াছেন। যেহেতু বেদাদি সকল শাস্ত্রেই কহেন, শূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে অনধিকার, ও সর্ব্বজাতির সহিত সর্ব্বান্ন ভক্ষণ নিষেধ, এবং জাতিধর্ম্ম সদাচারাদির বিচার অবশ্য কর্ত্তব্য, বিশেষতঃ বেদবেদান্ত পুরাণাগম ইতিহাসাদি সমস্ত শাস্ত্রেই বর্ণাশ্রমাচার ধর্ম্ম ও সদাচারাদির বিধি আছে, যথেষ্টাচার করিতে অনুশাসন করেন নাই, কিন্তু ব্রাহ্ম্যদিগের আধুনিক মতের সহিত এই সকল শাস্ত্রের কোন

সম্বন্ধ ঘটে না সুতরাং এমতকে বিশেষ আশ্চর্য্য মত কহিতে হয়, ইহাতে জাতিধর্ম্ম, সদাচার, স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্যের কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই, অথচ বিচার ভূমিতে যৎকালীন আরোহণ করেন, তৎকালীন শাস্ত্রীয় প্রমাণের অঙ্গীকারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে লিখিয়া থাকেন, যে "বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না,, কার্য্যে তাহাতে সতত বিরত হইয়া তদ্বিপরীত কর্ম্মের সমাচরণ সর্ব্বদাই করেন, এবং শাস্ত্রাতিক্রম জন্য অপকৃষ্টদোষ ক্ষালনার্থ লোকের নিকট ব্যক্ত করেন, যে "অামরা ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ,, অর্থাৎ ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের বেদবিহিত কোন কর্ম্মের আবশ্যক নাই। ইহা সর্ব্বসাধারণের বুদ্ধিতেই উপস্থিত হইতে পারিবেক, যে এতদ্যুক্তি শাস্ত্র সঙ্গত নহে, শুদ্ধ অভি প্রায়ানুসারে নূতন মত স্থাপনার্থ যত্নেই একচতুরতা করিতেছেন, কিন্তু নব্য বুদ্ধিমানেরদের বুদ্ধিতে উপস্থিত হইয়াছে, যে পরকালের কথা পরকালে প্রকাশ হয় কি না হয় তাহার বিশ্বাস নাই ইহকালের সহিত তাহারসম্পর্ক কি, এক্ষণে যাহা করাযায় তাহাই সর্ব্বথা রোচক হয়, হা, ইহাক্ষণকাল ও মনে ভাবেন না, যে সকলকে নির্ব্বোধ কহিয়া আপনি সুবোধ হইতে চাহিলে, আপনারি নির্ব্বোধতা প্রকাশ পায়, ইহা নিশ্চয় জানিবেন যে স্বজাতীয় ধর্ম্মত্যাগ যে ব্যক্তি করে সেই নির্ব্বোধ, তাহার ইহ পরকালের মধ্যে কোন কালেই কল্যাণ হয় না, অতএব সর্ব্ব

সাধারণের হিতার্থ এবং ধর্ম্মবিভ্রষ্ট নির্ব্বোধদিগের বোধোদয়ের নিমিত্তে আশ্রমী অর্থাৎ (ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থের) জ্ঞানসাধনায় কি, কি, অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য তাহা বেদাদি শাস্ত্র দৃষ্টে লিখিতেছি, তাহার সম্যক্ অনুষ্ঠান করা দূরে থাকুক্ যাহার কিযদংশের অনুষ্ঠান করিলেই জ্ঞানী কহিতে হয়, বস্তুতস্তু যথার্থ তত্ত্ব জ্ঞানসাধকের জ্ঞানী অভিমান পূর্ব্বক দলবদ্ধ করিবার আবশ্যক থাকেনা, আধুনিক তত্ত্বজ্ঞানীরা ইংরাজীমতে বেদান্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছেন, করুন, কিন্তু বিজাতীয় ধর্ম্মী (কোল বোরক) সাহেব ও পণ্ডিতদ্বারা বেদান্তাদি শাস্ত্রার্থ জানিয়া অঙ্গীকার পূর্ব্বক অনুবাদিত ইংরাজী পুস্তকের (৩২৬) পৃষ্ঠায় লেখেন, যে কর্ম্মানুষ্ঠান পূর্ব্বক যোগাভ্যাস না করিলে জ্ঞান জন্মে না, অতএব জ্ঞানিদিগের উচিত হয়, যে শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিপ্রতি অপাঙ্গ পাতকরা।

শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাত্তথাপিতু তদ্বিধেস্তদঙ্গ তয়া তেষা মবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ। বেদান্ত। ৩। অং। ৪। ভাং॥

যদিকশ্চিন্মন্যতে ন যজ্ঞাদীনাং বিদ্যাসাধন ভাবো ন্যায্যঃ বিধ্যভাবাৎ। (যজ্ঞেন বিবিদিষন্তী ত্যেব মাদিকাহি শ্রুতিরনুবাদ) স্বরূপা বিদ্যাস্তুতিপরা নযজ্ঞাদিপরা ইথং মহাভাগাবিদ্যা যৎ যজ্ঞাদিভিরে বৈতা মাপ্তু মিচ্ছন্তীতি। তথাপিতু শমদমাদ্যুপেতঃ স্যাৎ বিদ্যার্থী তস্মাদেবং বিচ্ছান্তোদান্ত উপরতি স্তিতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বাত্মন্যে বাত্মানং পশ্যতীতি বিদ্যাসাধনত্বেন শমদমাদীনাং বিধানাৎ বিহিতানাঞ্চাবশ্যানুষ্ঠেয়ত্বাৎ॥ ০ ॥ তস্মাৎ

ইতি প্রকৃত প্রশংসা পরিগ্রহাৎ বিধিত্ব প্রতীতেঃ॥০॥ তস্মাৎ যজ্ঞাদ্যান পেক্ষায়া মপি শম দমাদীন্যপেক্ষিতব্যানি। যজ্ঞাদীন্য পিত্ব পেক্ষিতব্যানি। স্মৃতিষ্বপি॥ অনভি সন্ধায় ফল মনুষ্ঠিতানি যজ্ঞাদীনি মুমুক্ষোজ্ঞান সাধনানি ভবন্তীতি প্রপঞ্চিতৎ। তস্মাৎ যজ্ঞাদীনি শমদমাদীনিচ যথাশ্রমং সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি বিদ্যোৎ পত্তা বপেক্ষিতব্যানি। শাঙ্করি ভাষ্যং॥

যদি কেহ এরূপ কহেন যে যজ্ঞাদি কর্ম্মবিদ্যোৎপত্তির অঙ্গ নহে, কেননা জ্ঞানসাধনে তদ্বিধির অভাব, তবে (যজ্ঞেন বিবি দিষন্তীতিশ্রুতিঃ) কলে বিধি নহে, শমদমাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ করিয়া শ্রুতিতে কহিয়াছেন, যে ব্রহ্মজ্ঞানে শমদমাদি বিশিষ্ট হইবেক, ইহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানের বিধি, উত্তর, বেদে যদ্রূপ শমদমাদিকে ব্রহ্মজ্ঞানের অঙ্গ কহিয়াছেন, তদ্রূপ যজ্ঞাদিকেও তদঙ্গরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা, জ্ঞানেচ্ছু ব্যক্তিরা শান্ত, দান্ত, উপরতি, তিতিক্ষা সমাহিত চিত্ত কাম ক্রোধ, লোভ, মোহাদির দমন করিয়া আত্মাতেই আত্মার স্ফূর্ত্তি করিবেক। অর্থাৎ জ্ঞানসাধকের শমদমাদিসাধন দ্বারা যথা বিহিত আশ্রমোক্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যদ্যপিও ইহাকে প্রশংসাবাদ বোধ হয় বটে, কিন্তু স্বরূপার্থে বিধিত্বে পরি গ্রহ হইতেছে, কেন না জ্ঞানোৎপত্তির নিমিত্তে যেমন শমদমাদির অপেক্ষা আছে, তদ্রূপ যজ্ঞাদি কর্ম্মেরও অপেক্ষা রাখিয়াছেন, যুদিবল জ্ঞানের পূর্ব্বে এসকল কর্ম্মের

একো বিষ্ণুর্নদ্বিতীয়ঃস্বরূপঃ।

সদ্বিচার সুধাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৪৯ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ১৫ ফাল্গুন বৃহস্পতিবার

কি খ্রীষ্টীয়ান কি ব্রহ্মজ্ঞানী এক্ষণে উভয় দলেরই বিশেষ সংস্কার জন্মিয়াছে, যে বৈদিক ধর্ম্মীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রেরপ্রতি অশ্রদ্ধা করিলেই সত্যধর্ম্মী হয়, আর তাঁহারাই যে সত্যপরায়ণ এমত অহংকার সর্ব্বদাই করেন, কোন২ ব্রহ্মধর্ম্মী ধর্ম্মশাস্ত্রাধ্যায়ী পণ্ডিতের পাণ্ডিত্য প্রতি স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক কহেন, যে আমরা বৈদান্তিক ব্রহ্মজ্ঞানী তোমাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে বিক্রীত হইনা, তোমারদিগের আর সেসময় নাই যে চতুরতা দ্বারা নির্ব্বোধ দিগকে ভুলাইয়া মত চালাইবে, এক্ষণে ঊষাকালের

সূর্য্যোদয়ের ন্যায় সত্যধর্ম্মের উদয় হইতেছে, এসময়ে সকলেই সুবোধ হইয়া উঠিল ইহাতে কি চতুরেরদের চাতুর্য্য আর রক্ষা হইতে পারে, উত্তর, একপ দাম্ভিক মৎসর ব্যক্তিদিগের সত্যজ্ঞানের প্রতি উত্তর করাও অসত্যের কার্য্য, ফলিতার্থ সত্যধর্ম্ম কাহাকে কহে, এবং কি রূপ আচার করিলেই বা সত্যধর্ম্ম রক্ষাহয়, তাহার অনুসন্ধান না করিয়া শুদ্ধ শুকপক্ষিরন্যায় শিক্ষিত সত্যপ্রশংসাসূচক বক্তৃতা করিয়াই সত্যধর্ম্মী হইয়াছেন, ফলে ইঁহারা সত্যধর্ম্মের পথেও চলেননা, অতএব বেদাদি শাস্ত্রতঃ এবংযুক্তিতঃ সত্যমূলক ধর্ম্মের প্রশংসা লিখিতেছি তথাহি, (নচসত্যাৎ পরোধর্ম্ম ইতি পুরাণং) তথাহি, (নসত্যাদপরোধর্ম্ম ইতি স্মৃতিঃ) সত্য হইতে অপর ধর্ম্মনাই, এতদ্বাক্যের প্রতিক, আপত্তিকরে, বস্তুতস্তু কেবল সত্যবাক্য কহিলেই সত্যধর্ম্ম রক্ষাকরা হয় না,—সত্যানুষ্ঠান ব্যতীত সত্যবাক্য ফলদ নহে, বরং সেই সত্যবাক্যে তাঁহারদিগের অকল্যাণ ফলের সম্ভাবনা, তাহার প্রমাণ, যদিকেহ চৌর্য্যবৃত্তিতে ধন উপার্জ্জন করিয়া লোক সমাজে বাক্যের সত্যতা হেতু প্রকাশ করিয়া কহে যে আমি চুরিকরিয়াছি, তবে কি সেইব্যক্তি রাজা কর্ত্তৃক দণ্ডার্হ রূপে কারাবরোধন পর্য্যন্ত দৈহিক শাস্তি প্রাপ্ত হয় না, (না) ঐ সত্যবাক্য হেতুক রাজার নিকট পুরস্কার পায়, এইরূপ পরদারা হরণ ও নিরর্থপর প্রাণ ঘাতন করতঃ

প্রকাশ করিলেও কি, সত্যবাদী রূপে রাজার নিকট পরিত্রাণ হয়, সেইরূপ এক্ষণকার সত্যবাদী জ্ঞানীরা হোটেলাদিতে যবন দ্বারা পাচিত অমেধ্য মাংস মদ্য অন্নাদি আহার করিয়া অনায়াশে প্রকাশ করতঃ সত্যবাদিতা জানান্, মোহান্ধকারে অভিভূত হইয়া তাঁহারদিগের এরূপ পরিবেদনা হয় না যে অপকৃষ্ট কর্ম্ম করিয়া প্রকাশ করায় সত্যবাদী না হইয়া আপনারদিগকে ধার্ষ্টরূপে পরিচয় দেওয়া হয়, তবে সমধর্ম্মীরা সত্যজ্ঞানী বলে বলুক, কিন্তু যথার্থ সত্যধর্ম্মীগণে তাহারদিগকে স্পর্শও করেন না, ফলিতার্থ এরূপ সত্য বাদীকে সত্যধর্ম্মী বলাযায় না, সর্ব্বধর্ম্ম প্রধান সত্যধর্ম্ম রক্ষাকরিতে হইলেই তদঙ্গীভূত অহিংসা, অস্তেয় দয়া, দান, শৌচ, সদাচার, বর্ণাশ্রম, হ্রী, ধী, শম, দম, অনসূয়াদি সকল ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হয়, ইহা লৌকিক যুক্তিতেও উপলব্ধি হইতেছে, অর্থাৎ যথার্থ স্বস্বজাতীয় ধর্ম্মাচারের অননুষ্ঠানে আপনিই অনারাধিত অসত্যের উদয় হয়, সুতরাং ধর্ম্ম শাস্ত্রোক্ত দশবিধ ধর্ম্মই এক সত্যধর্ম্মের অঙ্গ, এক্ষণে যেসকল ব্যক্তিরা সত্যাঙ্গের বিচ্যুতিকরিয়া জ্ঞানী হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারদিগকে যুগধর্ম্মের সত্যতা প্রতিপালক পুরুষ অবশ্যই কহিতে হয়, নচেৎ সত্যধর্ম্মী হইয়া অল্পায়ু, হতশ্রী, কেন হইতেছে, যথা মহাভারতে আদিপর্ব্বে সত্য মাহাত্ম্যং।

সত্যে আয়ুষ্মতীস্তিস্ত্র প্রজাভির্ভরতর্ষভ। ইয়ং সাগরপর্য্যন্তা সম্যা পূর্য্যত মেদিনী॥ ঈজিরেচ মহাযজ্ঞৈঃ ক্ষত্রিয়া বহুদক্ষিণৈঃ। সাঙ্গোপ নিষদোবেদান্ বিপ্রাশ্চাধীয়তেতদা॥ নচ বিক্রীণতে ব্রহ্মব্রাহ্মণাঃ স্মতদানৃপ। নচশূদ্র সমভ্যাসে বেদানুচ্চারয়ন্ত্যপি॥ কারয়ন্তঃ কৃষিংগোভি স্তথাবৈশ্যাঃ ক্ষিতাবিত। নকুটমানৈ র্বণিজঃ পণ্যংবিক্রীণতে তথা॥ কর্ম্মাণিচ নরব্যাঘ্র ধর্ম্মোপেতানি মানবাঃ। ধর্ম্মমেবানুপশ্যন্তশ্চক্রু র্দ্ধর্ম্মপরায়ণাঃ॥ স্বকর্ম্মনিরতাশ্চাসন্সর্ব্বেবর্ণা নরাধিপ। ততোবর্দ্ধন্ত ধর্ম্মেণসহস্র শতজীবিনঃ। কালে গাবঃ প্রসূয়ন্তে নার্য্যশ্চ ভরতর্ষভ॥ আদিপর্ব্বং॥

সত্যধর্ম্মের প্রাচুর্য্যরূপ অনুষ্ঠান ছিল, এতৎকারণ সৃষ্টির প্রথমাবস্থাকে সত্যযুগ বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, তৎকাল জাত মনুষ্যেরা দীর্ঘজীবি সমুদ্র মেখলা সমস্ত পৃথিবী সত্য ধর্ম্মান্বিত প্রজায় পরিপূর্ণা ছিলেন। ব্রাহ্মণেরা বেদোদিত কর্ম্ম পরায়ণ, এবং সাঙ্গোপনিষদ বেদাধ্যয়নে রত ছিলেন, কদাপি বেদাদি বিক্রয় করিতেন না। ক্ষত্রিয়েরা ধর্ম্মতঃ প্রজাপালন করতঃ বহু দক্ষিণক মহামহা যজ্ঞসম্পাদন করিয়াছেন, কৃষি বাণিজ্য গোরক্ষা কর্ম্মে বৈশ্যেরা রত ছিলেন, কূটমানে অর্থাৎ প্রবঞ্চনা দ্বারা পণ্য অর্থাৎ দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয় করিতেন না, বিপ্র শুশ্রূষা ব্যতীত শূদ্রের অন্যকর্ম্ম ছিল না, এবং বেদাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন নাই, অপর ব্রাহ্মণেরাও শূদ্র সমীপে বেদোচ্চারণ করিতেন না। সকল বর্ণেই সত্যধর্ম্মের অনুস্মরণ করতঃ স্বস্বধর্ম্মে রত

বর্জ্জন পুরঃসর স্বজাত্যুক্ত প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই সত্যধর্ম্ম রক্ষাকরা হয়, নচেৎ অসত্যানুষ্ঠান জন্য দুরদৃষ্ট ফলে নরক ভোগকরিতে হয়, তাহাতে কল্পিত ব্রাহ্মধর্ম্ম কোন মতেই বাধা জন্মাইতে পারেন না। ইহাঁরা যে আপনাদিগকে এপর্য্যন্ত সাধু বলিয়া জানেন্ তাহার মুখ্য কারণ সাধুসংসর্গের অভাব, যথা।

বিরূপো যাবদাদর্শে নাত্মনঃ পশ্যতে মুখং। মন্যতে তাবদাত্মান মন্যেভ্যো রূপ মুত্তমং। আদিপর্ব্বে শকুন্তলাবাক্যং॥

কুরূপব্যক্তি যাবৎ দর্পণে আপনার মুখাবলোকন নাকরে, তাবৎ অন্য হইতে আপনাকে রূপবান বলিয়া জানে। তথাহি

যদাতু মুখ মাদর্শে বিকৃতং সোভিবীক্ষ্যতে। তদেতরং বিজানাতি স্বাত্মানং নেতরেজনং। অতীবরূপ সম্পন্নো নকিঞ্চি দবমন্যতে॥ আদিপর্ব্বং॥

বিরূপবানব্যক্তি আপনার বিকৃতানন্ যখন দর্পণে দর্শন করে, তখন আর অন্য হইতে আপনাকে সুন্দর বলিয়া দেখেনা। ফলিতার্থ কুৎসিত ব্যক্তিই অন্যেররূপে দোষ দর্শন করায়, যথার্থ রূপবান্ যে ব্যক্তি সে কদাপি কাহাকে হেয়স্বরূপে পরিগ্রহ করে না, এক্ষণকার সুসভ্য জ্ঞানিরা যদ্যপি সুনির্ম্মল বুদ্ধি রূপ দর্পণে আপনারদিগের কদনুষ্ঠানরূপ মুখের অবলোকন করেন তবেই যথার্থ স্বরূপ কুরূপের বিবেচনা করিতে শক্ত হয়েন। তাঁহারা যদ্যপি যথার্থ তত্ত্বজ্ঞানী হইতেন, তবে

কদাচ সৎকর্ম্মানুসন্ধায়িজনগণের প্রতি ব্যঙ্গ করিতেন না। শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ অজ্ঞানিদিগের যে স্বভাব এক্ষণে জ্ঞানি দিগের শরীরে তাহাই বিদ্যমান হইয়াছে। যথা

মূর্খোহি জল্পতাং পুংসাং শ্রুত্বাবাচঃ শুভাশুভাঃ। অশুভং বাক্য মাদত্তে পুরীষমিব শূকরঃ। আদি পর্ব্বং॥

পণ্ডিতের বাক্য কথনকালে শুভাশুভ যাহা প্রয়োগ হয়, শ্রবণ কালে মূর্খের স্বভাব তাহার শুভবাক্য পরিত্যাগ করিয়া অশুভ বাক্যই গ্রহণ করে, যেমন মনুষ্য শরীরের গুণভাগের পরিত্যাগে শূকরেরা বিষ্ঠামাত্রকেই পরিগ্রহ করিয়া থাকে। এক্ষণে এইরূপ জ্ঞানী প্রায়ই এতন্মহানগরীতে জন্মিতেছে, যেহেতু বেদ পুরাণাদির যথার্থ সারভাগকে পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে তত্তৎ শাস্ত্রের প্রতি দোষদিতে পারেন তদনুসন্ধা নেই সুতৎপর, নচেৎ শ্রীকৃষ্ণাদিরা যে ঐশী ক্ষমতা প্রকাশে পর্ব্বত ধারণ, ব্রহ্মমোহন, কালীয়দমন, ইন্দ্রবরুণাদির দর্পভঙ্গ, পূতনাঘ বক বৎস কেশীকংসাদি ঘাতন, মৃত পুত্রানয়ন বদনে বিশ্ব প্রদর্শন, মহারাসে কায়ব্যূহ প্রকটন করিয়াছিলেন, তাহার প্রতি দৃষ্টি সঞ্চারিত না হইয়া, কেবল বস্ত্র হরণ, পরদারাভিমর্ষণ নবনীতাদি হরণ বিষয়ক জল্পনাতে দোষদর্শন করাইতে সহস্রানন্ হয়েন, হউন, কিন্তু তৎকারণ প্রতি অনু সন্ধান মাত্রও করেন না, সুতরাং শাস্ত্র বাক্য মান্য করিতে

ইহাঁরদিগের মূর্খতা দোষের পরিমার্জ্জন হয় না, ইহা সামান্য জঞ্জাল নহে যে সংমার্জনি দ্বারা পরিশোধন হইবেক, সংশয়রূপ জঞ্জালকে দূরী করণার্থে সাধু সংসর্গরূপ সংমার্জ্জনির অপেক্ষা করে। বর্ত্তমানকালের ব্রহ্মজ্ঞানিদিগকে সজ্জন বলিতে আমারদিগের সংপূর্ণ বাসনা, কিন্তু শাস্ত্র সিদ্ধ দৌর্জ্জন্যস্বভাব প্রযুক্ত তাঁহারা সহজেই দুর্জ্জনগণ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হইতেছেন। যেহেতু প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের প্রশংসা শ্রবণে অত্যন্ত দুঃখিত, বিপরীত প্রশংসায় পরিতুষ্ট হয়েন। যথা

অন্যান পরিবদন সাধু যথাহি পরিতপ্যতে। তথাপরিবদন্নন্যান হৃষ্টো ভবতি দুর্জ্জন। আদিপর্ব্ব॥

পরের পরিবাদ শ্রবণে সাধুব্যক্তি পরিতাপিত হয়েন, তদ্বিপরীত পর পরিবাদ শ্রবণে দুর্জ্জনব্যক্তি পরম হৃষ্টযুক্ত হয়। যথা

অতোহাস্যোতরং লোকে কিঞ্চিদন্যন্নবিদ্যতে। যত্র দুর্জ্জন মিত্যাহ দুর্জ্জনঃ সজ্জনং স্বয়ং॥ অনাস্তিকোপ্যুদ্বিজতেজনঃ কিং পুন রাস্তিকঃ॥ আদি পর্ব্বং॥

ইহলোকে ইহা হইতে হাস্যোতর আর কি আছে, যে স্বয়ং দুর্জ্জনব্যক্তি সজ্জনকে দুর্জ্জন বলিয়া ব্যাখ্যা করে, নাস্তিক ব্যক্তি অনাস্তিকের উদ্বেগ জন্মাইয়া আপনাকে আস্তিক বলিয়া জানায়। অতএব বিজ্ঞবরেরা আধুনিক সভ্যদিগের ব্যবহারের প্রতি অনুধাবনা করিবেন, ইহারা

সদ্বিচার জুষাং নৃণাং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা।।

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোলোকেশং সজল জলদ শ্যামলং স্মেরবক্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম শ্রুতিভি রুদিতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫০ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩০ ফাল্গুন শুক্রবার

তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা নিরন্তর কহিয়া থাকেন, যে যাহারা বেদ পাঠ করে তাহারদিগের সম্বন্ধে যাগযজ্ঞাদি কোন কর্ম্ম করিবার প্রয়োজন নাই শুদ্ধ বেদপাঠেই সকল কর্ম্ম হয়, অতএব আমরা এই অভিপ্রায়েই কর্ম্মকাণ্ড বিধির পরিত্যাগ করতঃ ব্রহ্মসমাজে বেদপাঠমাত্র করিয়াথাকি, শাস্ত্রে কহে (তপাংসি সর্ব্বাণিচ যদ্বদন্তীতি) যত তপস্যা ব্রতাদি সকল সেই আত্মার প্রাপ্ত্যর্থে হয়, সুতরাং কারণ স্বরূপ মূল

বৃক্ষের অভিষিঞ্চন করিলে শাখা পল্লবাদির সেচন করিতে হয় না, উত্তর আত্মোপাসন স্তুত্যর্থে বেদপাঠের অভিপ্রায়ে বেদোদিত কর্ম্মকাণ্ড বিধিকে পরিত্যাগ করিবার তাৎপর্য্য নহে, যেহেতু বেদোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে বেদপাঠ সফল হয় না, এতদর্থে মহারাজা যুধিষ্ঠির, যিনি সর্ব্বতোভাবে সত্যধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন, এবং নিয়ত বেদপাঠেরত, তিনি বেদর্ষিনারদ গোস্বামিকে সভাপর্ব্বে জিজ্ঞাসা করিয়াছি লেন। যথা

কথং বৈসফলা বেদাঃ কথং বৈসফলং ধনং। কথং বৈসফলা দারা। কথং বৈসফলং শ্রুতং। সভাপর্ব্বং। ৪। অং।

বেদের সফলতা কি, ধনইবা কিসে সফল হয়, কোন ভার্য্যাকে সফলা বলাযায়, এবং শাস্ত্রাধ্যয়নেরই বা সফলতা, কি। তথাহি, নারদোক্তৌ।

অগ্নিহোত্র ফলা বেদাঃ, দত্তভুক্তফলং ধনং, রতিপুত্রফলা দারা, শীলবৃত্তফলং শ্রুতং। সভাপর্ব্বং। ৪। অং।

যথা বিহিত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই বেদ সফল হয়েন, (নচেৎ সুচিত্র শুকবৎ বেদাক্ষরের আবৃত্তি মাত্রই হয়) দান এবং ভোগ করিলেই ধনের সাফল্য, ভার্য্যার ফল রতি, এবং পুত্রোৎপাদন, শাস্ত্রের ফল সুস্বভাব,

অর্থাৎ শাস্ত্র পাঠ করিয়া সভ্য হইয়া স্বস্বধর্ম্ম রক্ষাকরা, এবং জঘন্য কর্ম্মের সমাচরণ না করণ।

অতএব বেদপাঠ করিয়া তদুক্ত অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান যাঁহারা না করে, তাহারদের বেদ পাঠ যে বিফল ইহা আমরা স্পর্দ্ধা পূর্ব্বক কহিতে পারি। এবং শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম প্রশংসা শ্রবণে যাঁহারা অমর্ষী হয়েন তাঁহারদিগকে অধার্ম্মিক বলায় কোন সঙ্কোচ হয় না, যেহেতু ধর্ম্মের প্রভাব যে কি পর্য্যন্ত তাহা তাঁহারদিগের চিত্তে ধারণা হয় নাই, ধর্ম্মের গতি অতিসূক্ষ্ম, স্থূল বুদ্ধিদ্বারা শুদ্ধ লৌকিক যুক্তিতে নিশ্চয় করা যায় না, বরং নিরর্থ হেতুবাদের যোজনায় নাস্তিকতাই উপস্থিত হয়, তত্ত্ববোধিনী প্রকাশকেরা এবং তদ্দলস্থ অপর ব্রহ্মজ্ঞানিরা যদি যুধিষ্ঠির দেব হইতে তত্ত্বজ্ঞানী ও সত্যধর্ম্মী, হইয়া থাকেন, তবে তদুক্তি প্রতি অবিশ্বাস করা সম্ভব, নচেৎ সাধু নিন্দক অসভ্য ব্যতীত আর কি কহিতে হয়। সংপ্রতি পাঠক বর্গের শ্রুতি সন্তোষণার্থে ধর্ম্ম প্রশংসা লিখিতেছি, যথা, শ্রুতিঃ (ধর্ম্মাৎ পরোনাস্ত্যতো বলীয়া নিতি) ধর্ম্মের পরবলবান নাই, (ধর্ম্মেণ পাপানপনুদতীতি শ্রুতিঃ।) ধর্ম্মদ্বারা সমস্ত পাতকের অপনয়ন হয়, নিষ্পাপ হইলেই চিত্ত ভূমিতে জ্ঞানবীজ অঙ্কুরিত হইতে থাকে, পরলোক সহায়ার্থ এক ধর্ম্মই গমন করেন। যথা

কর্ম্মণা মনসা বাচা যোধর্ম্মনিরতঃ সদা। অফলাকাংক্ষি চিত্তোয়ঃ সমোক্ষমধি গচ্ছতি। জ্ঞানভাষ্যে॥

কর্ম্মেতে, মনেতে, বাক্যেতে, যে ব্যক্তি সর্ব্বদা ধর্ম্ম পরায়ণ হয়, এবং ফলাভি সন্ধিরহিত নিত্যনৈ মিত্তিকাদি কর্ম্ম করে, সেই ব্যক্তিই যোগিধ্যেয় জ্ঞানগম্যঃ (তদ্বিষ্ণোঃ পরমপদ) প্রাপ্ত হয়, অফলাকাংক্ষ্যর্থে, স্বকীয় ভোগজনক সুকৃতাকাংক্ষা রহিত। কিন্তু কি মোহমাহাত্ম্য এতদ্বিষয় জানিয়া ও ধর্ম্মের বিপ্রতিপত্তিতে জন সকল ধাবমান হয়।

স্বদেহ ধনদারাদি নিরতাঃ সর্ব্বজন্তবঃ। জায়ন্তেচম্রিয়ন্তেচ হাহতা জ্ঞান মোহিতাঃ। কুলার্ণবং॥

আপন২ দেহ এবং ধনদারাদিতে নিরত মহামোহে আক্রান্ত হইয়া জ্ঞান মোহিত জীব সকল নিরন্তর জন্ম মরণরূপ ঘোরাসংসৃতি প্রাপ্ত হইতেছে, অতএব এই সকল মহামায়ার কার্য্যে নিয়ত নিবিষ্ট চিত্ত যাহারদিগের হয়, তাহারা যে ব্রহ্মজ্ঞানি বলিয়া স্পর্দ্ধাকরে ইহা হইতে আর হাস্যাস্পদ কি, অর্থাৎ সতত দুঃখদ সংসার কার্য্যে প্রবত্ত হইলে অখণ্ড আনন্দময় ব্রহ্মজ্ঞান কদাপি লাভ হইতে পারে না, জ্ঞানের প্রতি কারণ সংসার বৈরাগ্য। যথা

প্রভবং সর্ব্বদুঃখানা মাশ্রয়ং সকলাপদাং। আলয়ং সর্ব্ব পাপানাং সংসারং বর্জ্জয়েৎ প্রিয়ে। জ্ঞানভাষ্যে॥

সর্ব্ব দুঃখোৎপাদক, এবং সকল আপদের আশ্রয়, আর সকল পাপের আলয় যে সংসার, তাহাকে জ্ঞানেচ্ছুরা সর্ব্বদাই পরিত্যাগ করিবেক, নচেৎ সংসারে থাকিলে জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ কি,। তথাহি (দুঃখ মূলংহি সংসারং যস্যাস্তীতি সদুঃখিত ইত্যাদি) দুঃখের মূলসংসার, সেই সংসার যাহার আছে সেই দুঃখী, তথাহি (তস্যত্যাগযুক্তো দেবি সসুখীনাপর প্রিয়ে) এমত দুঃখদসংসারকে যে ত্যাগ করিয়াছে সেই সুখী অপর সুখী নহে।

> প্রতিক্ষণময়ং কায়ঃ ক্ষীয়মানোনলভ্যতে। ধ্রুবং সন্নিহিতো মৃত্যুঃ কর্ত্তব্যো ধর্ম্ম সঞ্চয়ঃ। জ্ঞানভাষ্যে॥

প্রতিক্ষণে এই শরীর ক্ষয় হইতেছে কোনমতে বৃদ্ধি হয় না, অতএব সভ্য ব্যক্তির উচিত যে সন্নিহিত মৃত্যুকে নিশ্চয় করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবেক। যেহেতু ধর্ম্মই নিত্য, বিনা ধর্ম্মে কর্ম্মবন্ধচ্ছেদক মোক্ষজ্ঞান জন্মে না।

> অপত্যং মে কলত্রংমে ধনংমে বান্ধবাংশ্চমে। লপন্ত মিতিমর্ত্যাজ অত্তিকালো বৃকোদরঃ। জ্ঞানভাষ্যে॥

আমার পুত্র, আমার স্ত্রী, আমার ধন, আমার বান্ধব, ইত্যালাপ বিশিষ্ট জীবকে ব্যাঘ্ররূপীকাল অহরহ গ্রাস করিতেছে, অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানের অভাবে এই রূপ আলাপ কেবল কালের আবাহন মন্ত্র হয়। মহামায়ায় মোহিত

সচ্চিদানন্দরূপাং নৃণাং জ্ঞানানন্দপ্রদায়িকা।
নিত্যানিত্যাহ্লাদকরী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণং ধ্যায় পরমপুরুষং পীতকৌষেয়বস্ত্রং।
গোলোকেশং সকল [illegible] শ্যামলং মেঘবর্ণং।
পূর্ণব্রহ্ম [illegible] নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাকান্তং কমলনয়নং চিন্তয় স্বং মনোমে।

১৫১ সংখ্যা শকাব্দা [illegible] ১২৫৮ সাল ১৫ চৈত্র শনিবার

এতন্নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা পত্রিকা প্রকাশাবধি এপর্য্যন্ত, ধর্ম্ম, যে, কি, পদার্থ, তাহা বিশেষ রূপে বর্ণনা করা যায় নাই, অতএব, অধুনা সনাতন ধর্ম্ম প্রশংসার নির্ভরকরতঃ ভ্রান্ত ব্যক্তিদিগের চিত্তস্থ ধর্ম্মবিচিকিৎসাপনয়নে বাধিত হইলাম, ভ্রান্ত শব্দের বাচ্য কেহয়, (না) যাহারা ক্ষণবিধ্বংশী দেহ গেহাদিতে আসক্ত হইয়া নিত্য সত্য পরম পদার্থ ধর্ম্মে বৈমুখ্য হয়। দেখুন, অশীতি লক্ষ যোনিদ্বার দর্শন করিয়া সুদুর্ল্লভ

মনুষ্য দেহ প্রাপ্ত হওয়ায়, তাহাতে বেদাদি শাস্ত্রোদিত ধর্ম্ম কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে অকৃতার্থে পশুবৎ কেবল দেহ যাত্রার সমাধান হয়, যদি ধর্ম্মজ্ঞান রহিত অর্থাৎ যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ড দোল দুর্গোৎসব ব্রতোপবাস নিয়মাদি, দেব দেবীর অর্চনা তীর্থাবগাহন পিতৃমাতৃ শ্রাদ্ধ তর্পণাদি না করিয়া শুদ্ধ অর্থোপার্জ্জনে ইন্দ্রিয়াভিরামেও আহার বিহার নিদ্রাদিতে নিযুক্ত থাকে, তবে তাহাকে পশুপদবাচ্যে প্রয়োগ করিতে কে অপেক্ষা করে। তথাহি

> নিদ্রাভি মৈথুনা হারা সর্ব্বেষাং প্রাণিনাং সমাঃ। জ্ঞানবান্ মানবঃ প্রোক্তো জ্ঞানহীনং পশুং প্রিয়ে। [illegible]

আহার বিহার নিদ্রাদি সকল প্রাণিতেই সমান রূপে সৃষ্ট হইয়াছে, তন্মধ্যে জ্ঞানবান্ ব্যক্তিই মনুষ্য তদিতর পশু। জ্ঞানবান্‌পদে সামান্যজ্ঞানাতিরিক্ত শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম কর্ম্মাদির বিশেষজ্ঞান, যথা চণ্ডী (জ্ঞানমস্তি সমস্তস্য জন্তো বিষয় গোচরে। বিষয়শ্চ মহাভাগ যাতিচৈবং পৃথক্ ২) জীবমাত্রেরই বিষয় গোচরে সমান জ্ঞান আছে, বিষয় শব্দে স্বস্বজাতীয় পৃথক্ জ্ঞান অর্থাৎ গোমহিষ অজাবিক সিংহভল্লূক গর্দ্দভাদি স্বস্বযূথে মিলিত হয়, আর নিদ্রাভয় মিত্রতাদি জ্ঞান আছে, যদি ইন্দ্রিয়সুখার্থ উপকরণাহরণ কৌশলজ্ঞ ব্যক্তি সভ্যরূপে মনুষ্য পদের বাচ্য হয়, তবে চতুষ্পদ ধারী পশ্বাদিরাই বা মনুষ্য পদের বাচ্যাতীত কেন

হইবে, অতএব ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানে বর্জ্জিত মনুষ্যকে মনুষ্যাবয়ব ধারী দ্বিপদ পশু বলাই কর্ত্তব্য। তথাহি

অত্র জন্ম সহস্রেস্তু সহস্রৈরপি পার্ব্বতি। কদাচিৎ লভ্যতে জন্তুর্মানুষ্যং পুণ্যসঞ্চয়াৎ। জ্ঞানভাষ্যে॥

জীব সহস্রের মধ্যে সহস্রং জন্ম গ্রহণ করিয়া বহুপুণ্য সঞ্চয়ে কদাচিৎ মনুষ্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, এই মনুষ্য জন্মেও যদি ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠান না করে তবে নিরর্থক দেহ ধারণমাত্রই, নিশ্চয় জানিবেন, এই মনুষ্য দেহ ধারণ ধর্ম্মার্থে কেবল ভোগার্থে নহে, যাহারা ভোগার্থী হইয়া ধর্ম্মার্থে বঞ্চিৎ হয় তাহারাই পশু। তথাহি

সম্পদং স্বপ্ন সংকাশং যৌবনং কুসুমোপমং। তড়িচ্চপল আয়ুশ্চ কস্যস্যাজ্ঞান তোধৃতিঃ। জ্ঞানভাষ্যে॥

স্বপ্ন প্রকাশের ন্যায় সম্পদ, প্রফুল্ল পুষ্পবৎ যৌবন, বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল পরমায়ু, ইহা জানিয়াও কাহার ধারণা হয়, অর্থাৎ কাহারও হয় না, শুদ্ধ ধর্ম্মার্থে রহিত ব্যক্তিই এতদ্দেহে অভিমানী হয়, যথার্থ ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা নিয়ত ধর্ম্মার্থে কর্ম্ম করিয়া থাকেন। কর্ম্মের ফল অন্যথা হয় না, যাদৃক কর্ম্ম তাদৃক ফলভোগ হয়। তথাহি

দেবত্ব মথমানুষ্যং পশুত্বং পক্ষিতাং তথা। কৃমিত্বং স্থাবরত্বঞ্চ জায়ন্তেচ স্বকর্ম্মভিঃ। জ্ঞানভাষ্যে॥

স্বস্বকর্ম্মানুরূপ জীবের দেব মনুষ্য পশু পক্ষি কৃমি স্থাবরাদি জন্ম পরিগ্রহণ হয়। তথাহি

স্থাবরা জঙ্গমাদ্যাশ্চ পক্ষিণঃ পশবোনরাঃ। জায়ন্তেচ ম্রিয়ন্তেচ সংসারে দুঃখসাগরে। জ্ঞানভাষ্য॥

স্থাবর জঙ্গম পশু পক্ষি মনুষ্যাদি সংসাররূপ দুঃখসাগরে পুনঃ২ জনন মরণ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। ইহার অনুভব করণের অভাবেই বর্ত্তমান দেহে ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিরহিত হয়। অর্থাৎ উত্তম, অধম, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক, দরিদ্র, আঢ্য, উত্তম প্রবৃত্তি, ও নীচ প্রবৃত্তি, সকলই কর্ম্ম ফলে ঘটিয়া থাকে। কর্ম্মই বলবান্, বিনাকর্ম্মে কিছু হইতে পারে না। তথাহি

কর্ম্মণাজায়তে জন্তু কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। প্রাক্তনং বলবৎ কর্ম্ম কোন্যথা তৎকরিষ্যতি। জ্ঞানভাষ্যে॥

কর্ম্মদ্বারা জীবের উৎপত্তি কর্ম্মেতেই লয় হয়, অতএব প্রারব্ধ কর্ম্মই বলবান্ তাহার অন্যথা করিতে কেহই পারেন না। যদি বল বিদ্যমান শরীরে কর্ম্ম কর্ত্তব্য কিন্তু দেহাবসানে তাহার সহিত সম্বন্ধ কি, যেহেতু যুক্তি সিদ্ধ এই যে, আধার বিনষ্ট হইলে আধেয় পদার্থ থাকিতে পারে না, সুতরাং দেহের সহিত কর্ম্ম বিনাশ হয়, উত্তর, এরূপ যুক্তি অজ্ঞ ব্যক্তিরা করিয়া থাকে, কেননা শরীর ও কর্ম্ম এতদুভয়েরই পরস্পর আধারাধেয় সম্বন্ধ, অর্থাৎ শরীর হইতে

সচ্চিদ্ভাব স্বরূপং স্বরূপং জ্ঞানানন্দ প্রদায়িকা।
নিত্যা নিত্যাহ্লাদকর্ত্রী নিত্যধর্ম্মানুরঞ্জিকা॥

শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরম পুরুষং পীত কৌষেয় বস্ত্রং।
গোপেন্দ্রেশং সজল জলদ শ্যামলং ধ্যেয়বস্তুং।
পূর্ণব্রহ্ম ক্ষিতিষ্ঠ ক্রীড়িতং নন্দসূনুং পরেশং।
রাধাশ্লিষ্টং কমল নয়নং চিন্তয় ত্বং মনোমে।

১৫৮ সংখ্যা। শকাব্দাঃ ১৭৭৩। সন ১২৫৮ সাল ৩০ চৈত্র রবিবার

গত পত্রে কর্ম্মযোগ ব্যাখ্যার পরিসমাপ্তি না হওয়ায় অত্রপত্রে তদবশিষ্ট ভাগের ব্যাখ্যা করিতেছি। কর্ম্মের পর শ্রেষ্ঠ উপায় নাই, এক কর্ম্মের সংজ্ঞাত্রয়, যথা (কর্ম্ম, অকর্ম্ম, বিকর্ম্ম) ফলাভিসন্ধানে স্বকীয় ভোগজনক ক্রিয়াকে কর্ম্ম বলে, তদন্যৎ ফলাভিসন্ধি রহিত ঈশ্বরার্পিত কর্ম্মের নাম অকর্ম্ম, এতদুভয়কে পরিবর্জ্জন করতঃ অশেষ কুকর্ম্মাচরণকে বিকর্ম্ম বলিয়া উক্ত করিয়াছেন। সুতরাং ভোগার্থী সং-

স্যারি অনেরা অর্থাৎ সুখাভিলাষকে যাহারা হৃদয় হইতে অন্তর করিতে পারে নাই তাহারা সংকল্পিত বেদোদিত যাগ যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিয়া থাকে। সংসার সুখে নিতান্ত বিতৃষ্ণ শুদ্ধ ঈশ্বর প্রাপ্ত্যভিলাষী, যাঁহারা বেদোদিত যাগযজ্ঞাদি ব্রতোপবাস শ্রাদ্ধ তর্পণাদিকে পরিত্যাগ না করিয়া অবশ্য করণীয়রূপে জানেন, কিন্তু তত্তৎ কর্ম্ম ফলের আকাংক্ষী না হইয়া কৃতকর্ম্মের ফল ঈশ্বরে অর্পণ করেন, তাঁহারাই অকর্ম্মী, তাঁহারদিগেরকর্ম্ম, দেহবন্ধের নিমিত্ত হয় না, তদন্যথাচারে যাহারা বেদাদি শাস্ত্রসিদ্ধ যাগযজ্ঞ ব্রতোপবাস ক্রিয়াকাণ্ড শ্রাদ্ধ তর্পণ দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং তীর্থাবগাহন শৌচাচারাদিবর্জ্জিত হয়, তাহাদিগকে বিকর্ম্মী বলিয়া জানিহ। অতএব নৈষ্কর্ম্মীর কথাকে পশ্চাৎ করিয়া কর্ম্মী ও বিকর্ম্মীর অবস্থা কহিতেছি, অর্থাৎ কর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এতদুভয় কর্ম্মই দেহবন্ধের নিমিত্ত হয়, এবং উভয় কর্ম্মেরই ভোগ আছে, বিনাভোগে কর্ম্ম পরিক্ষয় হয় না। যথা

নাভুক্তং ক্ষীয়তে কর্ম্ম কল্পকোটি শতৈরপি। অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং। ব্রহ্মবৈবর্ত্তং ॥

শত কোটিকল্পাবসান হয়, তথাপি অভুক্ত কর্ম্মক্ষয় পায় না, স্বকৃত শুভাশুভ কর্ম্ম অবশ্যই ভোগ করিতে হয়।

অতএব শুভকর্ম্মে শুভভোগ অর্থাৎ পরম সুখাকর স্বর্গেবাস, ভোগাবসানে উত্তম বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া ধার্ম্মিক

হয়। অশুভকর্ম্মে অশুভ স্থানে অর্থাৎ পরম দুঃখাকর নরক বাস, ভোগাবসানে জঘন্যবংশে জন্ম গ্রহণ করতঃ পাষণ্ড ধর্ম্মী হয়, অর্থাৎ পুনঃ২ নরক ভোগের শোপান বদ্ধ করে। এক্ষণকার ব্রহ্মজ্ঞানিদিগের ন্যায় যাহারা জ্ঞানী অভিমানে কর্ম্ম ত্যাগ করে, অর্থাৎ আমরা নির্গুণোপাসক আমারদিগের ব্রহ্ম প্রাপ্তি ব্যতীত কর্ম্মফল ভোগের কামনা নাই, সুতরাং যৎফল ভোগকামী নহি তৎ কর্ম্মানুষ্ঠান করিবার আবশ্যক কি,। এরূপ বক্তৃতায় কোন কর্ম্মই করে না, তাহারদিগকে বিকর্ম্মী বলিয়া উক্ত করিয়াছেন, যথার্থ ব্রহ্মোপাসক তত্ত্বজ্ঞানিরা কর্ম্মের পরিত্যাগ করেন না, শুদ্ধ ফলাভিসন্ধি রহিত হইয়া সকল কর্ম্মই করিয়া থাকেন, তাঁহার দিগকেই নিষ্কর্ম্মী বলার সম্ভব। নচেৎ যাহারা কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মত্যাগ করে, তাহারদিগের মোক্ষ পদ প্রাপ্তি হওয়া দূরে থাকুক্ বরং বৈবস্বত নগরেই নগর পর্য্যটন হইতেছে। তথাহি (নকর্ম্মণা মনারম্ভো নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে) অর্থাৎ কর্ম্মের অনারম্ভে নৈষ্কর্ম্ম্য হইতে পারে না। এবমপি (কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হার ইতি) কর্ম্ম দ্বারাই কর্ম্ম সংহরণ হয়, কর্ম্মই বলবান) যথা (কর্ম্মণাজায়তে জন্তুঃ কর্ম্মণৈব প্রলীয়তে। সুখং দুঃখংনৃণাং তাবৎ কর্ম্মণৈব প্রজায়তে।) উৎপত্তি প্রলয় কর্ম্মদ্বারাই হয়, এবং সুখ দুঃখাদি তাবৎ কর্ম্মেতেই জন্মে। তথাহি

মাতাকর্ম্ম পিতাকর্ম্ম কর্ম্মৈব পরমোগুরুঃ। স্বর্গংবানরকংবাপি কর্ম্মণৈব লভেন্নরঃ। জ্ঞানভাষ্যে।

কর্ম্মই মাতা, কর্ম্মই পিতা, কর্ম্মই পরম গুরু স্বর্গ আর নরক শুদ্ধ কর্ম্মদ্বারাই জীবের লাভ হয়। তথাহি

সুখ দুঃখময়ৈঃস্বীয়ৈ পুণ্য পাপৈ নির্যন্ত্রিতঃ। তত্তজ্জাতি যুতং দেহং সম্ভোগঞ্চ স্বকর্ম্মজং। জ্ঞানভাষ্যে॥

স্বস্বকৃত সুখ দুঃখময় পাপপুণ্যদ্বারা আবদ্ধ হইয়া কর্ম্মানুসারে জাতি, দেহ, সম্ভোগাদি সম্প্রাপ্ত হয়। তথাহি

অসকৃদ্দেহ কর্ম্মাণি সুখ দুঃখানি ভুঞ্জতে। পরত্রাজ্ঞানিনো দেহি যাত্যায়াতি পুনঃ২। জ্ঞানভাষ্যে॥

কেবল এ দেহ এইবার হইয়াছে আর হইবে না এমত নহে, পুনঃ২ দেহধারণে পুনঃ২ কর্ম্ম করে এবং কৃত কর্ম্মফলে সুখ দুঃখাদি পুনঃ২ ভোগ করিতে হয়। অতএব পরত্রাগতি অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই মোহকূপ সংসারে পুনঃ২ যাতায়াত করে। ঘোরান্ধকার সংসারে আসক্ত ব্যক্তির নিয়তই যন্ত্রণা-ভোগ হয়।

অবন্ধো বন্ধনং সঙ্গং দুষ্টসঙ্গং মহাবিষং। সৎ সঙ্গশ্চ বিবেকশ্চ নির্ম্মলং নয়নদ্বয়ং। যস্য নাস্তিনরঃ সোন্ধঃ কথং নস্যাদমার্গগঃ। জ্ঞানভাষ্যে॥

এরূপ সংসারে জীবের একাক বন্ধন দৃঢ় হয় না, শুদ্ধ কর্ম্ম সঙ্গ থাকিলেই দৃঢ় বন্ধন হয়, সুতরাং দুষ্ট সঙ্গকে

মহাবিষরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, অর্থাৎ (অসৎ সঙ্গে অসৎ কর্ম্ম করিয়া নিবিড় বন্ধন প্রাপ্ত হয়,) সেই অসৎ সঙ্গ কেবল বন্ধন করিয়াই ক্ষান্ত হয় না, বরং মহাবিষবৎ ক্রমেজীর্ণতাকে প্রাপ্ত করায়, এই নিমিত্তে তন্ত্রান্তরে কহিয়াছেন, যে "অবন্ধো বন্ধনং পুংসাং অশস্ত্রঘ্নাপি শস্ত্রনং" এই জীব শরীরে বন্ধন দৃষ্টি হয় না অথচ বন্ধন, অস্ত্রাঘাৎ না করিলেও অস্ত্রাঘাৎ তুল্য যন্ত্রণা হয়। অতএব সৎসঙ্গ করাই উচিত যেহেতু তদনুরোধে সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তি জন্মে। যথা।

সৎসঙ্গ এবং বিবেক মনুষ্য সম্বন্ধে নির্ম্মল চক্ষুদ্বয়, যাহার সম্বন্ধে এতদ্দ্বয় নাই, সেই অন্ধ, সুতরাং অন্ধব্যক্তি কুপথ গামী কেন না হইবে, যেহেতু দৃষ্টীন্দ্রিয়ের অভাবে সুপথ ও কুপথ ইহার কোন বিচার হয় না, যে পথে যখন চলে, তখন সেই পথকেই সুপথ বলিয়া জানে, নচেৎ আধুনিক ব্রহ্মজ্ঞানিরা, কি, বেদ বিরুদ্ধ পথে গমন করিতেন, (না) ক্রাইষ্ট ধর্ম্মীরা আপনারদিগের অপকৃষ্ট মতকে উৎকৃষ্ট বলিয়া জানাইতেন, ইহার মুখ্য কারণ সৎসঙ্গও বিবেকের অভাব। এই সংসারে জীবের বন্ধমোক্ষের কারণ শুদ্ধ আত্মাভিমান। যথা

দ্বেপদে বন্ধমোক্ষায় মমেতি নির্ম্মমেতিচ। মমেতি বধ্যতে জন্তু
নির্ম্মমেতি নবধ্যতে॥ কুলার্ণবঃ।

মমতা এবং নির্ম্মমতা বন্ধ ও মোক্ষের কারণ হয়, অর্থাৎ আমি, আমার ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ, আমি কেহ নই, আমার ও কেহ নহে ইত্যাকার জ্ঞানে বদ্ধ হয় না, অর্থাৎ অজ্ঞান প্রভব আত্মাভিমান, জ্ঞান প্রভব বিবেক, এতদ্বয় সংসারে জীবের বন্ধ মোক্ষের হেতুভূত হইয়াছে। সর্ব্ব শাস্ত্রে অজ্ঞানকে অবিদ্যা জ্ঞানকে বিদ্যা বলিয়া উক্ত করেন। যথা (সাবিদ্যা যাচবন্ধায় সাবিদ্যা যাবিমুক্তয়ে) সংসারে বন্ধের হেতুভূতা যে, সে, অবিদ্যা, মুক্তির হেতুভূতা যিনি, তিনিই বিদ্যা, সুতরাং অবিদ্যাকে নিরস্ত করিয়া বিদ্যা প্রাপ্ত্যর্থ তদুপযোগীকর্ম্ম সর্ব্বদাই করিবেক, নচেৎ জ্ঞান লাভ হয় না, অতএব কর্ম্ম ই সকলের প্রধান হইয়াছেন।

ঈশ্বরাজ্ঞাবশবর্ত্তিনী মহামায়া সুখ প্রলোভ দর্শাইয়া অহরহ জীবকে সংসারে প্রবর্ত্ত করাইতেছেন, অবিদ্যাবশে বশীভূত হইয়া জীবমাত্রেই আত্মবিপাক দেখিতে পায় না। যথা

> মাংসলুব্ধো যথা মৎস্যো লৌহ শঙ্কুংনপশ্যতি। সুখলুব্ধ স্তথা দেহী যমবাধাংনপশ্যতি। কুলার্ণবং॥

আমিষলুব্ধ মৎস্য যেমন প্রচ্ছন্ন লৌহশঙ্কু অর্থাৎ (বড়শী) দেখিতে পায় না, তদ্রূপ মায়ায় সুখাসক্ত জীব মহামায়ার আকৃষ্ট হইয়া আত্মবিপাকও দেখিতে পায় না, অতএব বিজ্ঞবরেরা বিশেষ বিবেচনা করিবেন, যে, বর্ত্তমান কালে